Peace

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাসি-কান্না ও জিকির

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

রাসূল ﷺ-এর হাসি-কান্না ও জিকির

মূল

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী

সংকলনে

মো: নূরুল ইসলাম মণি

পরিমার্জনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী
এম.এম, প্রথম শ্রেণী প্রথম
এম.এফ, এম.এ
মুফাসসির
তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা
ঢাকা।

হাফেজ মাও. আরিফ হোসাইন
বি.এ (অনার্স) এম.এ, এম.এম
পিএইচ ডি গবেষক, ঢাবি
আরবি প্রভাষক
নওগাঁও রাশেদিয়া ফাযিল মাদরাসা
মতলব, চাঁদপুর।

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

রাসূল ﷺ-এর

হাসি-কান্না ও জিকির

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী

প্রকাশক

মো: নূরুল ইসলাম মণি

মো: রফিকুল ইসলাম

পিস পাবলিকেশন

প্রকাশকাল : নভেম্বর – ২০১১ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বাধাঁই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

ইমেইল : peacerafiq@yahoo.com

মূল্য : ২২৫.০০ টাকা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. **আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল**
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার-হফুফ
লিসান্স-মদীনা ই: বি: হাদীস বিভাগ

২. **মুহাম্মদ আব্দুর রব আফফান**
গারবুদ্দীরা ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ
লিসান্স-মদীনা ই: বি: দা'ওয়া বিভাগ

৩. **মুহাম্মদ উমার ফারুক আব্দুল্লাহ**
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার-হফুফ
লিসান্স-মদীনা ই: বি: হাদীস বিভাগ

৪. **আজমাল হুসাইন আব্দুন নূর**
নতুন সানাইয়া ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ
লিসান্স-মদীনা ই: বি: শরিয়া বিভাগ

৫. **শহীদুল্লাহ খান আব্দুল মান্নান**
সৌদির পক্ষ থেকে বাংলাদেশে মুবাল্লেগ
লিসান্স-মদীনা ই: বি: দা'ওয়া বিভাগ

প্রকাশকের কথা

সমুদয় প্রশংসা মহান রাব্বুল আ'লামীনের, যিনি তাঁর একান্ত অনুগ্রহে **'রাসূল ﷺ-এর হাসি-কান্না ও জিকির'** নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করার তাওফিক দান করেছেন। দরূদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত রাসূল ﷺ-এর ওপর।

'রাসূল ﷺ-এর হাসি-কান্না ও জিকির' নামক মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশ করা খুবই কঠিন ও সময় সাপেক্ষ কাজ। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। পবিত্র কুরআনকে বুঝতে হলে রাসূল ﷺ-এর সুবিশাল কর্মময় জীবনকে জানতে হবে। তাঁর পবিত্র জীবন জানা ছাড়া কুরআন বুঝা কিছুতেই সম্ভব নয়। রাসূল ﷺ-এর জীবনের বিভিন্ন সময়ে, কাজে, ঘটনায় ও অবস্থায় তাঁর হাসি-কান্না ও রাব্বুল আলামীনের জিকির কেমন ছিলো তা জানা আমাদের একান্ত জরুরী। এ বিষয়টিকে সামনে রেখেই মূলত উক্ত গ্রন্থটির কাজ হাতে নিয়েছি।

'রাসূল ﷺ-এর হাসি-কান্না ও জিকির' এ বিষয়ের ওপর পর্যাপ্ত পরিমাণে তাত্ত্বিক আলোচনা সম্বলিত কোনো গ্রন্থ না থাকায় আমরা অনেক দিন থেকে এ রকম একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করার চেষ্টা করছি। বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্তের নিরীখে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে গ্রন্থটি প্রণয়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। মূলত গ্রন্থটি **মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী** থেকে সংকলিত। এটি আমরা আমাদের মতো করে সম্পাদনা ও প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি।

মানুষ সমাজবদ্ধ ও পারিবারিক জীবন সম্পন্ন সৃষ্টি। তাঁর জীবনে রয়েছে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না-বেদনা বিরহসহ সব কিছু। তাই এগুলো শরীয়তের বিধান মোতাবেক পরিচালিত করার জন্য উক্ত গ্রন্থটি একান্ত জরুরী।

পরিশেষে এ মহান কাজে যারা সময়, শ্রম ও মেধা দিয়ে গ্রন্থটিকে সুন্দর, মার্জিত ও সাবলীল করার জন্য পরামর্শ ও সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। পাঠকদের সুচিন্তিত পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে প্রতিফলিত হবে বলে প্রতিশ্রুতি রইল।

বইটি পরিমার্জনা করতে ইসলামের আলো, ইসলামী প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ রিয়াদ ও ইসলাম হাউসের সহযোগিতা নিয়েছি বলে তাদের জন্য রইল কৃতজ্ঞতা।

বইটি ভাল লাগলে অন্তত একজনকে বলুন আর আপত্তি থাকলে আমাদের বলুন। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইসলামের পারিবারিক বিধি-বিধান সঠিকভাবে পালন করে দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি পাবার তাওফিক দান করুন। আমিন!

৩০.১১.২০১১ ইং

সূচিপত্র

জিকিরের প্রকার

নির্দিষ্ট জিকির

আদব-শিষ্টাচার

ফর্মা–০০

রাসূলের ওসিয়ত

কুরআনের বাণী

وَلَاتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ـ وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ج وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ ـ

ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে, সে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হয়ে যাবে। এ চরিত্র তারাই অর্জন করে, যারা ধৈর্যশীল এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান। (সূরা–৪১ হা-মীম সেজদা : আয়াত-৩৪-৩৫)

১. চরিত্র

১. উত্তম চরিত্রের ফযীলত

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ـ

আর নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। (সূরা কালাম : ৪)

٢. عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ شَيْئٍ اَثْقَلُ فِى الْمِيْزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ ـ

২. আবু দারদা (রা) রাসূলে করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : (পাপ পুণ্যের) দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্র অপেক্ষা কোন কিছুই ভারী নয়।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭৯৯)

٣. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ : اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَحَبِّكُمْ اِلَىَّ وَاَقْرَبِكُمْ مِنِّىْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَاَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا قَالَ الْقَوْمُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَحْسَنُكُمْ خُلُقًا ـ

৩. আমর ইবনে শু'আইব থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি (শু'আইব) তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন খবর দেব না যে, তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে কে প্রিয়তম এবং শেষ বিচার দিবসে অবস্থান করার দিক দিয়ে কে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী? "কেউ জবাব না দিলে, তিনি দুই-তিনবার এ কথা পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর সবাই বলল : হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!। তিনি বলেন : সে হলো সে ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। (আহমদ, হাদীস নং ৬৭৩৫)

* পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী হলো ঐ ব্যক্তি, যে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। ঈমানদার ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে রোযাদার ও আল্লাহর ইবাদতে রাত্রি যাপনকারীর মর্যাদার সমতুল্য। সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঐ ঈমানদার যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রবান। অতএব, এ থেকেই সাব্যস্ত হয় যে, স্বর্ণ-রৌপ্য হাছিল করার চেয়ে উৎকৃষ্ট চরিত্র হাছিল করাই শ্রেয়।

٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلنَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا وَالْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِئْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ ـ

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন : মানুষ স্বর্ণ-রৌপ্যের খনির মত একটি খনি। অন্ধকার যুগের উত্তম ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণের পরেও উত্তম যদি তারা দ্বীনি জ্ঞান হাছিল করে। (রুহ জগতে) আত্মাগুলো ছিল পরস্পর মিলিত। অতএব (ঐ সময়) যেসব আত্মা পরস্পর পরিচয় লাভ করে, তারা এ জগতে মিলিত হয় এবং যারা তখন অপরিচিত ছিল (বর্তমানে) তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। (বুখারী : হাদীস নং-৩৪৯৩)

* উত্তম চরিত্রের গুণে গুণান্বিত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সহজ উপায় হলো রাসূলে করীম ﷺ-এর অনুসরণ করা। যাঁর চরিত্রই ছিল কুরআন করীম। তিনি ছিলেন

সৃষ্টি ও আদর্শের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম মানুষ। যে তাঁকে বঞ্চিত করে তাকে তিনি প্রদান করেন, যে তাঁর প্রতি জুলুম করে তাকে তিনি ক্ষমা করেন। যে তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখেন। যে তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করে তিনি তার সাথে সদ্ব্যবহার করেন। আর এগুলোই তো উত্তম চরিত্রের মূলনীতি। অতএব, আল্লাহ তা'আলা যা কিছু রাসূলে করীম ﷺ-এর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন তা ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। কিছু এমন বিষয় রয়েছে, যা রাসূলে করীম ﷺ-এর জন্য একান্তই নির্দিষ্ট, সেক্ষেত্রে তাঁর সাথে কেউ সমকক্ষ নয়। যেমন : নবুওয়্যাত, অহি নাযিল, চারের অধিক বিবাহ, তাঁর স্ত্রীদেরকে তাঁর পরবর্তীতে বিবাহ করা হারাম, তাঁর সম্পত্তির মালিক না হওয়া এবং বিরতিহীন রোজা রাখা ইত্যাদি।

এ অধ্যায়ে ঐ সব গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ ও চরিত্রের বিবরণ দেয়া হয়েছে, তিনি যার দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন এবং স্বয়ং নিজেই যে চরিত্রের মূর্তপ্রতীক। ঐ সমস্ত গুণাবলী ও প্রকৃতি স্বভাবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যে গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। যাতে প্রত্যেক মুসলিম ঐ সমস্ত গুণের অনুসরণ করে নিজে গুণান্বিত, সুশোভিত ও তা হাছিলের মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধশালী করতে পারে।

৫. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا .

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের আশা পোষণ করে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা (জীবনের সর্বক্ষেত্রের আদর্শ)। (সূরা –৩৩ আহযাব : আয়াত-২১)

৬. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ .

তুমি ক্ষমাপরায়ণতার নীতি অবলম্বন কর এবং সৎকাজের আদেশ কর আর জাহিলদেরকে এড়িয়ে চলো। (সূরা–৭ আরাফ : আয়াত-১৯৯)

২. রাসূল ﷺ-এর উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা

১. আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ـ

আর নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

(সূরা–৬৮ কালাম : আয়াত-৪)

٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ ﷺ فَاحِشًاوَلاَ مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُوْلُ : اِنَّ مِنْ خِيَارِ كُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلاَقًا ـ

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ অশ্লীলভাষী ও অসদাচরণের অধিকারী ছিলেন না। তিনি ঘোষণা করতেন : তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে চরিত্র নৈতিকতায় সর্বোত্তম।

(বুখারী : হাদীস নং ৩৫৫৯)

٣. عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ خَدَمْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِىْ : اُفٍّ وَلاَلِمَ صَنَعْتَ وَلاَ اَلاَّ صَنَعْتَ ـ

৩. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-এর দশ বছর যাবত খেদমত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। কিন্তু তিনি আমাকে কখনও "উহ্" শব্দটি কিংবা কেন এ কাজটি করনি বা কেন এ কাজটি করেছ এরূপ কথা বলেননি। (বুখারী : হাদীস নং ৬০৩৮)

১. রাসূল ﷺ-এর দানশীলতা

١. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) يَقُوْلُ : مَا سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ شَىْءٍ قَطُّ فَقَالَ لاَ ـ

১. জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর নিকট কোন জিনিস চাইলে তিনি কখনো না শব্দটি উচ্চারণ করেননি।

(বুখারী : হাদীস নং ৬০৩৪)

২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ اَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِى رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِى كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْاٰنَ، فَلَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ ـ

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল। আর বিশেষ করে রমযান মাসে তাঁর দানশীলতা আরো বেড়ে যেত যখন জিবরঈল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাত লাভ করতেন। জিবরাঈল (আ) তাঁর সাথে রমযানের প্রতি রাতে সাক্ষাত করে তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত করাতেন। রাসূল করীম ﷺ দ্রুত প্রবাহিত বাতাসের চেয়েও উত্তম দানশীল ছিলেন। (বুখারী : হাদীস নং-৬)

৩. عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ : مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْاِسْلَامِ شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ قَالَ فَجَاءَهٗ رَجُلٌ فَاَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يَا قَوْمِ اَسْلِمُوْا فَاِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِىْ عَطَاءً لاَ يَخْشَى الْفَاقَةَ ـ

৩. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ-এর নিকট ইসলামের নামে যা কিছু চাওয়া হত তা তিনি প্রদান করতেন। তিনি (আনাস) বলেন : একবার এক ব্যক্তি আগমন করলে তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হয়ে যাবে এমন সংখ্যক ছাগল দিলেন। অত:পর উক্ত ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এসে বলল : হে সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর; কেননা মুহাম্মদ ﷺ এমন দান করেন যে, গরীব হওয়ার ভয় করেন না। (মুসলিম, হাদীস নং-২৩১২)

২. রাসূল ﷺ-এর লজ্জাশীলতা

১. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِى خِدْرِهَا فَاِذَا رَاٰى شَيْئًا يَكْرَهُهٗ عَرَفْنَاهُ فِىْ وَجْهِهٖ ـ

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বদ্ধ কুটিরে পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। আর যখন এমন কিছু দেখতেন যা তিনি অপছন্দ করতেন, তা তাঁর চেহারা মুবারকে ফুটে উঠলে আমরা বুঝতে পারতাম। (বুখারী : হাদীস নং-৬১০২)

৩. রাসূল ﷺ-এর বিনয় ও নম্রতা

١. عَنْ عُمَرَ (رضـ) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : لاَ تُطْرُوْنِى كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارٰى ابْنَ مَرْيَمَ، فَاِنَّمَا اَنَا عَبْدُهٗ، فَقُوْلُوْا : عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ.

১. ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তিনি বলেন তোমরা আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জিত (বাড়াবাড়ি) করো না, যেমন ঈসা ইবনে মারইয়াম (রা) প্রসঙ্গে খ্রিস্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তাঁর বান্দা, তাই তোমরা বলবে : আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

(বুখারী হাদীস নং-৩৪৪৫)

٢. عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ امْرَاَةً كَانَ فِىْ عَقْلِهَا شَىْءٌ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ اِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ : يَا اُمَّ فُلاَنٍ اُنْظُرِىْ اَىَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتّٰى اَقْضِىَ لَكِ حَاجَتَكِ فَخَلاَ مَعَهَا فِىْ بَعْضِ الطُّرُقِ حَتّٰى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا.

২. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নির্বোধ এক নারী বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকট আমার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি ﷺ বললেন : হে অমুকের মা! তুমি যে কোন রাস্তায় স্থান ইচ্ছা কর, যাতে আমি তোমার প্রয়োজন মিটাতে পারি। অত:পর তিনি উক্ত নারীর প্রয়োজন শেষ হওয়া পর্যন্ত রাস্তার কোন স্থানে তার সাথে অবস্থান করলেন। (মুসলিম হাদীস নং-২৩২৬)

٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لَوْدُعِيْتُ اِلٰى ذِرَاعٍ اَوْ كُرَاعٍ لاَجَبْتُ وَلَوْ اُهْدِىَ اِلَىَّ ذِرَاعٌ اَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ.

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যদি আমাকে (পশুর) বাহু অথবা পায়া খেতে আহ্বান করা হয় তবুও তার দাওয়াত গ্রহণ করব, আর যদি আমাকে (পশুর) বাহু কিংবা পায়া হাদিয়া দেওয়া হয়, আমি তা গ্রহণ করব। (বুখারী, হাদীস নং-২৫৬৮)

৪. রাসূল ﷺ এর সাহসিকতা

١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاجِعًا، وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِيْ طَلْحَةَ عُرْيٍ، فِيْ عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُوْلُ : لَمْ تُرَاعُوْا لَمْ تُرَاعُوْا قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ قَالَ وَكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأُ .

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলের চেয়ে সুশ্রী, অধিক দানকারী ও অধিক সাহসী ছিলেন। এক রাতে মদীনাবাসী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। অত:পর কিছু সংখ্যক লোক শব্দের দিকে রওয়ানা দিল। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আগেই শব্দের দিকে চলে যান এবং ফিরে এসে তাদেরকে রাস্তায় দেখতে পান। তিনি তাঁর ঘাড়ে তরবারী নিয়ে আবু তালহার জিনবিহীন ঘোড়ার উপর আরোহণ করেছিলেন আর বলছিলেন : "তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ো না, তোমরা ভয় কর না।" অত:পর তিনি বলেন : আমরা পেয়েছি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের মতো দ্রুত বা এটি যেন সমুদ্রই অথচ ঘোড়াটি ছিল অদ্রুতগামী। (মুসলিম, হাদীস নং-২৩০৭)

٢. عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَعُوْذُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا .

২. আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আশ্রয়ে ছিলাম। আর তিনি আমাদের থেকে সবচেয়ে বেশি শত্রুদের নিকটবর্তী ছিলেন এবং তিনি ছিলেন সেদিন অধিকতর সাহসী।

(আহমদ, হাদীস নং-৬৫৪)

৫. রাসূল ﷺ-এর কোমল আচরণ

١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضـ) أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : دَعُوْهُ وَأَهْرِيْقُوْا عَلٰى بَوْلِهِ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, কোন এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করে ফেলে। যার ফলে লোকজন তাকে প্রহার করার জন্য তার দিকে অগ্রসর হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বলেন : তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবে পূর্ণ এক বালতি পানি ঢেলে দাও। বস্তুত: তোমাদেরকে নমনীয়তা প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা অবলম্বনকারী হিসেবে নয়। (বুখারী, হাদীস নং-৬১২৮)

٢. عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَسَكِّنُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا ـ

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : তোমরা (মানুষের প্রতি) সহজতর হও এবং কঠিন হয়ো না। আর মানুষদেরকে শান্ত কর এবং তাড়িয়ে দিও না। (মুসলিম, হাদীস নং-১৭৩৪)

٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَيُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِيْ عَلٰى مَا سِوَاهُ ـ

৩. নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : হে আয়েশা! নিশ্চয়ই আল্লাহ বিনয়ী, তিনি বিনয়তাকে ভালোবাসেন।

তিনি বিনয়তার ক্ষেত্রে যা প্রদান করেন কঠোরতা এবং তা ব্যতীত অন্য কিছুতে প্রদান করেন না। (বুখারী, হাদীস নং-৬৯২৭)

৬. রাসূল ﷺ-এর ক্ষমা প্রদর্শন

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

আর তাদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন কর ও মার্জনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা–৫ মায়িদা : আয়াত-১৩)

٢. عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّهَا قَالَتْ : مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلاَّ اَخَذَ اَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ اِثْمًا فَاِنْ كَانَ اِثْمًا كَانَ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهٖ اِلاَّ اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ بِهَا ـ

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখনই দু'টি জিনিসের একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেয়া হতো, তখন তিনি সহজটিই গ্রহণ করে নিতেন, যদি তাতে পাপের সম্ভাবনা না হতো। আর যদি তা পাপের কাজ হতো তবে তিনি তা থেকে অধিকতর দূরে থাকতেন। নবী করীম ﷺ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, তবে আল্লাহর সীমারেখা লংঘন করা হলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রতিশোধ নিতেন। (বুখারী, হাদীস নং-৩৫৬০)

৭. রাসূল ﷺ-এর দয়া

١. عَنْ اَبُوْ قَتَادَةَ (رض) قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ وَسَلَّمَ وَاُمَامَةُ بِنْتُ اَبِى الْعَاصِ عَلٰى عَاتِقِهٖ فَصَلّٰى فَاِذَا رَكَعَ وَضَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا ـ

১. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাদের নিকট উমামা বিনতে আবুল আসকে কাধে নিয়ে বের হয়ে আসলেন। অত:পর এমতাবস্থায় সালাত আদায় করলেন। যখন রুকু করেন তখন (তাকে) রেখে দেন আর যখন উঠেন তখন তাকে উঠিয়ে নেন। (বুখারী, হাদীস নং-৫৯৯৬)

٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَبَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْاَقْرَعُ بْنُ حَبِسِ نِ التَّمِيْمِىُّ جَالِسًا، فَقَالَ الْاَقْرَعُ : اِنَّ لِىْ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ اَحَدًا، فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ : مَنْ لاَيَرْحَمُ لاَيُرْحَمُ ـ

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ইবনে আলী (রা)-কে চুম্বন করলেন। ঐ সময় তাঁর নিকট আকরা ইবনে হাবেস আত-তামীমী বসাবস্থায় ছিলেন। আকরা বলেন : আমার দশজন সন্তান রয়েছে তাদের কাউকে চুম্বন করি না। রাসূলে করীম ﷺ তার তাকিয়ে করে বলেন : যে দয়া করে না তার প্রতিও দয়া করা হবে না। (বুখারী, হাদীস নং-৫৯৯৭)

٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَاِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ، وَاِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهٖ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ ـ

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মানুষদের ইমামতি করে তখন যেন (সালাত) সহজ করে; কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ মানুষ থাকে। পক্ষান্তরে তোমাদের কেউ যখন নিজে সালাত আদায় করে, তখন ইচ্ছেমত লম্বা করবে।

(বুখারী, হাদীস নং-৩০)

৮. খাদেমের প্রতি রাসূল ﷺ-এর দয়া

রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

هُمْ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَاَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ وَاَلْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ وَلاَ تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ ـ

তারা তোমাদেরই ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব, তোমরা তাদেরকে তাই খাওয়াবে যা তোমরা নিজেরা ভক্ষণ করবে,

তাদের তাই পরিধান করাবে, যা তোমরা পরিধান করবে। তাদের ওপর ক্ষমতার বাইরে কোন কাজ চাপিয়ে দিও না। আর যদি ক্ষমতার বাইরে কোন কাজ চাপিয়ে দাও, তাহলে সে কাজে তাদেরকে সহযোগিতা করবে।

(মুসলিম, হাদীস নং-১৬৬১)

৯. শত্রুদের প্রতি রাসূল ﷺ-এর দয়া

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ : كَانَ غُلاَمٌ يَهُوْدِىٌّ يَخْدُمُ النَّبِىَّ ﷺ فَمَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُهٗ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهٖ فَقَالَ لَهٗ اَسْلِمْ فَنَظَرَ اِلٰى اَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهٗ فَقَالَ لَهٗ اَطِعْ اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْقَذَهٗ مِنَ النَّارِ ـ

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ইহুদি বালক নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে নিয়োজিত ছিল। সে রোগাক্রান্ত হলে নবী করীম ﷺ তাকে দেখার জন্য যান। তিনি তার মাথার নিকট বসে তাকে বললেন : তুমি ইসলাম কবুল কর। সে তখন তার নিকট উপস্থিত পিতার দিকে তাকালে পিতা তাকে বলল : আবুল কাসেম (নবী ﷺ)-এর কথা মেনে নাও, তখন সে ইসলাম কবুল করল। নবী করীম ﷺ সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় বললেন : যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন।

(বুখারী, হাদীস নং-১৩৫৬)

১০. রাসূল ﷺ-এর হাসি

١. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ : مَا رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتّٰى اَرٰى مِنْهُ لَهَوَاتِهٖ اِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ ـ

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে কখনও সবগুলো দাঁত দেখিয়ে হাসতে দেখিনি যার ফলে তাঁর মুখ গহ্বর বা কণ্ঠ তালু পর্যন্ত দেখা যায়; বরং তিনি কেবল মুচকি হাসতেন। (বুখারী, হাদীস নং-৬০৯২)

٢. عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ مَا حَجَبَنِى النَّبِىُّ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلاَ رَاٰنِىْ اِلاَّ تَبَسَّمَ فِىْ وَجْهِىْ ـ

২. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে নবী করীম ﷺ আমাকে কখনও তার নিকট গমন করতে বাঁধা দেননি এবং যখনই তিনি আমাকে দেখেছেন তখনই মুচকি হেসে দেখেছেন।

(বুখারী, হাদীস নং-৬০৮৯)

১১. রাসূল ﷺ এর কান্না

١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ : قَالَ لِىْ اَلنَّبِىُّ ﷺ : اقْرَأْ عَلَىَّ ؛ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ قَالَ : نَعَمْ، فَقَرَاْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى اَتَيْتُ اِلٰى هٰذِهِ الْاٰيَةِ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَابِكَ عَلٰى هٰؤُلَآءِ شَهِيْدًا ـ النساء : قَالَ حَسْبُكَ الْاٰنَ فَالْتَفَتُّ اِلَيْهِ فَاِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ ـ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাকে বললেন : "তুমি আমার প্রতি কুরআন পড়।" আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার প্রতি কুরআন পড়ব, অথচ কুরআন আপনার ওপরই নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন : হ্যাঁ! আমি সূরা নিসা পাঠ করে যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌছলাম : "যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাজির করব এবং সকল বিষয়ে তোমাকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করব। তখন তারা কি করবে?" তখন তিনি আমাকে বললেন : "এখন তোমার যথেষ্ট হয়েছে।" আমি তার দিকে দৃষ্টিপাত করলাম, তাঁর দু' চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে। (বুখারী, হাদীস নং-৫০৫০)

٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ (رض) قَالَ : رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ وَفِىْ صَدْرِهِ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الرَّحْىِ مِنَ الْبُكَاءِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

২. আব্দুল্লাহ ইবনে শিক্ষীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূল করীম ﷺ-কে সালাত আদায় করতে দেখি এমতাবস্থায় তাঁর ভেতরে জাঁতা কলের শব্দের মত কান্নার আওয়াজ হচ্ছিল। নাসাঈ শরীফের বর্ণনায় রয়েছে "পাতিলের পানি ফুটার মত আওয়াজ হচ্ছিল।" (আবু দাউদ, হাদীস নং-৯০৪)

٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْتَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً.

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুল কাসেম ﷺ বলেছেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি- আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে অধিক কাঁদতে এবং কম হাসতে।

٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوْعٌ وَاِنْ كَانَ مِنْ حَرِّ وَجْهِهٖ اِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ.

৪. আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- কোন মুমিন বান্দার দু' চোখ থেকে আল্লাহর ভয়ে যদি মাছির মাথা পরিমাণ পানিও বের হয়ে তার গণ্ডদেশের উষ্ণতা অতিক্রম করে আল্লাহ তাকে আগুনের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করে দিবেন। (ইবনে মাজা)

১২. আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর রাগ

١. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ : دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ وَفِى الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيْهِ صُوَرٌ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ، وَقَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : اِنَّ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُصَوِّرُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ.

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বাড়িতে আমার নিকট আসলেন। সে সময় ঘরে অনেক ছবিযুক্ত একটি পর্দা ঝুলানো ছিল। (এ দেখে) নবী করীম ﷺ-এর চেহারা মলিন হয়ে গেল। অত:পর তিনি পর্দাটি নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। আয়েশা (রা) বলেন : নবী করীম ﷺ তখন একথাও বলেন : যারা এসব প্রাণীর ছবি নির্মাণ করে, শেষ বিচার দিবসে তাদেরকে সবচেয়ে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে। (বুখারী, হাদীস নং-৬১০৯)

٢. عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ رَجُلاً قَالَ : وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ لَاَتَاَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ اَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَوْعِظَةٍ اَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ : اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَاَيُّكُمْ مَا صَلّٰى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَاِنَّ فِيْهِمْ اَلضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ .

২. আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "এক ব্যক্তি রাসূল করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলল, অমুক ব্যক্তির কারণে আমি ফজরের সালাতে অংশগ্রহণ করি না। কারণ, সে সালাত অনেক দীর্ঘায়িত করে। আবু মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সেদিন উপদেশ দেওয়ার সময় যতটা রাগন্বিত হতে দেখলাম ততটা রাগন্বিত হতে আর কোন দিন দেখিনি। তিনি বললেন : হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে যারা বিরক্ত সৃষ্টি করে সালাত থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই তোমাদের যারা সালাতের ইমামতি করবে তারা যেন সালাত সংক্ষিপ্ত করে। কেননা মুসল্লীদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ এবং ব্যস্ত লোকও থাকে। (বুখারী, হাদীস নং-৬১১০)

১৩. উম্মতের প্রতি নবী করীম ﷺ-এর করুণা ও সহানুভূতি

১. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন−

١. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ .

১. অবশ্যই তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল ﷺ এসেছেন। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, ঈমানদারদের প্রতি তিনি অনুগ্রহশীল ও পরম দয়ালু।

(সূরা−৯ তাওবা : আয়াত-১২৮)

٢. عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهَا

وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَاَنَا اٰخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَاَنْتُمْ تَفَلَّتُوْنَ مِنْ يَدِىْ ـ

২. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমার ও তোমাদের মধ্যের উপমা হলো ঐ ব্যক্তির মত যে আগুন প্রজ্জলিত করল। অত:পর তাতে কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড় পড়তে আরম্ভ করল। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি সেগুলোকে আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। অনুরূপ আমি জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার জন্য তোমাদের কোমর ধরে টানছি আর তোমরা আমার হাত থেকে ছুটে পালাচ্ছ।

(মুসলিম হাদীস নং-২২৮৫)

১৪. জনগণের সাথে রাসূল ﷺ-এর বিনোদনতা

عَنْ اَنَسِ بْنَ مَالِكٍ (رض) يَقُوْلُ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتّٰى يَقُوْلَ لِاَخٍ لِىْ صَغِيْرٍ يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرَ ـ

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন, এমনকি আমার ছোট ভাইকে বললেন : ওহে আবু উমাইর! তোমর নুগাইর (পাখির বাচ্চাটি) কি হয়েছে?

(বুখারী হাদীস নং ৬১২৯)

১৫. রাসূল ﷺ-এর দুনিয়া বিরাগী

١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ اٰلَ مُحَمَّدٍ قُوْتًا ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! মুহাম্মদের বংশধরের প্রয়োজনীয় রিযিক দান করুন।

(বুখারী হাদীস নং-৬৪৬০)

٢. عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ : مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتّٰى قُبِضَ ـ

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার মদীনায় আগমন করার পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত একাধারে তিন দিন গমের খাবার পেট ভরে খাননি। (বুখারী, হাদীস নং-৫৪১৬)

٣. عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) كَانَتْ تَقُوْلُ : وَاللّٰهِ يَا ابْنَ أُخْتِيْ اِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ اِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثَلاَثَةَ اَهِلَّةٍ فِيْ شَهْرَيْنِ وَمَا أُوْقِدَ فِيْ اَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَارٌ قَالَ قُلْتُ يَا خَالَةُ : فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ؟ قَالَتْ : اَلاَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ اِلاَّ اَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جِيْرَانٌ مِنَ الاَنْصَارِ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ فَكَانُوْا يُرْسِلُوْنَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَلْبَانِهَا فَيَسْقِيْنَاهُ ـ

৩. উরওয়া (রা) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন : ভাগিনা, আল্লাহর কসম! আমরা নতুন চাঁদ দেখতাম, পুনরায় নতুন চাঁদ দেখতাম। অত:পর নতুন চাঁদ দেখতাম। এভাবে দু' মাসে তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন ঘরে চুলায় আগুন জ্বালানো হতো না। উরওয়া বলেন: আমি জিজ্ঞাসা করলাম খালা! তাহলে কি দ্বারা আপনাদের জীবিকা নির্বাহ হতো? তিনি জবাবে বলেন : দুটি কালো জিনিস দ্বারা : খেজুর ও পানি। আর এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েক ঘর আনসারী প্রতিবেশী ছিল। তাদের কতিপয় দানের দুধাল উষ্ট্রী ও ছাগল ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য দুধ প্রেরণ করতেন যা থেকে তিনি আমাদের পান করাতেন। (বুখারী, হাদীস নং-২৫৬৭)

٤. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ (رضـ) قَالَ : مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلاَ دِيْنَارًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ اَمَةً وَلاَ شَيْئًا اِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلاَحَهُ وَاَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً ـ

৪. আমর ইবনে হারেছ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইন্তেকালের সময় দিনার, দিরহাম ও দাস-দাসী কিছুই ছেড়ে যাননি। শুধুমাত্র

একটি সাদা রঙের গাধা ও তাঁর অস্ত্র আর এক চিলতে জমি যা দান করে দিয়েছিলেন। (বুখারী, হাদীস নং-৪৪৬১)

১৬. রাসূল ﷺ-এর ন্যায়পরায়ণতা

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَاْنُ الْمَرْاَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ فَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ : اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمْ اَلشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمْ اَلضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত : মাখযুমী গোত্রের এক নারীর চুরি করা প্রসঙ্গে কুরাইশদেরকে উদ্বিগ্ন করে তুলে।....... (এতে আছে) উসামা নবী করীম ﷺ-এর সাথে এ বিষয়ে কথা তুললে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি মওকুফের সুপারিশ করছ?" অত:পর রাসূলে করীম ﷺ দাঁড়িয়ে খুৎবায় বললেন : তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহকে ধ্বংস করেছে; কারণ তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে কোন গরীব অসহায় ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠা করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম। (বুখারী, হাদীস নং-৩৪৭৫)

১৭. রাসূল ﷺ-এর সহনশীলতা

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ اَتٰى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ اَشَدَّ مِنْ يَوْمِ اُحُدٍ؟ فَقَالَ : لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ اَشَدَّ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ اِذْ عَرَضْتُ نَفْسِىْ عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ

كُلاَلٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رُدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ قَالَ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ـ

নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! উহুদের দিনের চেয়েও বেশি বিপদের কোন দিন আপনার প্রতি ঘটেছিল কি? তিনি বলেন : হ্যাঁ, তোমার স্বগোত্রের পক্ষ থেকে সম্মুখীন হয়েছিলাম। আর আকাবার দিন তাদের পক্ষ থেকে সবচেয়ে অধিক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলাম। যখন (তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে) নিজেকে ইবনে আবদে ইয়ালিল ইবনে আবদে কুলালের নিকট (তায়েফে) উপস্থাপন করলাম। আমি যা চেয়েছিলাম তাতে কোন সাড়া দেয়নি। আমি সেখান থেকে বিষন্ন চেহারায় প্রত্যাবর্তন করলাম। অবশেষে 'কারনুল ছা'আলাব' নামক স্থানে এসে পৌঁছলে আমার জ্ঞান ফিরে আসে। অত:পর মাথা উঠিয়ে দেখি আমি একখণ্ড মেঘের ছায়ার নিচে শয়ন করে আছি।

সেদিকে তাকিয়ে দেখি তন্মধ্যে জিবরাঈল। তিনি আমাকে ডেকে বললেন : আপনার জাতি আপনাকে যা বলেছে এবং জবাব দিয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তা শুনেছেন। তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন, তাদের বিষয়ে আপনার যা ইচ্ছা নির্দেশ করুন। তিনি বলেন : এরপর আমাকে পাহাড়ের ফেরেশতা সালাম দিয়ে বললেন : হে মুহাম্মদ! আপনার সম্প্রদায় আপনাকে কি

বলেছে আল্লাহ তা শ্রবণ করেছেন। আমি পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে আপনার পালনকর্তা আপনার নিকট পাঠিয়েছেন; যাতে করে আপনি যা ইচ্ছা আমাকে আদেশ করেন। যদি আপনি চান তবে "আখশাবাইন" দু'পাহাড়কে তাদের উপর চাপিয়ে দেব। জবাবে নবী করীম ﷺ বলেন : "বরং আশা করি আল্লাহ তা'আলা তাদের ঔরস থেকে এমন সন্তান বের করবেন, যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে ও তার সাথে কাউকে অংশী স্থাপন করবে না।

(মুসলিম, হাদীস নং-১৭৯৫)

১৮. রাসূল ﷺ এর ধৈর্য ধারণ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ : دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَمَسَسْتُهُ بِيَدِىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَجَلْ اِنِّىْ اُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ قَالَ فَقُلْتُ ذٰلِكَ اَنَّ لَكَ اَجْرَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَجَلْ ـ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলে করীম ﷺ এর নিকট আসলাম, তখন তিনি পীড়িত আমি তাঁর দেহে হাত দিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার দেহে অত্যন্ত জ্বর। তিনি বললেন : হ্যাঁ, তোমাদের দু'জনের সমান জ্বরে পতিত হয়েছি। (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি বললাম : তাহলে এতে আপনার দ্বিগুণ নেকী। তিনি বললেন : হ্যাঁ।

(বুখারী, হাদীস নং-৫৬৬৭)

٢. عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ (رض) قَالَ : شَكَوْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهٗ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا اَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا اَلاَ تَدْعُوْ لَنَا فَقَالَ : قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُوْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهٗ فِى الْاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهٖ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ

الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهٖ وَعَظْمِهٖ فَمَا يَصُدُّهٗ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهٖ وَاللّٰهِ لَيَتِمَّنَّ هٰذَا الْاَمْرُ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ اِلاَّ اللّٰهَ وَالذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهٖ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ .

২. খাব্বাব ইবনে আরত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এমন এক সময় অভিযোগ করলাম, যখন তিনি কা'বা ঘরের ছায়ায় চাদর দিয়ে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম করছিলেন। আমরা বললাম : আপনি আমাদের জন্য কি সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আমাদের জন্য কি দু'আ করবেন না? তিনি বলেন : দেখ! তোমাদের পূর্বে যারা মু'মিন ছিল (তাদের প্রতি এমন নির্যাতন হতো যে) তাদের কাউকে ধরে জমিনে গর্ত করে পুঁতে দেয়া হত। অত:পর তার মাথায় করাত রেখে দ্বিখণ্ডিত করা হত। আর লোহার চিরুনি দ্বারা দেহের গোশত ও হাড় আলাদা করা হত। কিন্তু এমন নির্মম অত্যাচারও তাকে দ্বীন থেকে টলাতে পারেনি। আল্লাহর কসম! এ দ্বীন পূর্ণতা লাভ করবে, এমনকি ভ্রমণকারী সান'আ থেকে হাজরা মাউত পর্যন্ত নির্বিঘ্নে সফর করবে; কিন্তু আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পাবে না। আর মেষপালের জন্য একমাত্র বাঘের ভয় অবশিষ্ট থাকবে; কিন্তু তোমরা আসলে তাড়াহুড়া করছ। (বুখারী, হাদীস নং-৬৯৪৩)

১৯. রাসূল ﷺ-এর নসিহত

١. كَانَ ﷺ يَقُوْلُ : لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا .

১. রাসূল ﷺ বলতেন : আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে কম করে হাসতে এবং অধিক পরিমাণ কাঁদতে। (বুখারী, হাদীস নং-৪৬২)

٢. وَكَانَ ﷺ يَقُوْلُ : اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ .

২. রাসূল ﷺ বলতেন : মৃত্যুকে তোমরা অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।

(তিরমিযী, হাদীস নং- ২৩০৭)

٣. وَكَانَ ﷺ يَقُوْلُ : لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ ـ

৩. রাসূল ﷺ বলতেন : কোন মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক কথা বলা বন্ধ রাখা না জায়েয। দু'জনের সাক্ষাত হলে একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এদের মাঝে উত্তম ব্যক্তি হলো যে সর্বপ্রথম সালাম দেয়। (মুসলিম, হাদীস নং-২৫৬০)

٤. وَكَانَ ﷺ يَقُوْلُ : اِيَّاكُمْ وَالظَّنِّ، فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوْا، وَلاَتَجَسَّسُوْا، وَلاَ تَنَا جَشُوْا، وَلاَتَحَاسَدُوْا، وَلاَ تَبَاغَضُوْا، وَلاَ تَدَابَرُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا ـ

৪. রাসূল ﷺ বলতেন : তোমরা কুধারণা করা থেকে বিরত থাক; কারণ কুধারণা করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা অন্যের দোষ-ত্রুটি তালাশ করো না, গোয়েন্দাগীরি করো না, একে অন্যের উপর দাম বেশি বল না, আপোষে হিংসা কর না, একে অপরকে ঘৃণা কর না, একে অপরকে পশ্চাদ দেখাবে না (সম্পর্ক ছিন্ন করবে না)। আর আপোষে সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও।

(বুখারী, হাদীস নং-৬০৬৬)

٥. وَكَانَ ﷺ يَقُوْلُ : لاَ يَكُوْنُ اللَّعَّانُوْنَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

৫. রাসূল ﷺ বলতেন : অভিশাপকারীরা শেষ বিচার দিবসে না সুপারিশকারী হবে, আর না হবে সাক্ষীদাতা। (মুসলিম, হাদীস নং-২৫৯৮)

٦. وَكَانَ ﷺ يَقُوْلُ : مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، اَلَّذِيْ يَاْتِىْ هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ ـ

৬. রাসূল ﷺ বলতেন : দুই মুখের মানুষ (চোগলখোর) সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ। যে এর নিকট এক চেহারা নিয়ে আগমন করে এবং অপর জনের নিকট অন্য চেহারা নিয়ে আগমন করে। (মুসলিম, হাদীস নং-২৫২৬)

৯. وَكَانَ ﷺ يَقُوْلُ : اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৯. রাসূল ﷺ বলতেন : এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি জুলুম করবে না এবং কোন দুশমনের নিকট অর্পণ করবে না। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে আল্লাহও তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। আর যে কোন মুসলিমের বিপদ দূর করে আল্লাহ তার শেষ বিচার দিবসের বিপদগুলোর বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ শেষ বিচার দিবসে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।

(বুখারী, হাদীস নং-২৪৪২)

৮. وَكَانَ ﷺ يَقُوْلُ : اِتَّقُوا الظُّلْمَ، فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ -

৮. রাসূল ﷺ বলতেন : জুলুম করা থেকে তোমরা বিরত থাক; কারণ শেষ বিচার দিবসে জুলুমের শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর তোমরা অতি লোভ-লালসা করা থেকে ভয় কর; কারণ লোভ-লালসা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিকে বিনাশ করেছিল। অতি লোভ তাদেরকে খুন-খারাপ ও হারাম জিনিসকে হালাল করতে উৎসাহিত করেছিল। (মুসলিম, হাদীস নং-২৫৭৮)

৯. وَكَانَ ﷺ يَقُوْلُ : اِذَا رَاَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ، فَاحْثُوْا فِىْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ -

৯. রাসূল ﷺ বলতেন : যখন তোমরা সামনে প্রশংসাকারীদের দেখবে তখন তাদের মুখের উপর মাটি নিক্ষেপ করবে। (মুসলিম, হাদীস নং-৩০০২)

١٠. وَكَانَ ﷺ يَقُوْلُ : لاَ تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ ـ

১০. রাসূল ﷺ বলতেন : তোমরা নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা কর না। আল্লাহই তোমাদের মধ্যের সৎলোকদের বেশি জানেন। (মুসলিম, হাদীস নং-২১৪২)

١١. وَكَانَ ﷺ يَقُوْلُ : لاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهٖ، فَاِنْ كَانَ لا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِّلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِىْ، وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ ـ

১১. রাসূল ﷺ বলতেন : কোন বিপদ নাযিল হলে তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। আর যদি মৃত্যু কামনা করতেই হয় তাহলে বলবে : আল্লাহুম্মা আহ্য়িনী মা কানাতিল হায়াতু খাইরাল্লী, ওয়া তাওয়াফ্ফানী ইযা কানাতিল ওয়াফাতু খাইরাল্লী।

হে আল্লাহ আমাকে জীবিত রাখেন যতদিন আমার জন্য জীবিত থাকা কল্যাণকর, আর আমাকে মৃত্যুদান করুন, যখন আমার জন্য কল্যাণকর হয়।

(বুখারী, হাদীস নং-৬৩৫১)

١٢. وَكَانَ ﷺ يَقُوْلُ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَنْفَعَ اَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ ـ

১২. রাসূল ﷺ বলতেন : তোমাদের মাঝে যে তার ভাইয়ের উপকার করতে পারে সে যেন তা করে। (মুসলিম, হাদীস নং-২১৯৯)

١٣. وَكَانَ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهٗ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ ـ

১৩. রাসূল ﷺ বলতেন : যে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে আর না হয় চুপ থাকে। যে আল্লাহ্ ও শেষ বিচার দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে আল্লাহ্ ও শেষ বিচার দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সমাদর করে।

(বুখারী, হাদীস নং ৬৪৭৫)

৩. রাসূল ﷺ এর প্রকৃতি ও স্বভাব

١. كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَاَحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الذَّاهِبِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ .

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুখমণ্ডল ছিল মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং তিনি ছিলেন সর্বোত্তম আখলাক-চরিত্রের অধিকারী। তিনি বেশি লম্বা ছিলেন না এবং খাটো ও ছিলেন না। (বুখারী, হাদীস নং-৩৫৪৯)

٢. وَكَانَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ وَاِذَا اَتٰى عَلٰى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا .

২. রাসূল ﷺ যখন কোন কথা বলতেন তখন তা বুঝার সুবিধার্থে তিনবার বলতেন। আর যখন তিনি কোন গোত্রের নিকট এসে সালাম দিতেন, তখন তাদের প্রতি তিনবার সালাম দিতেন। (বুখারী, হাদীস নং-৯৫)

٣. وَكَانَ ﷺ اِذَا رَاعَهُ شَيْءٌ قَالَ : هُوَ الَّذِيْ رَبِّيْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا .

৩. যখন রাসূল ﷺ কোন কিছুতে ভয়ভীতি অনুভব করতেন তখন তিনি বলতেন : তিনিই আমার পালনকর্তা, আমি তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করি না। (নাসাঈ হাদীস নং-৬৫৭)

٤. كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اُدُمٍ وَحَشْوُهٗ مِنْ لِيْفٍ .

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিছানা ছিল চামড়ার। আর তার ভেতরের ভরাট ছিল খেজুরের আঁশ বা ছাল। (বুখারী হাদীস নং-৬৪৫৬)

٥. وَكَانَ ﷺ رَحِيْمًا ، وَكَانَ لاَ يَأْتِيْهِ اَحَدٌ اِلاَّ وَعَدَهٗ وَاَنْجَزَ لَهٗ اِنْ كَانَ عِنْدَهٗ ـ

৫. রাসূল ﷺ ছিলেন দয়ালু এবং তাঁর নিকট যে কেউ আসত তাকে কথা দিতেন আর যদি তাঁর নিকট থাকতো, তবে তাকে প্রদান করতেন। (বুখারী, হাদীস নং-২৮১)

٦. كَانَ كَلاَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَلاَمًا فَصْلاً يَفْهَمُهٗ كُلُّ مَنْ ـ

৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভাষা ছিল সুস্পষ্ট, যে ব্যক্তি তাঁর ভাষা শ্রবণ করতে সহজেই বুঝতে পারতো। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৮৩৯)

٧. وَكَانَ لاَ يَنَامُ اِلاَّ وَالسِّوَاكُ عِنْدَهٗ فَاِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَاَ بِالسِّوَاكِ ـ

৭. রাসূল ﷺ-এর নিকট কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি তা প্রদান করতেন অথবা নিশ্চুপ থাকতেন। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৯৩৯)

٨. وَكَانَ لاَ يَنَامُ اِلاَّ وَالسِّوَاكُ عِنْدَهٗ فَاِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَاَ بِالسِّوَاكِ ـ

৮. রাসূল ﷺ সর্বদায় মিসওয়াক সাথে নিয়ে নিদ্রা যেতেন। আর যখন জাগ্রত হতেন তখন প্রথমে মিসওয়াক করতেন। (আহমদ, হাদীস নং-৫৯৭৯)

٩. وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِى الْمَسِيْرِ فَيُزْجِى الضَّعِيْفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُوْ لَهُمْ ـ

৯. রাসূল ﷺ পথ চলার সময় পেছনে পেছনে চলতেন; কারণ যাতে করে দুর্বলদের সাথে নিয়ে যেতে পারেন, প্রয়োজনে বাহনের পেছনে বসিয়ে নিতে পারেন এবং তাদের জন্য দু'আ করতেন। (আবু দাউদ, হাদীস নং-২৬৩৯)

١٠. وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ وَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ ـ

১০. রাসূল ﷺ যখন ঠাণ্ডা বেশি পড়ত তখন যোহরের সালাত তাড়াতাড়ি (প্রথম ওয়াক্তে) আদায় করতেন এবং যখন গরম বেশি পড়ত তখন ঠাণ্ডা করে (বিলম্ব করে) সালাত আদায় করতেন। (বুখারী, হাদীস নং-৯০৬)

١١. وَكَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ .

১১. রাসূল ﷺ যখন কোন অসুবিধা বোধ করতেন তখন "মু'আওবেযাত" তথা আশ্রয় চাওয়ার সূরা পাঠ করে হাতে ফুঁক দিয়ে উক্ত হাত দেহে মুছতেন।

(মুসলিম, হাদীস নং-২১৯২)

١٢. وَكَانَ إِذَا اكْتَحَلَ اكْتَحَلَ وِتْرًا وَإِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ وِتْرًا .

১২. রাসূল ﷺ যখন (চোখে) সুরমা ব্যবহার করতেন তখন বেজোড় করে ব্যবহার করতেন এবং যখন (পেশাব-পায়খানা করার পরে পরিষ্কারের জন্য) ঢিলা ব্যবহার করতেন তখন বেজোড় ঢিলা ব্যবহার করতেন।

(আহমদ, হাদীস নং-১৭৫৬২)

١٣. وَكَانَ تُعْجِبُهُ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ .

১৩. রাসূল ﷺ সুগন্ধি পছন্দ করতেন। (আহমদ, হাদীস নং-২৬৩৬৪)

١٤. وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى .

১৪. যখন রাসূল ﷺ-এর নিকট আনন্দময় বিষয় আসত তখন আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যেতেন।

(ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-১৩৯৪)

١٥. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى .

১৫. রাসূল ﷺ-কে যখন কোন বিষয় চিন্তায় ফেলত তখন তিনি সালাত আরম্ভ করে দিতেন। (আবু দাউদ, হাদীস নং-১৩১৯)

١٦. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ .

১৬. রাসূল ﷺ যখন খুতবা পাঠ করতেন, তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে উঠত, গলার আওয়াজ জোরালো হতো এবং তাঁর রাগ বেড়ে যেত। এমনকি মনে হতো তিনি যেন শত্রু বাহিনী থেকে সতর্ক করে বলছেন : তোমরা সকালেই আক্রান্ত হবে, তোমরা সন্ধ্যাই আক্রান্ত হবে। (মুসলিম, হাদীস নং-৮৬৭)

١٧. وَكَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ.

১৭. রাসূল ﷺ যখন গৃহে প্রবেশ করতেন তখন সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।
(মুসলিম, হাদীস নং-২৬৩)

١٨. وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَعَا بَدَأَ بِنَفْسِهِ.

১৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দু'আ করতেন তখন প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করতেন। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৯৮৪)

١٩. وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ.

১৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন আনন্দিত করা হতো তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যেত, যেন তাঁর মুখমণ্ডল একখণ্ড চাঁদের টুকরা। (মুসলিম, হাদীস নং-২৭৬৯)

٢٠. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ.

২০. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন কোন বিষয় বিপদগ্রস্ত করে তুলত তখন তিনি বলতেন : "ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়ূমু বিরহমাতিকা আসতাগীস"।
হে চিরঞ্জীব! হে সর্বস্বত্তার ধারক! তোমার রহমতের উসিলায় সাহায্যের দরখাস্ত করছি। (তিরমিযি, হাদীস নং-৩৫২৪)

٢١. وَكَانَ ﷺ يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً إِذَا مَرَّ بِاٰيَةٍ فِيْهَا تَسْبِيْحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُوَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ.

২১. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেমে থেমে, আস্তে আস্তে (কুরআন) তিলাওয়াত করতেন। আর তাসবিহ্ উল্লেখ আছে এমন কোন আয়াত যখন তিলাওয়াত করতেন তখন তাসবিহও পাঠ করতেন। আর যখন কোন কিছু চাওয়া প্রার্থনার আয়াত তিলাওয়াত করতেন তখন প্রার্থনা করতেন এবং যখন আশ্রয় প্রার্থনা করার কোন আয়াত তিলাওয়াত করতেন তখন আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

৪. যিকির-আজকার

কুরআনের বাণী–

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ـ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের জন্যে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টি বিষয়ে, (তারা বলে) হে আমাদের পালনকর্তা! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি জাহান্নামের থেকে রক্ষা কর।

(সূরা আল-ইমরান : ১৯০-১৯১)

১. জিকিরের ফযীলত ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জিকিরের পদ্ধতি

আল্লাহর জিকিরকারীদের মাঝে রাসূলুল্লাহই ﷺ ছিলেন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি। তিনি সর্বদা ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকিরে লিপ্ত থাকতেন। তাঁর প্রতিটি কথাই ছিল আল্লাহর জিকির বা জিকির সংশ্লিষ্ট, তাঁর আদেশ ও নিষেধ এবং তাঁর শরীয়ত বর্ণনা ছিল সুমহান আল্লাহর জিকির এবং তাঁর পালনকর্তা নাম, গুণাবলী তাঁর কার্যাবলী ও বিধান প্রয়োগ সবই ছিল তাঁর প্রভুর জিকির। অনুরূপ রাসূল ﷺ-এর পালনকর্তার প্রশংসা, তাসবিহ বা পবিত্রতা ঘোষণা, তাঁর মাহাত্ম ঘোষণা, তাঁর কাছে প্রার্থনা, তাঁকে আহবান করা, তাঁকে ভয় করা ও তাঁর কাছে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা সবই ছিল আল্লাহর জিকির।

* এ অধ্যায়ে আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত কিছু জিকির উল্লেখ করেছি।

* আল্লাহ তা'আলার জিকির যাবতীয় ইবাদতের মাঝে সহজ ইবাদত কিন্তু সবচেয়ে ফযীলত ও মর্যাদাপূর্ণ জিহ্বা নড়ানো দেহ নড়ানোর চেয়ে অনেক সহজ। এ জিকিরে আল্লাহ তা'আলা যে ফযীলত ও মহাপুরষ্কার দিবেন তা অন্য কোন আমলে দিবেন না।

২. জিকির ও দোয়ার পদ্ধতি

যে সকল দু'আ বা জিকির উচ্চ আওয়াজ করার কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, তা ব্যতীত অন্যান্য জিকির ও দু'আ নিম্নস্বরে করাই শরীয়তসম্মত।

১. কুরআনের বাণী–

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ـ

তোমার পালনকর্তাকে মনে মনে সবিনয়ে ও নিঃসংকোচে অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায় স্বরণ কর। আর (হে মুহাম্মাদ ﷺ) তুমি এ বিষয়ে গাফিল ও উদাসীন হবে না। (সূরা–৭ আ'রাফ : আয়াত-২০৫)

২. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ـ

তোমরা বিনীতভাবে ও সংগোপনে তোমাদের পালনকর্তাকে ডাকবে, তিনি সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালোবাসেন না। (সূরা–৭ আ'রাফ : আয়াত-৫৫)

৩. জিকিরের উপকারিতা

আল্লাহ্ তা'আলার জিকিরে বহু অনেক উপকার রয়েছে তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য। জিকির আল্লাহ্র সন্তুষ্ট হাছিল করায়, শয়তানকে দূর করে দেয়, কঠিন কাজকে সহজ করে দেয়, বিপদ-আপদ মুক্ত করে, অন্তর থেকে চিন্তা ও পেরেশানি দূর করে, দেহ ও মনে শক্তি যোগায়, অন্তর ও মুখে উজ্জ্বলতা আনয়ন করে, রিযিককে বরকতময় করে দেয় ও ভয়কে দূর করে দেয়। আর জিকির হলো জান্নাতে বৃক্ষ রোপণকারী।

আল্লাহ্ তা'আলার জিকির গোনাহ্কে মিটিয়ে দেয়। কবরের আযাব থেকে মুক্তি দান করে, আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝে ব্যবধান দূর করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসা অর্জন করে দেয় ও তার দিকে প্রত্যাবর্তন ও নৈকট্য হাছিল করে দেয়। আল্লাহ্র জিকির জিকিরকারীকে শক্তি দান করে। আর জিকিরকারীকে সম্মান, মহত্ত্ব ও উজ্জ্বলতা প্রদান করে। আর জিকিরই হলো জিকিরকারীর ওপর প্রশান্তি নাযিলের উপকরণ। আল্লাহ্ তা'আলার রহমত জিকিরকারীকে ঢেকে ফেলে, ফেরেশতারা ঘিরে রাখে, আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের নিকট তার বর্ণনা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাদের নিকট তাকে

নিয়ে অহংকার করে থাকেন। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সার্বক্ষণিক তাঁর জিকির করার আদেশ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَـاَيُّهَا الَّذِيْـنَ اٰمَنُـوا اذْكُـرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِـيْـرًا ـ وَّسَـبِّحُـوْهُ بُـكْـرَةً وَّ اَصِـيْـلاً ـ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।

(সূরা–৩৩ আহ্যাব : আযাত-৪১-৪২)

৪. বাকিয়াতুস সালিহা তথা স্থায়ী নেক আমল

১. "সুবহানাল্লাহ্" যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করা এবং তাঁর প্রভুত্বে ও তাঁর ইবাদতে অংশীদার স্থাপন না করা ও তাঁর নামে ও গুণে কোন প্রকার সাদৃশ্য স্থাপন না করা।

২. "আলহামদু লিল্লাহ্" যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট করা। তিনি তাঁর সত্ত্বায়, নামে ও গুণে প্রশংসিত। আর তিনি তাঁর কাজ, নে'আমত প্রদানের ক্ষেত্রে এবং তাঁর দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে প্রশংসিত।

৩. "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। এ কালেমাই সমস্ত সৃষ্টিজীবের ইবাদতকে প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র লা শারীক আল্লাহ্র ইবাদতকে স্থির করে।

৪. "আল্লাহ্ আকবার" আল্লাহ্ তা'আলার সুমহান গুণ ও তাঁর আজমত (মাহাত্ম) ও কিবরিয়াতে (বড়ত্বে) তিনি একক তার কোন শরীফ নেই বলে ঘোষণা করা।

৫. "লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্" আল্লাহ্ তা'আলা সকল কিছু পরিবর্তনের একক সত্তা, অবস্থার পরিবর্তন আল্লাহ্ই করে থাকেন। তাঁর সাহায্য ছাড়া আমরা কোন কাজই সমাধা করতে পারি না।

৫. আল্লাহ্র জিকিরের ফযীলত

১. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

فَـاذْكُـرُوْنِـىْٓ اَذْكُـرْكُـمْ وَاشْـكُـرُوْا لِـىْ وَلَاتَـكْـفُـرُوْنِ ـ

সুতরাং, তোমরা আমাকেই স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। আর তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় করো, আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

(সূরা–২ বাকারা : আয়াত-১৫২)

২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ط اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ـ

যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়। (সূরা–১৩ রা'দ : আয়াত-২৮)

৩. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ لا اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ـ

আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণকারী নর-নারীগণ, আল্লাহ্ তাদের জন্য রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। (সূরা–৩৩ আহ্যাব : আয়াত-৩৫)

٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهٗ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَاِنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهٗ هَرْوَلَةً ـ

৪. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন : "আমি আমার বান্দার নিকট আমার বিষয়ে তার ধারণা অনুযায়ী। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, আমি তখন তার সাথে, সে যখন আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে আমিও তাকে অন্তরে স্মরণ করি। সে যখন কোন সম্মানিত ব্যক্তির সামনে আমাকে স্মরণ করে, আমি তার

চেয়ে উচ্চ সম্মানিত ব্যক্তির নিকট তাকে স্মরণ করে থাকি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে প্রসারিত হস্তদ্বয় পরিমাণ অগ্রসর হই। সে যখন আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে গমন করি। (বুখারী, হাদীস নং-৭৪০৫)

٥. عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىْ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِىْ لاَ يَذْكُرُهُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ.

৫. আবু মুসা আল-আশ'আরী (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণকারী ও তার স্মরণ থেকে উদাসীন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হলো : জীবিত ও মৃত ব্যক্তির সমতুল্য। (বুখারী, হাদীস নং-৬৪০৭)

৬. জিকিরের মজলিসের ফযীলত

عَنْ الْاَغَرِّ اَبِىْ مُسْلِمٍ اَنَّهُ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ.

আল-আগারর আবু মুসলিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) প্রসঙ্গে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা নবী করীম ﷺ-এর নিকট হাজির থেকে শুনেছেন, তিনি ﷺ বলেন : কোন দল যখন একত্রে বসে আল্লাহ্ তা'আলার জিকির করতে থাকে, তখন ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তাদেরকে আবৃত করে ফেলে ও তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হতে থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের নিকট তাদের নাম উল্লেখ করেন। (মুসলিম, হাদীস নং-২৭০০)

৭. প্রত্যেক মজলিসে আল্লাহর জিকির ও রাসূল ﷺ-এর ওপর দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব

১. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَاذْكُرِاسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً ـ

সুতরাং তুমি তোমার পালনকর্তার নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও। (সূরা–৭৩ মুয্‌যাম্মেল : আয়াত-৮)

٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلٰى نَبِيِّهِمْ اِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ ـ

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন : কোন দল যদি কোন বৈঠকে আল্লাহ তা'আলার জিকির ও নবী করীম ﷺ-এর ওপর দরূদ না পড়ে, তবে তাদের জন্য সে বৈঠক আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, আল্লাহ চাইলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন। (আহমদ, হাদীস নং-৯৫৮০)

٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ فِيْهِ اِلاَّ قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَّارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً ـ

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ এরশাদ করেন : কোন সম্প্রদায় কোন বৈঠক শেষ করল, যাতে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করল না, তারা যেন দুর্গন্ধময় গাধার মরদেহ নিয়ে উঠল, আর সে বৈঠক তাদের জন্য অনুতাপের কারণ হবে। (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৩৮০)

৮. সর্বদা জিকির করার ফযীলত

১. আল্লাহ তা'আলার বাণী–

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ۙ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًاوَّ عَلٰى

جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

নিশ্চয়ই আসমান ও যমীন সৃষ্টির সৃজনে এবং দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে বলে যে, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি এটা অনর্থ সৃষ্টি করেননি, আপনিই পবিত্রত। অতএব, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন।

[সূরা–৩ আলে-ইমরান : আয়াত-১৯০-১৯১]

২. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

সালাত শেষ হলে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ খোঁজ করবে ও আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফল হও।

(সূরা –৬২ জুমু'আ : আয়াত-১০)

٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ (رض) اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ شَرَائِعَ الْاِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَىَّ فَاَخْبِرْنِىْ بِشَىْءٍ اَتَشَبَّثُ بِهٖ قَالَ : لَايَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ـ

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! শরীয়তে এমন অনেক কাজ রয়েছে তার মধ্যে এমন আমল শিক্ষা দিন যা আমি সর্বদা পালন করতে পারি। রাসূলে করীম ﷺ বলেন : তোমার জিহ্বাকে সর্বদা আল্লাহর জিকির দ্বারা সিক্ত রাখবে।

(তিরমিযী, হাদীস নং-৩৩৭৫)

٤. عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَاَرْفَعِهَا فِىْ دَرَجَاتِكُمْ

وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

৪. আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন: আমি কি তোমাদের উত্তম আমলের কথা বলব না, যা তোমাদের পালনকর্তার নিকট অত্যন্ত পবিত্র, তোমাদের জন্য অধিক মর্যাদা বৃদ্ধিকারী, (আল্লাহর রাস্তায়) সোনা-রূপা খরচ করা অপেক্ষাও উত্তম। আর তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে হত্যা করবে এবং তারা তোমাদেরকে হত্যা করার চেয়েও অধিক উত্তম? তাঁরা বললেন, জী; বলুন, তিনি বললেন: "আল্লাহর জিকির তথা স্মরণ করা। (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৩৭৫)

٥. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهِ ـ

৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ সব সময় আল্লাহর জিকির করতেন। (মুসলিম, হাদীস নং-৩৭৩)

জিকিরের প্রকার

৫. সকাল-সন্ধ্যার জিকির

১. জিকিরের সময়

সকাল : ফজর সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত জিকিরের উত্তম সময়।

সন্ধ্যা : আসর সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তবে কেউ যদি উল্লেখিত সময় কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অথবা ভুলে যায়, তার জন্য অন্য সময় পড়াতে কোন সমস্যা নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ـ

এবং তোমার পালনকর্তার সপ্রশংসা-পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে। (সূরা ক্বা-ফ : আয়াত-৩৯)

২. সকাল-সন্ধ্যার জিকির

١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِى سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَاْتِ اَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ اِلاَّ اَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ اَوْزَادَ عَلَيْهِ ـ

وَفِىْ لَفْظٍ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ـ

১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ এরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় [সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি] অর্থ :

(আল্লাহ তা'আলার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি।) একশত বার বলবে, কিয়ামতের দিন তার চেয়ে অধিক নেকী নিয়ে কেউ আসতে পারবে না, তবে কেউ যদি তার সমান বা তার চেয়ে অধিক পাঠ করতে থাকে তার কথা আলাদা। (মুসলিম, হাদীস নং-২৬৯২) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে : যে ব্যক্তি এ জিকিরটি প্রতি দিন একশত বার পড়বে তার জীবনের যাবতীয় পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সাগরের ফেনার সমতুল্য হয় না কেন।

(মুসলিম, হাদীস নং-২৬৯১)

٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهٗ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهٗ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِىَ وَلَمْ يَاْتِ اَحَدٌ اَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهٖ اِلاَّ اَحَدٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ـ

২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূলে করীম ﷺ এরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি : [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুলহামদ, ওয়াহুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর]

অর্থ : (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই, একচ্ছত্র মালিকানা শুধু তাঁর, তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা, তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।) একশত বার পাঠ করবে, সে দশজন দাস মুক্ত করার সওয়াবের অধিকারী হবে, তার আমলনামায় একশত নেক লেখা হবে ও একশত পাপ মোচন করা হবে এবং সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে সে নিরাপদে থাকবে। আর তার চেয়ে অধিক নেকীর অধিকারী কেউ হবে না, তবে যে ব্যক্তি তার সমতুল্য বা অধিক পাঠ করবে তার কথা আলাদা। (মুসলিম, হাদীস নং-২৬৯১)

٣. عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ تَقُوْلَ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا

صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ قَالَ : وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُّصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

৩. শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন : সায়্যেদুল ইস্তেগফার হলো তুমি বলবে : [আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আন্তা খালাক্বতানী ওয়া আনা 'আব্দুক, ওয়া আনা 'আলা 'আহদিক। ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্বত্তু, আ'উযুবিকা মিন শাররি মা সনা'ত, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া, ওয়া আবূউ বিযাম্বী, ফাগফির লী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনবা ইল্লা আন্তা]।

অর্থ (হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক! তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার গোলাম। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের ওপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। আমি যা করেছি তার মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার ওপর তোমার যে নে'আমত রয়েছে তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার করছি। কাজেই তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।

যে ব্যক্তি দিনের বেলায় দোয়াটি অটল বিশ্বাসের সাথে পাঠ করে সন্ধ্যার আগে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতের অধিবাসী হবে। আর যে ব্যক্তি এ দোয়াটি বিশ্বাসের সাথে রাতে পাঠ করে সকাল হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতের অধিবাসী হবে। (বুখারী, হাদীস নং-৬৩০৬)

٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا أَمْسَى قَالَ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ

اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ সন্ধ্যা বেলায় বলতেন :[আমসাইনা ওয়া আমসালমুলকু লিল্লাহ, ওয়ালহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খইরি হাযিহিল লাইলাতি ওয়া খইরি মা ফীহা, ওয়া আ'উযু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা ফীহা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল কাসালি ওয়ালহারামি ওয়া সূয়িল কিবার্ ওয়া ফিৎনাতিদ দুনিয়া ওয়া 'আযাবিল ক্বর]

অর্থ : আমরা এবং গোটা বিশ্ব জগত আল্লাহর আরাধনার ও আনুগত্যের জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি, আর যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তার কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তার। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে পালনকর্তা! এ রাতের মাঝে এবং তার পরে যা কিছু কল্যাণ নিহিত আছে আমি তোমার নিকট তার প্রার্থনা করছি। আর এ রাতের মাঝে এবং তার পরে যা কিছু অকল্যাণ নিহিত আছে, তা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। প্রভু! অলস্য এবং বার্ধ্যক্যের কষ্ট থেকে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। প্রভু! জাহান্নামের শাস্তি থেকে এবং কবরের শাস্তি থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করি।) আর সকালেও এ দু'আ পাঠ করতেন তবে اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ পাঠ করতেন। (মুসলিম, হাদীস নং-২৭২৩)

٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : اِذَا اَصْبَحَ اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ وَاِذَا اَمْسٰى قَالَ اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ۔

৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ সকালে বলতেন : [আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহইয়া ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকাননশূর] অর্থ : (হে আল্লাহ! তোমার নামেই আমরা সকাল করেছি ও তোমার নামেই আমরা সন্ধ্যা করেছি এবং তোমার নামেই বেঁচে আছি ও তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করব এবং তোমারই নিকট আমাদের সকলের ফিরে যেতে হবে।) আর সন্ধ্যায় বলতেন : [আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা আসবাহনা ওয়া বিকা নাহইয়া ওয়া বিকা নমূতু ওয়া ইলাইকাল মাসীর]। হে আল্লাহ! তোমার নামেই আমরা সন্ধ্যা করেছি ও তোমার নামেই আমরা সকাল করেছি এবং তোমার নামেই বেঁচে আছি ও তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করব এবং তোমারই নিকট আমাদের সকলের ফিরে যেতে হবে। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৫০৬৮)

٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) اَنَّ اَبَا بَكْرِ ِ الصِّدِّيْقَ (رض) سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِيْ مَا اَقُوْلُ اِذَا اَصْبَحْتُ وَاِذَا اَمْسَيْتُ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ قُلْ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَاَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءًا اَوْ اَجُرَّهُ اِلٰى مُسْلِمٍ -

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম ﷺ-কে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা আমি সকালে-ও-সন্ধ্যায় পড়ব। অত:পর নবী করীম ﷺ বললেন : হে আবু বকর! সকাল-সন্ধ্যায় তুমি পড়বে : [আল্লাহুম্মা ফাাত্বিরিস্ সামাওয়াাতি ওয়ালআরয, 'আলিমাল গাইবি ওয়াশশাহাদাহ, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, রব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালীকাহ, আ'উযুবিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া মিন শাররিশ শায়ত্বানি ওয়া শিরকিহ্, ওয়া আন আক্বতারিফা 'আলা নাফসী সূয়ান আও আজুররুহূ ইলা মুসলিম] অর্থ : (হে আকাশমণ্ডলী ও যমীনের সৃষ্টিকারী! হে উপস্থিত ও অনুপস্থিত পরিজ্ঞাতা! প্রত্যেক বস্তুর পালনকর্তা

ও অধিপতি! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি আমার আত্মার মন্দ থেকে এবং শয়তানের মন্দ ও শিরক থেকে আশ্রয় কামনা করছি। আমি নিজের অনিষ্ট থেকে এবং কোন মুসলমানের অনিষ্ট করা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫২৯)

٧. عَنْ اِبْنَ عُمَرَ (رضـ) قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَعُ هٰؤُلَاءِ الدَّعُوَاتِ حِيْنَ يُمْسِيْ وَحِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِيْ وَاحْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ ـ

৭. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ সকাল-সন্ধ্যায় এ দু'আগুলো কখনো পরিত্যাগ করতেন না। [আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল'আফিয়াতা ফিদ্দুনওয়া ওয়ালআখিরাহ্, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল'আফিয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুনয়ায়া ওয়া আহলী ওয়া মালী, আল্লাহুম্মাস্তুর 'আওরা-তী ওয়া আমিন রও'আতী ওয়াহ্ফাযনী মিন বাইনা ওয়া মিন খলফী ওয়া 'আন ইয়ামীনী ওয়া 'আন শিমালী ওয়া মিন ফাওক্বী ওয়া আ'উযু বিকা আন উগতালা মিন তাহ্তী] অর্থ : (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং স্বীয় দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি ক্ষমার আর কামনা করছি আমার দ্বীন ও দুনিয়ার, আমার পরিবার-পরিজনের এবং আমার সম্পদের নিরাপত্তার। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন দোষ-ত্রুটিসমূহ আড়াল করে রাখ, চিন্তাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পর্যবসিত করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখ, আমার সম্মুখের বিপদ থেকে এবং পশ্চাদের বিপদ থেকে, আমার ডানের বিপদ থেকে এবং বামের বিপদ থেকে, আর উপরের গজব থেকে। তোমার মহত্ত্বের উসিলায় তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমার নিম্নদেশ থেকে আগত বিপদ থেকে অর্থাৎ মাটি ধ্বসে আকস্মিক মৃত্যু থেকে। (ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৩৮৭১)

٨. عَنْ أَبِىْ عَيَّاشٍ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ اِذَا أَصْبَحَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ كَانَ لَهٗ عِدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ اِسْمٰعِيْلَ وَكُتِبَ لَهٗ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهٗ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِىْ حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتّٰى يُمْسِىَ وَاِنْ قَالَهَا اِذَا أَمْسٰى كَانَ لَهٗ مِثْلُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُصْبِحَ .

৮. আবু আয়্যাশ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : "যে ব্যক্তি সকালে এ দু'আটি পড়বে : [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুলহামদু ওয়াহুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর] অর্থ : (আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, একচ্ছত্র মালিকানা শুধু তাঁর, তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা, তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।) সে ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশ থেকে একজন দাস মুক্ত করার সওয়াবের অধিকারী হবে, তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হবে ও দশটি পাপ ক্ষমা করা হবে, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে এবং সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে। আর সন্ধ্যায় পড়লে সকাল পর্যন্ত উক্ত ফযীলত প্রাপ্ত হবে। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৫০৭৭)

٩. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِىْ صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرُّهٗ شَىْءٌ .

৯. উসমান ইবনে 'আফফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : "কোন ব্যক্তি যদি এ দু'আটি– [বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা'আসমিহী শাইয়ুন ফিলআরদি ওয়া লা ফিসসামায়ি ওয়া হুয়াসসামী'উল 'আলীম] অর্থ : (আমি শুরু করছি সেই

আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে দুনিয়া ও আকাশের কোন বস্তু ক্ষতি সাধন করতে পারে না এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়ে তাহলে তাকে কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।

(ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৩৮৯৬)

١٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبْزَى (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا اَصْبَحَ وَاِذَا اَمْسَى : اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَعَلٰى كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلٰى مِلَّةِ اَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

১০. আব্দুল্লাহ ইবনে আবজা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সকাল-সন্ধ্যায় এ দোয়াটি পড়তেন। [আসবাহনা 'আলা ফিত্বরতিল ইসলাম, ওয়া 'আলা কালিমাতিল ইখলাস, ওয়া 'আলা দ্বীনি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন ﷺ ওয়া 'আলা মিল্লাতি আবীনা ইবরাহীমা হানীফাও ওয়া মা কানা মিনাল মুশরিকীন] অর্থ : (আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা প্রত্যুষে উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিৎরাতের ওপর ও এখলাসের ওপর, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর দ্বীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতের ওপর। তিনি ছিলেন একনিষ্ট মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (আহমদ, হাদীস নং-১৫৪৩৪)

١١. عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ (رضـ) اَنَّهُ كَانَ لَهُ جُرْنٌ فِيْهِ تَمْرٌ وَاَنَّهُ كَانَ يَتَعَاهَدُهُ، فَوَجَدَهُ يَنْقُصُ، فَاِذَا هُوَ بِدَابَّةٍ شِبْهِ الْغُلَامِ الْمُحْتَلِمْ، فَقُلْتُ لَهُ اَجِنِّىٌّ اَمْ اِنْسِىٌّ؟ قَالَ بَلْ جِنِّىٌّ ـ وَفِيْهِ ـ فَقَالَ اُبَىٌّ فَمَا يُنْجِيْنَا مِنْكُمْ؟ قَالَ : هٰذِهِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ فِىْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ : اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ... مَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِىْ اُجِيْرَ مِنَّا حَتّٰى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ اُجِيْرَ

হাসি-৫

مِنَّا حَتّٰى يُمْسِىَ، فَلَمَّا اَصْبَحَ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهٗ، فَقَالَ : صَدَقَ الْخَبِيْثُ.

১১. উবাই ইবনে ক'াব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, পাথরে পরিবেষ্টিত একটি স্থানে তিনি খেজুর সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন, যা দিনে-দিনেহ্রাস পাচ্ছিল। এক রাতে তিনি স্থানটিতে পাহারায় ছিলেন। এমন সময় তিনি পরিপূর্ণ বয়সের একটি জন্তু দেখতে পেলেন। জন্তুটি তাঁকে সালাম করলে তিনি সালামের জবাব দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি জ্বীন সম্প্রদায়ভুক্ত নাকি মানব সম্প্রদায়ের? জবাবে সে বলল : আমি জ্বীন সম্প্রদায়ভুক্ত। ... কা'ব (রা) জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের থেকে আমাদের রক্ষা পাওয়ার কোন পথ আছে কি? সে বলল : সূরা বাক্বারার [২৫৫ নং] আয়াত اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ...

যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় আয়াতটি তিলাওয়াত করবে সকাল হওয়া পর্যন্ত সে আমাদের ক্ষতি থেকে নিরাপদে থাকবে এবং যে ব্যক্তি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়বে সে আমাদের ক্ষতি থেকে নিরাপদে থাকবে। সকাল হলে উবাই (রা) নবী করীম ﷺ-এর নিকট এলেন এবং উক্ত ঘটনা তাঁর নিকট বর্ণনা করলেন, শুনে তিনি বললেন : দুষ্ট দুরাচার সত্য কথাই বলেছে। (হাকেম, হাদীস নং-২০৬৪)

١٢. عَنْ ثَوْبَانَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُوْلُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ حِيْنَ يُمْسِىْ اَوْ يُصْبِحُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا اِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يُرْضِيَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১২. সাউবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এ দু'আটি : [রদীতু বিল্লাহি রব্বা, ওয়া বিলইসলামি দ্বীনা, ওয়া বিমুহাম্মাদিন নাবিয়্যা] অর্থ : আমি আল্লাহকে পালনকর্তা হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবী হিসেবে লাভ করে সন্তুষ্ট। ৩ বার পাঠ করবে, শেষ বিচার দিবসে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে সন্তুষ্ট করবেন। (আহমদ, হাদীস নং-২৩৪৯১)

١٣. عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَصَابَنَا طَشٌّ وَظُلْمَةٌ فَانْتَظَرْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّىَ بِنَا ... فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّىَ بِنَا فَقَالَ : قُلْ فَقُلْتُ مَا اَقُوْلُ قَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِىْ وَحِيْنَ تُصْبِحُ ثَلاَثًا يَكْفِيْكَ كُلَّ شَيْئٍ -

১৩. মু'আয ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একদা বৃষ্টিময় অন্ধকার রাতে আমরা নবী করীম ﷺ-এর অপেক্ষায় প্রহর গুনছি, তিনি আমাদের সালাত পড়াবেন। অত:পর নবী করীম ﷺ আমাদের সালাত পড়ানোর উদ্দেশ্যে বের হলেন। এরপর আমাকে বললেন : "পড়" আমি বললাম : কি পড়ব? তিনি বললেন : সকাল ও সন্ধ্যায় সূরা এখলাস ও সূরা নাস ও ফালাক পড়ব। এটি তোমার সবকিছু থেকে সংরক্ষণ করবে। (নাসাঈ, হাদীস নং-৫৪২৮)

١٤. عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا اَصْبَحَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَشَرِّمَا بَعْدَهُ، ثُمَّ اِذَا اَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ -

১৪. আবু মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ এরশাদ করেছেন তোমাদের মধ্যে যে কেউ সকালে উপনীত হলে এ দু'আ পড়বে : [আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খইরা হাযাল ইয়াওমা ফাতহাহু ওয়া নাসরাহু ওয়া নূরাহু ওয়া বারাকাতাহু ওয়া হুদাহু, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররি মাা ফীহি ওয়া শাররি মাা বা'দাহ]

অর্থ : আমরা এবং বিশ্ব জগত আল্লাহর প্রার্থনায় ও আনুগত্যের) জন্য সকালে উপনীত হয়েছি। হে রব! আমি তোমার সমীপে এ সকালের সর্বমঙ্গল, বিজয়,

সাহায্য, জ্যোতি, বরকত ও হিদায়াত প্রার্থনা করছি। আর এর মাঝে ও পরের সকল ধরনের অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অনুরূপ যখন সন্ধ্যা উপনীত হবে তখন বলবে। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৫০৮৪)

কিন্তু সন্ধ্যায় বলবে : আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহি।

١٥. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِفَاطِمَةَ : مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِيْ مَا أُوْصِيْكِ بِهِ؟ أَنْ تَقُوْلَ إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ : يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، فَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، وَلاَ تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ .

১৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ফাতেমাকে বললেন : তোমাকে আমি সকাল সন্ধ্যায় যা পাঠ করতে বলেছি তা পাঠ করতে বাধা কোথায়? তুমি যখন সকাল ও বিকাল আসবে তখন বলবে : [ইয়া হাইয়ু ইয়া কৃইয়ূমু বিরহমাতিকা আসতাগীছু, ফাআসলিহ লী শা'নী কুল্লাহু, ওয়া লা তাকিলনী ইলা নাফসী তুরফাতা 'আইনীন] অর্থ : (হে চিরঞ্জীব! চিরস্থায়ী! তোমার রহমতের উছিলায় তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, তুমি আমার সর্বাবস্থাকে ঠিক করে দাও এবং এক মুহূর্তের জন্য আমাকে আমার নিজের ওপর অর্পণ করো না। (নাসাঈ, হাদীস নং-১০৪০৫)

١٦. عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِيْ : حَسْبِيَ اللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّهُ مِنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

১৬. আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এ দু'আটি সাতবার পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ইহকাল পরকালের সকল চিন্তা থেকে মুক্ত রাখবেন। [হাসবিয়াল্লাহু লাা ইলাহা ইল্লা হুওয়া 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুওয়া রব্বুল

'আরশিল 'আযীম] অর্থ : (আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, আমি তাঁরই ওপর ভরসা করছি, তিনিই মহা আরশের মালিক।)
(যাদুল মা'আদ : ২/২৭৬)

৩. সকালে যা বলবে

عَنْ جُوَيْرِيَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ مَنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِىَ فِىْ مَسْجَدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ اَنْ اَضْحٰى وَهِىَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ : مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِىْ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ : نَعَمْ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ -

জুওয়াইরিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ফজরের সালাত আদায় করে তাকে সেখানে রেখে বাইরে গমন করেন। তিনি ﷺ চাশতের সময় ফিরে এসে দেখেন জুওয়াইরিয়া সেখানেই বসে আছেন। তখন নবী করীম ﷺ বলেন : "তোমাকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছি সেভাবেই আছ। তিনি বললেন, হ্যাঁ, নবী করীম ﷺ বললেন : "তোমার পরে আমি ৪টি শব্দ বলেছি যা তুমি এ যাবত বলেছ তার সমপরিমাণ ওজন। "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ, 'আদাদা খলক্বিহ, ওয়া রিদা নাফসিহি, ওয়া যিনাতা 'আরশিহ, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহ।
(মুসলিম, হাদীস নং-২৭২৬)

৪. বিকালে যা বলবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهٗ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِى الْبَارِحَةَ قَالَ : اَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ اَمْسَيْتَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক নবী করীম ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! গতকাল আমি বিচ্ছুর কামড়ে আক্রান্ত হয়েছিলাম, নবী করীম ﷺ বললেন : তুমি যদি সন্ধ্যায় বলতে : [আ'উযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন শাররি মা খলাক] অর্থ : আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর (সুন্দর নামগুলোর) উসিলায়, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তবে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারতো না। (মুসলিম, হাদীস নং-২৭০৯)

৫. রাত্রে যা বলবে

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ ِ الْبَدَرِيِّ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَرَأَ بِالْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ .

আবু মাসউদ আল-বাদারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষের দুটি আয়াত রাতে তিলাওয়াত করবে, সে রাতে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে। (বুখারী, হাদীস নং-৪০০৮)

৬. সাধারণ জিকির

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা তাসবীহ (সুবাহনাল্লাহ), তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও এস্তেগফার বা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাসহ সার্বক্ষণিক পড়ার মত শরীয়তসম্মত জিকিরগুলো উল্লেখ করেছি–

١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : দুটি এমন বাক্য আছে, যা বলতে সহজ, শেষ বিচার দিবসে মিযানে তা হবে অনেক ভারী, দয়াময় আল্লাহর নিকট তা অতি পছন্দনীয়, তা হলো : [সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ সুবাহানাল্লাহিল আযীম]। (বুখারীর সর্বশেষ হাদীস)

٢. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَحَبُّ الْكَلَامِ اِلَى اللّٰهِ اَرْبَعٌ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ يَضُرُّكَ بِاَيِّهِنَّ بَدَاْتَ ـ

২. সামুরাহ ইবনে জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আল্লাহর কাছে অতি পছন্দনীয় বাক্য হলো চারটি : [সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ও আল্লাহু আকবার] যে কোনটি থেকে আরম্ভ কর তাতে তোমার কোন অসুবিধা নেই। (মুসলিম, হাদীস নং-২১৩৭)

٣. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَاَنْ اَقُوْلَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ـ

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ এরশাদ করেছেন : সুবাহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার" পড়া দুনিয়ার সকল বস্তু থেকে আমার নিকট প্রিয়। (মুসলিম, হাদীস নং-২৬৯৫)

عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاَنِ اَوْ تَمْلَاُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلٰوةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهٗ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا ـ

৪. আবু মালেক আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ এরশাদ করেছেন : পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধাংশ এবং [আল-হামদু লিল্লাহ] শেষ বিচার দিবসে মিযানকে পূর্ণ করে দিবে এবং [সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহ] আকাশ ও জমিনসমূহকে পূর্ণ করে দেয়। আর সালাত হলো নূর-জ্যোতি, দান-খয়রাত হলো দলিল, ধৈর্য হলো আলো। এ ছাড়া কুরআন তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষী হবে। মানুষ প্রতিদিন সকাল বেলা তার জীবনকে বিক্রি করে, কেউ মুক্ত করে আবার অনেকেই তাকে ধ্বংস করে ফেলে।

(মুসলিম, হাদীস নং-২২৩)

٥. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) سُئِلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْكَلاَمِ اَفْضَلُ؟ قَالَ : مَا اصْطَفَى اللّٰهُ لِمَلاَئِكَتِهِ اَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ -

৫. আবু গিফারী যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন বাক্যটি উত্তম এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন : যে বাক্যটি আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা অথবা তাঁর বান্দাদের জন্য নির্বাচন করেছেন সেটিই উত্তম। আর তা হলো : [সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহ]।" (মুসলিম, হাদীস নং-২৭৩১)

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاص (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِجُلَسَائِهِ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكْسِبَ اَلْفَ حَسَنَةٍ فَسَاَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ اَحَدُنَا اَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ : يُسَبِّحُ اَحَدُكُمْ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ تُكْتَبُ لَهُ اَلْفُ حَسَنَةٍ وَتُحَطُّ عَنْهُ اَلْفُ سَيِّئَةٍ -

৬. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম ﷺ-এর নিকট ছিলাম, তিনি আমাদের লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের মাঝে কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার সওয়াব হাছিল করতে সক্ষম? বৈঠকে উপস্থিত এক ব্যক্তি বলে উঠল, আমাদের কেউ কীভাবে এক হাজার সওয়াব হাছিল করবে? রাসূলে করীম ﷺ বলেন : "একশত বার [সুবহানাল্লাহ] পড়বে, তবে তার আমলনামায় এক হাজার সওয়াব লেখা হবে এবং এক হাজার পাপ মুছে ফেলা হবে। (মুসলিম, হাদীস নং-২৬৯৮)

٧. عَنْ جَابِرٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِى الْجَنَّةِ -

৭. জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি [সুবাহানাল্লাহিল 'আযীম ওয়া বিহামদিহ] পড়বে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে। (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৪৬৫)

٨. عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ اَعْتَقَ اَرْبَعَةَ اَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ اِسْمَعِيْلَ ـ

৮. আবু আইয়ূব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলে করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি এ জিকিরটি দশবার পড়বে, সে ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশের চারজন ক্রীতদাস আযাদ করার নেকী হাছিল করবে। আর তা হলো : [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।
(মুসলিম, হাদীস নং-২৬৯৩)

٩. عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَلِّمْنِىْ كَلاَمًا اَقُوْلُهٗ قَالَ : قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ. قَالَ فَهٰؤُلاَءِ لِرَبِّىْ فَمَا لِىْ؟ قَالَ : قُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ ـ

৯. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বেদুইন ব্যক্তি রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল : আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা আমি পড়ব। নবী করীম ﷺ বলেন : তুমি বলবে : [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, আল্লাহু আকবার কাবীরা, ওয়ালহামদু লিল্লাহি কাসীরা, সুবহানাল্লাহি রব্বিল 'আলামীন, লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আজীজিল হাকীম] সে ব্যক্তি বলল : এ তো হলো আমার পালনকর্তার জন্য, তবে আমার জন্য কি? তিনি বলেন : বলো : [আল্লাহুম্মাগফির লী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারজুক্বনী।" (মুসলিম, হাদীস নং-২৬৯৬)

١٠. عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ مَلاَئِكَتَكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَ اُشْهِدُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ . مَنْ قَالَهَا مَرَّةً اَعْتَقَ اللّٰهُ ثُلُثَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ اَعْتَقَ اللّٰهُ ثُلُثَيْهِ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلاَثًا اَعْتَقَ اللّٰهُ كُلَّهُ مِنَ النَّارِ ـ

১০. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এ দোয়া ১ বার পড়বে, আল্লাহ তার এক-তৃতীয়াংশকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। আর যে ব্যক্তি ২ বার পড়বে তার দুই তৃতীয়াংশকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। আর যে ব্যক্তি ৩ বার পড়বে আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্পূর্ণভাবে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। দু'আটি হলো : [আল্লাহুম্মা ইন্নী উশহিদুকা ওয়া উশহিদু মালায়িকাতাক, ওয়া উশহিদু হামালাতা 'আরশিক, ওয়া উশহিদু মান ফিসসামাওয়াতি ওয়া মান ফিলআরদ, আন্নাকা আন্তাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, ওয়াহ্দাকা লা শারীকা লাক, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মদান 'আব্দুকা ওয়া রসূলুক]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমাকে ও তোমার ফেরেশতাদের ও তোমার আরশবহণকারীদের এবং আকাশ ও জমিনসমূহে যারা আছে তাদেরকেও সাক্ষী করে বলছি : তুমি আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তুমি একক, তোমার কোন শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তোমার বান্দা ও রাসূল।

(হাকেম, হাদীস নং-১৯২০)

١١. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِىُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى ـ

১১. আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : প্রত্যহ সকাল বেলা তোমাদের সকলের উপর তার প্রতিটি জোড়ার পক্ষ থেকে দান করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। তবে তার প্রতিটি [সুবহানাল্লাহ] পড়া একটি দান, তার প্রতিবার [আল-হামদুলিল্লাহ] বলা একটি দান, তার প্রতিবার [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ] পড়া একটি দান, তার প্রতিবার [আল্লাহু আকবার] বলা একটি দান, তার প্রতিটি সৎকাজের আদেশ একটি দান, তার প্রতিটি অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা একটি দান। তবে যদি কেউ দু' রাকা'আত চাশতের সালাত আদায় করে সেটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে। (মুসলিম, হাদীস নং-৭২০)

١٢. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ـ

১২. আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি বলবে : [রদীতু বিল্লাহি রব্বা, ওয়া বিলইসলামি দ্বীনা, ওয়া বিমুহাম্মাদিন রাসূলা] তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে। অর্থ: আমি আল্লাহকে পালনকর্তা হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ কে নবীরূপে লাভ করে সন্তুষ্ট। (আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫২৯)

١٣. عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ (رضـ) قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ بَلٰى فَقَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

১৩. আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ তাকে বললেন : আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডার প্রসঙ্গে জানাব না? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। হ্যাঁ, অবশ্যই বলবেন অত:পর তিনি বললেন : তা হলো : [লা হাওলা ওয়া লাা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ] (মুসলিম, হাদীস নং-২৭০৪)

١٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً ـ

১৪. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আল্লাহর কসম করে বলছি আমি প্রত্যহ আল্লাহর কাছে সত্তর বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করি। (বুখারী, হাদীস নং-৬৩০৭)

١٥. عَنِ الْاَغَرِّ الْمُزَنِيِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِىْ وَاِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ـ

১৫. আল-আগারর আল-মুযান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আমার অন্তর কুয়াশাচ্ছন্ন হয়; তাই আমি প্রতিদিন একশত বার করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। (বুখারী, হাদীস নং-২৭০২)

١٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ـ

১৬. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ শরীফ পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। (মুসলিম, হাদীস নং-৪০৮)

٧١. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ قَالَ : اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ثَلَاثًا، غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ وَاِنْ كَانَ فَارًّا مِنَ الزَّحْفِ ـ

১৭. ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন: তিনি বলেন : যে ব্যক্তি এ দু'আটি তিনবার পড়বে তার জীবনের সকল পাপকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও সে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে থাকে। দু'আটি হলো : [আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল কায়্যূমু ওয়া আতূবু ইলাইহি] অর্থ : আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করছি যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সর্বসত্ত্বার ধারক।

(হাকেম, হাদীস নং-২৫৫০)

নির্দিষ্ট জিকির

৭. সাধারণ অবস্থার জিকির

১. কাপড় পরিধানের সময় যা পড়তে হবে–

عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِحَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ–

মু'আয ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কাপড় পরিধানের সময় এ দোয়া পড়বে : [আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী হাযাসসাওবা ওয়ারাযাক্বানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী ওয়া লা কুওয়াহ] তার পূর্ববর্তী জীবনের যাবতীয় পাপরাশি মাফ করে দেয়া হবে

অর্থ : যাবতীয় প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ কাপড় পরিধান করালেন এবং তার সামর্থ্য দান করলেন, যাতে ছিল না আমার পক্ষ থেকে কোন উপায় উদ্যোগ, ছিল না কোন শক্তি সামর্থ্য। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০২৩)

২. নতুন কাপড় পরিধানের সময় কোন দু'আ পড়বে ও তাকে যা বলা হবে

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهٖ اِمَّا قَمِيْصًا اَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ.

১. আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ যখন কোন নতুন পোশাক পরিধান করতেন তখন পোশাকের নাম উল্লেখ করে

বলতেন : [আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আন্তা কাসাওতানীহ্, আসআলুকা মিন খাইরিহি ওয়া খাইরি মা সুনি'আ লাহ্, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহি ওয়া শাররি মা সুনি'আ লাহু]

অর্থ : হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা তোমার। তুমিই আমাকে পোশাক পরিধান করায়েছ, আমি এর কল্যাণ ও এর জন্য যে কল্যাণ নির্ধারণ করা হয়েছে তা প্রার্থনা করছি। আর এর অকল্যাণ ও এর যে অকল্যাণ নির্ধারণ করা হয়েছে তা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করছি। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০২৩)

عَنْ أُمِّ خَالِدٍ (رض) قَالَتْ : أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ فِيْهَا خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ : مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوْهَا هٰذِهِ الْخَمِيْصَةَ؟ فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ قَالَ : (اِئْتُوْنِيْ بِأُمِّ خَالِدٍ) فَأُتِيَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْبَسَنِيْهَا بِيَدِهِ وَقَالَ (أَبْلِيْ وَأَخْلِقِيْ) مَرَّتَيْنِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ اِلٰى عَلَمِ الْخَمِيْصَةِ وَيُشِيْرُ بِيَدِهِ اِلَيَّ وَيَقُوْلُ : (يَا أُمَّ خَالِدٍ هٰذَا سَنَا وَيَا أُمَّ خَالِدٍ هٰذَا سَنَا-

উম্মে খালেদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট বেশ কিছু পোশাক আনা হলো, সেগুলোর মধ্যে ছিল একটি কালো চাদর। রাসূলে ﷺ বলেন : "তোমরা কাকে এ কালো চাদরটি দেয়ার ইচ্ছা পোষণ কর? সকলেই চুপ থাকল। অত:পর নবী ﷺ বললেন : "তোমরা উম্মে খালেদকে আহ্বান করে নিয়ে এসো।" আমাকে নবী ﷺ-এর নিকট আনয়ন করলে তিনি নিজ হাতে আমাকে চাদরটি পরিধান করিয়ে দুবার বললেন : [আবলী ওয়া আখলিক্বী] আর বারবার পোশাকের দিকে তাকিয়ে বললেন : "হে উম্মু খালেদ! এটা অতি চমৎকার জামা। (বুখারী, হাদীস নং : ৫৮৪৫)

৩. বাড়িতে প্রবেশ করার সময় দু'আ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : (اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ

وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ-

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : যখন কোন ব্যক্তি বাড়িতে প্রবেশকালে ও খাবার খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে, তখন শয়তান অন্যদের লক্ষ্য করে বলে, এ বাড়িতে তোমাদের থাকা ও খাবার কোন ধরনের অবকাশ নেই। আর যখন কোন ব্যক্তি বাড়িতে প্রবেশকালে ও খাবার খাওয়ার সময় আল্লাহকে স্মরণ না করে, তখন শয়তান অন্যদের লক্ষ্য করে বলে, তোমরা আজ এ বাড়িতে অবস্থান করার ও খাবার খাওয়ার অবকাশ পেয়ে গেলে। (মুসলিম, হাদীস নং : ২০১৮)

৪. বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ : (بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا -

১. উম্মে সালামাহ (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ যখন বাড়ি থেকে বের হতেন, তখন তিনি তার আঙ্গুলি আকাশের দিকে উঠিয়ে এ দু'আ পড়তেন : [বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহ, আল্লাহুম্মা ইন্না না'উযু বিকা মিন আন নাজিল্লা আও নাযিল্লা আও নাযলিমা আও নুযলামা আও নাজহালা আও ইউজহালা 'আলাইনা] অর্থ : মহান আল্লাহর নামে তাঁর প্রতি ভরসা করে বের হলাম। হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অন্যকে গোমরাহ করা থেকে অথবা কারো দ্বারা আমরা গোমরাহ থেকে, আমরা অন্যকে পদস্খলন অথবা অন্যের দ্বারা পদস্খলিত থেকে, আমরা অন্যের প্রতি নির্যাতন করতে অথবা অন্যের দ্বারা নির্যাতিত হওয়া থেকে এবং আমরা নিজেরা অজ্ঞ হওয়া থেকে বা অন্যদের দ্বারা অজ্ঞ হওয়া থেকে। (আবু দাউদের হাদীস নং : ৫০৯৪, তিরমিযী হাদীস নং : ৩৪২৭)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ قَالَ يُقَالُ حِيْنَئِذٍ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ فَتَتَنَحّٰى لَهُ الشَّيَاطِيْنُ فَيَقُوْلُ لَهُ شَيْطَانٌ أٰخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ -

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : "যখন কোন ব্যক্তি তার বাড়ি থেকে বের হয়ে বলে : [বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহ্, লা হাওলা ওয়া লা কুও য়াতা ইল্লা বিল্লাহ]

অর্থ : মহান আল্লাহ্র নামে তাঁর প্রতি ভরসা করে বের হলাম, আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত কোন উত্তম কাজ করার এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার শক্তি বা ক্ষমতা আমাদের নেই। তিনি নবী ﷺ বললেন : "তখন তাকে বলা হয় তোমার জন্য যথেষ্ট এবং তুমি নিরাপদ ও হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছ। আর শয়তান তার নিকট থেকে অনেক দূরে সরে যায়। তারপর এক শয়তান অপর শয়তানকে বলে, তুমি তার সাথে কেমন করে পারবে? যে হেদায়েতপ্রাপ্ত ও যথেষ্ট এবং নিরাপদ। (আবু দাউদ, হাদীস নং : ৫০৯৫, তিরমিযী হাদীস নং : ৩৪২৬)

৫. পায়খানায় প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় যে দু'আ পাঠ করবে

عَنْ أَنَسٍ (رض) كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ-

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন বলতেন : [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবছি ওয়াল খাবাইছ] অন্য এক বর্ণনা প্রথমে : [বিসমিল্লাহ্] বলার কথা উল্লেখ হয়েছে। অর্থ : হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট খারাপ পুরুষ ও খারাপ নারী জ্বীন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী হাদীস নং : ১৪২, মুসলিম হাদীস নং : ৩৭৫)

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : غُفْرَانَكَ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন পায়খানা থেকে বের হতেন তখন এ দু'আ পড়তেন : [গুফরানাক] অর্থাৎ : হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

(হাদীস সহীহ, আবু দাউদ, হা: নং ৩০, তিরমিযী হাদীস নং : ৭)

৬. মসজিদের দিকে গমন করার সময় যে দু'আ পড়বে

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ (رضـ) كَانَ النَّبِىُّ ﷺ عِنْدَهَا وَفِىْ - فَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَمِنْ اَمَامِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ نُوْرًا -

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তার খালা মায়মুনার ঘরে রাত যাপন করেন। এ ঘটনায় বর্ণিত আছে : মুয়াজ্জিন আযান দিলে নবী করীম ﷺ মসজিদের উদ্দেশ্যে এ দু'আ বলতে বলতে বের হলেন :

[আল্লাহুম্মাজ'আল ফী কলবী নূরা, ওয়া ফী লিসানী নূরা, ওয়াজ'আল ফী সাম'ঈ নূরা, ওয়াজ'আল ফী বাসারী নূরা, ওয়াজ'আল মিন খলফী নূরা, ওয়া মিন আমামী নূরা, ওয়াজ'আল মিন ফাওক্বী নূরা, ওয়া মিন তাহ্‌তী নূরা, আল্লাহুম্মা আ'ত্বিনী নূরা]

অর্থ : হে আল্লাহ তুমি আমার কলবে নূর দান কর, আমার জিহ্বাতে নূর দান কর, আমার কর্ণে দাও নূর, আমার চোখে নূর দাও, আমার পেছনে নূর দাও, আমার সামনে নূর দাও আমার উপর থেকে নূর দাও, আমার নিচে থেকে নূর দাও, হে আল্লাহ তুমি আমাকে নূর দান কর।

(বুখারী, হাদীস নং ৬৩১৬, মুসলিম হাদীস নং৭৬৩)

৭. মসজিদে প্রবেশ করার সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ۔

[আল্লাহুম্মাফতাহ্‌লী আবওয়াবা রাহমাতিক]

হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও।

(মুসলিম, হাদীস নং : ৭১৩)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ মসজিদে প্রবেশ করার সময় বলতেন : [আ'ঊযু বিল্লাহিল 'আযীম, ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া সুলত্বা নিহিল ক্বদীম মিনাশশাইত্ব নির রাজীম] অর্থ : আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর সম্মানিত মুখমণ্ডল এবং শাশ্বত সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে।

(হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাদীস নং ৪৬৬)

৮. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বলবে

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ .

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিক]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। (মুসলিম, হাদীস নং ৭১৩)

৯. নতুন চাঁদ দেখার সময় যে দু'আ পড়বে

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَاَى الْهِلَالَ قَالَ : (اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ -

তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন এ দু'আ পড়তেন : [আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু 'আলাইনা বিলআমনি ওয়ালঈমান, ওয়াসসালামাতি ওয়ালইসলাম, রব্বী ওয়ারব্বুকাল্লাহ] অর্থ : হে আল্লাহ এ নতুন চাঁদকে আমাদের জন্য সাফল্য-নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের বানিয়ে দাও, আমার ও তোমার (চাঁদের) পালনকর্তা আল্লাহ।

(আহমদ, হাদীস নং ১৩৯৭; তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৫১)

১০. আজান শুনার সময় যে দু'আ পড়তে হয়

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّهٗ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ صَلَاةً صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِمَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِىْ اَلْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِىْ اِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَاَلَ لِىْ اَلْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ -

১. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : তোমরা যখন মুয়াজ্জিনকে আজান দিতে শ্রবণ করবে তখন মুয়াজ্জিন যা বলে হুবহু তোমরাও তাই বল। তারপর আমার ওপর দরূদ পড়। কেননা যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলা তার পরিবর্তে তার ওপর দশবার দয়া প্রদর্শন করবেন। অত:পর আমার জন্য আল্লাহর নিকট উসিলা প্রার্থনা কর, আর তা হলো জান্নাতের মর্যাদাপূর্ণ স্থান। এটি আল্লাহর এক বান্দার জন্য নির্দিষ্ট, আমি আশা করি সে বান্দা আমি নিজেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট আমার জন্য উসীলা তালাশ করবে তার জন্য সুপারিশ আবশ্যক হয়ে যাবে। (মুসলিম, হাদীস নং : ৩৮৪)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهٗ، حَلَّتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আজান শ্রবণ করার পর এ দু'আ থেকে পড়বে, শেষ বিচার দিবসে তার জন্য আমার সুপারিশ অপরিহার্য হয়ে যাবে। দু'আটি হলো : [আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ্ দা'ওয়াতিত্তাম্মাহ্ ওয়াসসলাতিল ক-য়িমাহ, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়ালফাযীলাহ, ওয়াব'আছহু মাক-মাম মাহমূদাহ, আল্লাযী ওয়া'আত্তাহ]

অর্থ : হে আল্লাহ! এ পূর্ণাঙ্গ আহবান ও প্রতিষ্ঠা লাভকারী সালাতের রব! মুহাম্মদ ﷺ-কে তুমি অসীলা (জান্নাতের এক উঁচ্চু স্থান) ও মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌছাও, যার অঙ্গীকার তুমি তাঁকে দিয়েছ।

(বুখারী, হাদীস নং : ৬১৪)

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا غُفِرَ لَهٗ ذَنْبُهٗ -

৩. স'াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি আজান শ্রবণ করে বলবে : [আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহ্, রাদীতু বিল্লাহি রব্বা, ওয়া বিমুহাম্মাদিন রাসূলা, ওয়া বিলইসলামি দ্বীনা] তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আল্লাহকে পালনকর্তা হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসেবে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে অর্জন করে পরিতুষ্ট। (মুসলিম, হাদীস নং : ৩৮৬)

৮. কঠিন বিপদের সময় গুরুত্বপূর্ণ জিকিরসমূহ

১. বিপদের সময় যা পড়বে

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ -

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ কঠিন সময় এ দু'আ পড়তেন : [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল 'আযীমুল হালীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল 'আরশিল 'আযীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বস সমাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদি ওয়া রাব্বুল 'আরশিল কারীম]

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি মহান সহনশীল, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি মহা আরশের প্রভু, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই যিনি আকাশসমূহ, জমিন ও আরশের প্রভু।

(বুখারী, হাদীস নং ৬৩৪৬ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৩০)

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْوَةُ ذِىْ اِذْ دَعَا وَهُوَ فِىْ بَطْنِ الْحُوْتِ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ فَاِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِىْ شَىْءٍ قَطُّ اِلَّا اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ -

২. সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ এরশাদ করেছেন : ইউনুস (আলাইহিস সালাম) মাছের পেটে থাকা অবস্থায় এ দু'আটি পড়েছিলেন : [লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্তু মিনাযয–লিমীন]

অর্থ : (হে আল্লাহ!) তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তুমি পবিত্র, আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। কোন মুসলিম ব্যক্তি যে কোন কাজের জন্য

আল্লাহ তা'আলার নিকট এ প্রার্থনা করবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রার্থনা কবুল করে নিবেন। (হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাদীস নং : ৩৫০৫)

২. ভয়ানক কোন বস্তু চোখে পড়লে যা বলবে

عَنْ ثَوْبَانَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَاعَهُ شَيْئٌ قَالَ : هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ لَا اُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا.

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ভয়ের কিছু দেখলে এ দু'আ পড়তেন : [হুওয়াল্লাহু রব্বী লা উশরিকু বিহী শাইয়া]

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা আমার পালনকর্তা, আমি তার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করি না। (নাসাঈ হাদীস নং : ৬৫৭)

৩. চিন্তায় পড়লে যে দু'আ পড়বে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا اَصَابَ اَحَدًا قَطُّ هُمٌّ وَّلَا حَزَنٌ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِىَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِىَّ قَضَاؤُكَ اَسْاَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِىْ كِتَابِكَ اَوْ اسْتَاْثَرْتَ بِهٖ فِىْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَنُوْرَ صَدْرِىْ وَجَلَاءَ حُزْنِىْ وَذَهَابَ هَمِّىْ اِلَّا اَذْهَبَ اللّٰهُ هَمَّهٗ وَحُزْنَهٗ وَاَبْدَلَهٗ مَكَانَهٗ فَرَجًا قَالَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا نَتَعَلَّمُهَا فَقَالَ بَلٰى يَنْبَغِىْ لِمَنْ سَمِعَهَا اَنْ يَتَعَلَّمَهَا -

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : কেউ যদি চিন্তায় পড়ে এ দু'আ পড়ে তবে আল্লাহ তা'আলা তার দু'শ্চিন্তাকে দূর করে দিবেন এবং চিন্তাকে আনন্দ দ্বারা পরিবর্তন করে

দিবেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : রাসূলে করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো : আমরা কি এ দু'আটি শিখে নিব না? তিনি জবাবে বলেন : হ্যাঁ, যে এ দু'আটি শ্রবণ করবে তার উচিত তা শিখে নেয়া। [আল্লাহুম্মা ইন্নী আব্দুক, ওয়াইবনু আব্দিক্, ওয়াইবনু আমাতিক, নাসিয়াতী বিইয়াদিক্, মাদিন ফিয়্যা হুকমুক, 'আদলুন ফিয়্যা কদা-উক, আসআলুকা বিকুল্লিসমিন, হুয়া লাক, সাম্মাইতা বিহী নাফসাক, আও 'আল্লামতাহু আহাদান মিন খলকিক, আও আনযালতাহু ফী কিতাবিক, আবিস্‌তা'ছারতা বিহী ফী 'ইলমিকালগইবি 'ইন্দাক, আন তাজ'আলাল কুরআনা রবী'আ কল্‌বী, ওয়া নূরা সদরী, ওয়া জালাআ হুজনী, ওয়া যাহাবা হাম্মী]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা এবং তোমারই এক বান্দার সন্তান আর তোমার এক বান্দীর সন্তান। আমার ভাগ্য তোমার হাতে, আমার ওপর তোমার হুকুম কার্যকর, আমার প্রতি তোমার সিদ্ধান্ত ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আমি সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদৌলতে যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছ অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার গ্রন্থে নাযিল করেছ, অথবা তোমার কোন সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাউকে যে নাম শিক্ষা দিয়েছ, অথবা স্বীয় ইলমের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছ, তোমার নিকট এ প্রার্থনা জানাই যে, তুমি কুরআনকে করে দাও আমার অন্তরের জন্য প্রশান্তিময়, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসরণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবসানকারী।

(আহমদ, হাদীস নং : ৩৭১২)

৪. কোন জনগোষ্ঠী থেকে ভয় পেলে যা পাঠ করবে

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ -

[আল্লাহুম্মাক ফিনীহিম বিমা শি'তা]

অর্থ : হে আল্লাহ! এদের মুকাবেলায় তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে ইচ্ছেমত সেরূপ আচরণ করো, যেরূপ আচরণের তারা হকদার। (মুসলিম, হাদীস নং ৩০০৫)

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ -

২. [আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা তাদেরকে দমন করার জন্য তোমাকে অর্পণ করলাম এবং তাদের ক্ষতি থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫৩৭)

৫. দুশমনের সম্মুখীন হলে যা পড়বে

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا غَزَا قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِىْ وَاَنْتَ نَصِيْرِىْ وَبِكَ اُقَاتِلُ -

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন যুদ্ধে গমন করতেন, তখন এ দু'আ পড়তেন : [আল্লাহুম্মা আন্তা আদুদী ওয়া আন্তা নাসীরী ওয়া বিকা উক্বাতিল]

অর্থ : হে আল্লাহ তুমি আমার একমাত্র শক্তি ও সাহায্যকারী, তোমার নিকট শক্তি প্রার্থনা করি, তোমার নিকটেই ফিরে যাই ও তোমার শক্তিতেই লড়াই করি। (তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৫৮৪)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) (حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ) قَالَهَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ حِيْنَ اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالُوْا (اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ)-

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, [হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল] এ দু'আটি ইব্রাহীম (আ) আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন। আর নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছিলেন, যখন তারা বলেছিল–

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -

যাদেরকে মানুষ বলছিল : নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে সেসব লোক একত্রিত হয়েছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তারা বলেছিল : [হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল] আল্লাহই আমাদের জন্য একমাত্র যথেষ্ট এবং কল্যাণজনক কর্মবিধায়ক।

(সূরা–৩ আল ইমরান : আয়াত-১৭৩) (বুখারী, হাদীস নং ৪৫৬৩)

৬. শত্রু ধাওয়া করলে যা বলবে

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ : اَقْبَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ اَبَا بَكْرٍ، وَاَبُوْ بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ شَابٌّ لَا يُعْرَفُ، قَالَ فَيَلْقَى الرَّجُلُ اَبَا بَكْرٍ فَيَقُوْلُ : يَا اَبَا بَكْرٍ مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُوْلُ : هٰذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِيْ السَّبِيْلَ، قَالَ فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ اَنَّهُ اِنَّمَا يَعْنِيْ الطَّرِيْقَ وَاِنَّمَا يَعْنِيْ سَبِيْلَ الْخَيْرِ، فَالْتَفَتَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا، فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : (اَللّٰهُمَّ اصْرَعْهُ) فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ -

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বাহনের পেছনে আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে মদীনার দিকে আসেন। আবু বকর একজন বৃদ্ধ পরিচিত ব্যক্তি আর আল্লাহর নবী ﷺ অপরিচিত যুবক। মানুষেরা আবু বকরের সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করে, আপনার সামনের লোকটি কে? তিনি বলেন, উনি আমার পথপ্রদর্শক। তাতে মানুষ মনে করে রাস্তার প্রদর্শক, আর আবু বকর অর্থ নেন মঙ্গলের পথ প্রদর্শক। এরপর আবু বকর পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একজন ঘোড় সাওয়ারী তাঁদের নিকটে পৌছে গেছে। আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ যে ঘোড় সাওয়ারী আমাদেরকে পেয়ে বসেছে। রাসূল করীম ﷺ বললেন : [আল্লাহুম্মাসরা'হু] অর্থ : হে আল্লাহ তাকে ধরাশায়ী করে দাও। সাথে সাথে ঘোড়াটি তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। অত:পর ঘোড়াটি চিঁহিঁহিঁ করতে করতে উঠে দাঁড়ালো। (বুখারী, হাদীস নং ৪৫৬৩)

৭. দুশমনের ওপর বিজয়ের জন্য যে দু'আ পড়বে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى (رضـ) يَقُوْلُ : دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ :

(اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَللّٰهُمَّ اهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ -

আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আল্লাহর রাসূল ﷺ মুশরিকদের ওপর বিজয়ের জন্য বদদোয়া করেছিলেন : [আল্লাহুম্মা মুনজিলাল কিতাব, সারী'আল হিসাব, আল্লাহুম্মাহজিমিল আহ্জাবি, আল্লাহুম্মাহজিমহুম ওয়া যালযিলহুম]

অর্থ : হে কিতাব নাযিলকারী আল্লাহ্ তা'আলা, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, হে আল্লাহ তুমি শত্রু পক্ষকে পরাভূত করো, হে আল্লাহ্ তুমি তাদেরকে পরাভূত করো ও তাদের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করে দাও। (মুসলিম, হাদীস নং ১৭৪২)

৮. কোন বিপদ ঘটে গেলে যা পাঠ করবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجَزْ وَاِنْ اَصَابَكَ شَىْءٌ فَلَا تَقُلْ اَنِّىْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ قَدَرُ اللّٰهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন থেকে আল্লাহর নিকট উত্তম ও প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যে মঙ্গল অর্ন্তনিহিত রয়েছে। কাজেই যা উপকারী তার প্রত্যাশী হও এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো ও অপারগতা প্রকাশ করো না। তোমার যদি কোন ধরনের বিপদ ঘটে যায়, তবে এ কথা বলা উচিত নয় যে, যদি আমি এমন করতাম (তাহলে বিপদে আক্রান্ত হতাম না), তবে বলবে : ভাগ্যে ছিল, আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই করেছেন। আর নিশ্চয়ই 'যদি' (শব্দটি) শয়তানের কর্মকে উন্মুক্ত করে দেয়। (মুসলিম, হাদীস নং ২৬৬৪)

৯. পাপ করে ফেললে যা করণীয়

عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ، ثُمَّ قَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ - وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ -

আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : কোন ব্যক্তি যদি পাপকাজ করার পর উত্তমরূপে অজু করে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করে, আল্লাহ তা'য়ালার নিকট তওবা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেন। অত:পর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন। অর্থ : এবং যখন কেউ অশ্লীল কার্য করে কিংবা নিজ জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, তারপর আল্লাহকে স্মরণ করে।

[সূরা–৩ আলে ইমরান : আয়াত-১৩৫] (আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫২১)

১০. ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হলে যে দু'আ পড়তে হয়

عَنْ عَلِيٍّ (رض) اَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهٗ فَقَالَ : اِنِّىْ قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِىْ فَاَعِنِّىْ قَالَ اَلَا اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيْرٍ دَيْنًا اَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْكَ؟ قَالَ قُلْ : (اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ-

১. আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তাঁর নিকট এক চুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস এসে বলল : আমি মুক্ত হওয়ার চুক্তি পূর্ণ করতে অপারগতা প্রকাশ করছি, আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বলেন, আমি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা দিব, যে বাক্যগুলো রাসূল করীম ﷺ আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। যদি তোমার উপর 'সীর' পাহাড় পরিমাণও ঋণ থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা তা

পরিশোধ করে দিবেন।" [আল্লাহুম্মাকফিনী বিহালালিকা 'আন হারামিক, ওয়া আগনিনী বিফালিকা 'আম্মান সিওয়াক]

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তোমার হারাম বস্তু থেকে বাঁচিয়ে তোমার হালাল রিজিক দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করে দাও। আর তোমার অনুগ্রহ-অবদান দ্বারা তুমি ভিন্ন অন্য সব থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও।

(আহমদ, হাদীস নং ১৩১৯)

عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ (رض) قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : (اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ -

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ এ দু'আ পড়তেন : [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়ালহাজান, ওয়াল'আজ্জি ওয়ালকাসাল, ওয়ালজুবনি ওয়ালবুখল, ওয়া যলা'ইদ্ দাইনি ওয়া গলাবাতির রিজাল]

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি চিন্তা–ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে, অধিক ঋণ থেকে ও দুষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রাধান্য বিস্তার থেকে। (বুখারী, হাদীস নং ৬৩৬৯)

১১. ছোট বা বড় যে কোন ধরনের বিপদে যা বলতে হয়

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ - الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ - قَالُوْآ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ـ اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ـ

তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও, যাদের ওপর কোন বিপদ আসলে তারা বলে : নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্যে এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এদের ওপর তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হবে এবং এরাই সুপথগামী। (সূরা–২ বাকারা : আয়াত-১৫৫- ১৫৭)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ـ اَللّٰهُمَّ أُجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا اِلَّا اَجَرَهُ اللّٰهُ فِى مُصِيْبَتِهٖ وَاَخْلَفَ لَهٗ خَيْرًا مِنْهَا ـ

২. উম্মে সালামাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : যে বান্দা বিপদে পতিত হয়ে এ দু'আ পড়বে আল্লাহ তা'আলা তাকে এ বিপদ থেকে মুক্ত করবেন এবং তাকে উত্তম পুরস্কার দিবেন। [ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি র-জি'উন, আল্লাহুম্মা আজুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখলিফ লী খইরান মিনহা।]

অর্থ : আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁর দিকেই ফিরে এসেছি। হে আল্লাহ! এ বিপদ থেকে তুমি আমাকে রক্ষা কর এবং এরপর আমাকে এর চেয়ে উত্তম পুরস্কার দেন। (মুসলিম, হাদীস নং ৯১৮)

১২. শয়তান ও তার কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য যে দু'আ পড়বে

১. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা–৪১ হা-মীম সিজদা : আয়াত-৩৬)

২. আযান, নিয়মিত দু'আ পাঠ, কুরআন তিলাওয়াত করা, আয়াতুল কুরসী পাঠ করা এবং এ জাতীয় আরো দু'আ যা সামনে আসছে তা পড়া।

১৩. রাগের সময় যা বলবে

عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ (رض) قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهٗ جُلُوْسٌ وَاَحَدُهُمَا يَسُبُّ

صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اِنِّىْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

সুলায়মান ইবনে সুরদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর সামনে গালাগালি করছিল, আর আমরা তার নিকট বসেছিলাম, একে অপরকে রাগে মুখ লাল করে গাল মন্দ করছিল। অত:পর নবী করীম ﷺ বলেন : আমি এমন বাক্য জানি, যদি তা বলে তাদের নিকট থেকে রাগ চলে যাবে। আর তা হলো : [আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্ব নির রাজীম]

(বুখারী, হাদীস নং ৬১১৫, মুসলিম, হাদীস নং ২৬১০)

৯. সাময়িক অবস্থায় পঠনীয় জিকির

১. মজলিস থেকে উঠার সময় যে দু'আ পড়তে হয়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ جَلَسَ فِى مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيْهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ اَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ اِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِىْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কোন বৈঠকে বসে তাতে অধিক ভুলত্রুটি হয়, সে উঠার পূর্বে এ দু'আ পড়লে বৈঠকের ভুল-ত্রুটিগুলোকে মাফ করে দেয়া হবে। [সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক] অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আমি তোমার ক্ষতি ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তোমার নিকটে তওবা করছি। (আহমদ, হাদীস নং ১০৪২০)

২. মোরগ, গাধা ও কুকুরের ডাক শুনে যা বলতে হয়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيْكَةِ فَاسْاَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنَّهَا رَاَتْ مَلَكًا وَاِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهُ رَاٰى شَيْطَانًا -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : তোমরা যখন মোরগের ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে। যেমন বলবে : [আসআলুল্লাহা মিন ফাদলিহ্] কেননা মোরগ ফেরেশতাদের দেখতে পায়। আর যখন তোমরা গাধার ডাক শুনবে তখন [আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রাজীম] পাঠ করে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে; কেননা সে শয়তানকে দেখতে পায়।

(মুসলিম, হাদীস নং ২৭২৯)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهِيْقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ فَاِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ-

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন রাতে তোমরা কুকুর ও গাধার ডাক শুনবে, তখন তোমরা [আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রাজীম] পাঠ করে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে; কেননা তারা এমন কিছু দেখতে পায় যা তোমরা দেখতে পাও না। (আহমদ, হাদীস নং ১৪৩৩৪)

৩. কোন ব্যাধি বা বিপদগ্রস্ত কিংবা অঙ্গহানী ব্যক্তিকে দেখলে যে দু'আ পড়তে হয়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَاَى مُبْتَلًى فَقَالَ :اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا

ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً لَمْ يُصِبْهُ ذٰلِكَ الْبَلَاءُ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : কেউ যদি কোন অঙ্গহানী বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে বলে : [আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী 'আফানী মিম্মাবতালাকা বিহ্, ওয়া ফাদদালানী 'আলা কাছীরিন মিম্মান খলাক্বা তাফদীলা] তাহলে সে ঐ বিপদে পড়বে না।

অর্থ : যাবতীয় প্রশংসা সে মহান আল্লাহর জন্য, যিনি তোমাকে যে বিপদ দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছেন, তা থেকে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তাঁর সৃষ্টির অনেকের চেয়ে আমাকে অধিক অনুগ্রহ করেছেন। (তিরমিযী, হাদীস নং ৫৩২০)

৪. উপদেশ দেয়ার পরও যদি শরীয়ত বিরোধিতায় লিপ্ত থাকে তবে যা বলতে হয়

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ (رض) اَنَّ رَجُلاً اَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِشِمَالِهِ فَقَالَ : كُلْ بِيَمِيْنِكَ قَالَ : لَا اَسْتَطِيْعُ قَالَ : لَا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ اِلَّا الْكِبْرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا اِلٰى فِيْهِ -

সালমা ইবনে আল-আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট বসে বাম হাতে ভক্ষণ করছিল। তাকে দেখে রাসূল করীম ﷺ বললেন : তুমি ডান হাতে খাও। সে বলল, আমি ডান হাতে ভক্ষণ করতে পারছি না। এ কথা শুনে নবী করীম ﷺ বলেন : তুমি পারবেও না। অহঙ্কারই তাকে ডান হাতে খাওয়া থেকে বিরত রেখেছে। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি পরবর্তীতে আর কখনো তার ডান হাত মুখ পর্যন্ত তুলতে পারেনি।

(মুসলিম, হাদীস নং ২০২১)

৫. অনৈসলামিক কার্যকলাপ উৎখাতের সময় যা বলতে হয়

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّوْنَ وَثَلَاثُ مِائَةِ نُصُبٌ

فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُوْدٍ فِىْ يَدِهِ وَيَقُوْلُ : (وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا) -

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করলেন, সে সময় কা'বা ঘরের চারপার্শে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিল। আর তাঁর হাতে লাঠি ছিল তা দ্বারা আঘাত হানছিলেন এবং এ আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন। [কুল জোআল হাক্কু ওয়া জাহাক্বাল বাত্বিল, ইন্নালবাত্বিলা কানা জাহূক্বা]

অর্থ : আর আপনি বলুন! সত্য এসেছে এবং মিথ্যা দূরীভূত হয়েছে নিশ্চয়ই মিথ্যা দূরীভূত হওয়ার।

(সূরা–১৭ বনি ইসরাঈল : আয়াত-৮১)" (বুখারী, হাদীস নং ২৪৭৮)

৬. যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির জন্য ভাল কিছু করল তার জন্য যে দু'আ করতে হয়

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوْءً قَالَ : مَنْ وَضَعَ هٰذَا؟ فَاُخْبِرَ فَقَالَ : (اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ -

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদা পায়খানায় প্রবেশ করলেন, আর আমি তাঁর জন্য অজুর পানি রাখলাম, অত:পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কে রেখেছে অজুর পানি? তাকে জানানো হলে তিনি দু'আ করেন : [আল্লাহুম্মা ফাক্কিহ্‌হু ফিদ্দ্বীন]

অর্থ : হে আল্লাহ তুমি তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করুন।

(মুসলিম, হাদীস নং ২৪৭৭)

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ صُنِعَ اِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَقَدْ اَبْلَغَ فِى الثَّنَاءِ -

২. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যাকে কেউ ভাল কাজ করে দিল, সে যদি তার জন্য বলে : [জাযাকাল্লাহু খইরা] অর্থ : আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তবে সে যেন সর্বোত্তম প্রশংসা করল। (তিরমিযী, হাদীস নং ২০৩৫)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ (رضـ) قَالَ : اسْتَقْرَضَ مِنِّى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعِيْنَ اَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ اِلَىَّ وَقَالَ : بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ. اِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ اَلْحَمْدُ وَالْاَدَاءُ-

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে রাবীয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমার নিকট থেকে চল্লিশ হাজার মুদ্রা ঋণ নিয়েছিলেন, তার নিকট অর্থ আসার পর আমাকে ফেরত দিয়ে বললেন : [বারাকাল্লাহু লাকা ফী আহলিকা ওয়া মালিক] অর্থ : আল্লাহ তোমার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন। ঋণের প্রতিদান হলো তার প্রশংসা করা ও পরিশোধ করে দেয়া।

(ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২৪২৪)

৭. গাছে বা বাগানে প্রথম ফল দেখলে যা বলতে হয়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ : كَانَ النَّاسُ اِذَا رَاَوْا اَوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوْا بِهِ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا اَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا قَالَ : ثُمَّ يَدْعُوْ اَصْغَرَ وَلِيْدٍ لَهُ فَيُعْطِيْهِ ذٰلِكَ الثَّمَرَ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের গাছের প্রথম ফল নবী করীম ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসত। আর তিনি যখন তা হাতে নিতেন, তখন এ দু'আ পড়তেন। [আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী ছামারিনা, ওয়া বারিক লানা ফী মাদীনাতিনা, ওয়া বারিক লানা ফী স–'ইনা, ওয়া বারিক লানা ফী মুদ্দিনা] অত:পর সে ফলটি তার সবচেয়ে ছোট বাচ্চাকে ডেকে সন্তানের হাতে দিতেন।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ফলে বরকত দান করুন, আমাদের শহরে বরকত দান করুন ও আমাদের সা' ও মুদ (ছোট বড় সকল ধরনের) মাপে বরকত দান করুন। (মুসলিম, হাদীস নং ১৩৭৩)

৮. কোন সুখবর আসলে যা করতে হবে

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَتَاهُ اَمْرٌ يَسُرُّهُ اَوْ بُشِّرَ بِهٖ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى -

আবু বাকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর নিকট আনন্দদায়ক সংবাদ আসলে বা কোন সুসংবাদ প্রদান করা হলে, তিনি সেজদায়ে শোকর তথা আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে সেজদা করতেন। (তিরমিযী, হাদীস নং ১৫৭৮)

৯. আশ্চর্য ও খুশীর সময় যা বলবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهٗ لَقِيَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ طَرِيْقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ فَتَفَقَّدَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَهٗ قَالَ : اَيْنَ كُنْتَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقِيْتَنِىْ وَاَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ اَنْ اُجَالِسَكَ حَتّٰى اَغْتَسِلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা মদীনার কোন রাস্তায় রাসূলে করীম ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে, তিনি অপবিত্র থাকার দরুণ অন্য রাস্তায় চলে গিয়ে গোসল করে নেন। এদিকে রাসূলে করীম ﷺ তাকে খোঁজ করছিলেন। অত:পর তিনি যখন তাঁর নিকট আসলেন তাকে জিজ্ঞেসা করলেন, হে আবু হুরায়রা! তুমি কোথায় ছিলে? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে সাক্ষাতের সময় আমি অপবিত্র ছিলাম, গোসল করার পূর্বে আপনার সাথে সাক্ষাত হওয়াটা উত্তম মনে করিনি। এ কথা শ্রবণ করে রাসূল করীম ﷺ বললেন : [সুবহানাল্লাহ] নিশ্চয় ঈমানদার অপবিত্র হয় না। (বুখারী, হাদীস নং ২৮৩)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : اَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ، فَرَفَعَ اِلَىَّ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, ওমর (রা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন : না, অত:পর আমি বললাম : [আল্লাহু আকবার]।

(বুখারী, হাদীস নং ৫১৯১)

১০. মেঘ ও বৃষ্টি দেখলে যা বলতে হয়

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَاٰى سَحَابًا مُقْبِلًا مِنْ اُفُقٍ مِنَ الْاٰفَاقِ تَرَكَ مَا هُوَ فِيْهِ وَاِنْ كَانَ فِى صَلَاتِهٖ حَتّٰى يَسْتَقْبِلَهُ فَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اُرْسِلَ بِهٖ فَاِنْ اَمْطَرَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً وَاِنْ كَشَفَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُمْطِرْ حَمِدَ اللّٰهَ عَلٰى ذٰلِكَ.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন আকাশে কোন মেঘখণ্ড দেখতেন তখন তাঁর কাজ ছেড়ে দিতেন। এমনকি যদি তিনি নফল সালাতে থাকতেন তাও ছেড়ে দিতেন। অত:পর কেবলামুখী হয়ে এ দু'আ পড়তেন। [আল্লাহুম্মা ইন্না না'ঊযু বিকা মিন শাররি মা উরসিলা বিহ্] অর্থ : হে আল্লাহ আমরা তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এ বৃষ্টিতে যে ক্ষতি প্রেরণ করা হয়েছে তার থেকে। আর যদি বৃষ্টি হত, তখন তিনি এ দু'আ দুই অথবা তিনবার পড়তেন। [আল্লাহুম্মা সাইয়িবান নাফি'আ] অর্থ : হে আল্লাহ! মুষলধারায় উপকারী বৃষ্টি নাযিল করুন। আর বৃষ্টি না হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতেন। (ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৮৮৯)

১১. প্রবল বাতাস প্রবাহের সময় যা বলবে

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا

وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ-

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন প্রবল বেগে হাওয়া প্রবাহিত হতো, তখন নবী করীম ﷺ এ দু'আ পড়তেন। [আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খইরাহা ওয়া খইরা মা ফীহা ওয়া খইরা মা উরসিলাত বিহ্, ওয়া আ'উযু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা ফীহা ওয়া শাররি মা উরসিলাত বিহ্] অর্থ : হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে তার (ঝড়ের) মঙ্গল কামনা করি এবং আমি তার ভেতরে বিদ্যমান মঙ্গলটুকু চাই, আর সেই কল্যাণ যা তার সাথে প্রেরিত হয়েছে। আর আমি তোমার আশ্রয় চাই তার ক্ষতি থেকে, তার ভেতরে বিদ্যমান ক্ষতি থেকে এবং যে ক্ষতি তার সাথে প্রেরিত হয়েছে তার ক্ষতি থেকে।

(মুসলিম, হাদীস সং ৮৯৯)

১২. নিজ খাদেমের জন্য যে দু'আ করবে

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ : قَالَتْ اُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خَادِمُكَ اَنَسٌ اُدْعُ اللّٰهَ لَهُ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا اَعْطَيْتَهُ-

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার সেবকের জন্য দু'আ করুন। অত:পর তিনি এ দু'আ করলেন : [আল্লাহুম্মা আকছির মালাহু ওয়া ওয়ালাদাহু, ওয়া বারিক লাহু ফীমা আ'ত্বইতাহু] অর্থ : হে আল্লাহ তুমি তার সম্পদের ও সন্তানের প্রাচুর্যতা দান করো এবং যা তাকে দিয়েছ তাতে বরকত দান করো।

(বুখারী, হাদীস নং : ৬৩৪৪)

১৩. কোন মুসলিম ব্যক্তির প্রশংসা করতে চাইলে যা বলবে

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ : اَحْسِبُ فُلَانًا وَاللّٰهُ حَسِيْبُهُ وَلَا اُزَكِّىْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا اَحْسِبُهُ اِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذٰلِكَ كَذَا وَكَذَا -

আবূ বাকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন : যদি কোন ব্যক্তির প্রশংসা করতেই হয়, তখন যেন সে এভাবে বলে : [আহসিবু ফুলানান ওয়াল্লাহু হাসীবুহু, ওয়া লা উজাক্কী 'আলাল্লাহি আহাদা, আহসিবুহু যাকা কাযা ওয়া কাযা] অর্থ : আমি অমুক প্রসঙ্গে এ ধারণা পোষণ করি। আল্লাহ্‌ই তার প্রসঙ্গে ভাল জানেন। আল্লাহর উপর কারো প্রসঙ্গে তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি না। তবে আমি তার প্রসঙ্গে (যদি জানা থাকে) এই এই ধারণা পোষণ করি। (বুখারী, হাদীস নং ২৬৬২)

১৪. প্রশংসিত ব্যক্তি যা বলবে

عَنْ عَدِيِّ بْنِ اَرْطَاةَ (رض) قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا زُكِّيَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ، وَاغْفِرْلِيْ مَا لَا يَعْلَمُوْنَ -

'আদী ইবনে আরতাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর সাহাবাদের মধ্য থেকে কেউ প্রশংসিত হলে, তিনি এ দু'আ পড়। [আল্লাহুম্মা লা তুয়াখিযনী বিমা ইয়াকূলূন, ওয়াগফির লী মা লা ইয়া'লামূন] অর্থ : হে আল্লাহ! যা বলা হচ্ছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও করো না, আমাকে মাফ করে দাও যা তারা জানে না। (আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ৭৮২)

১৫. কেউ সম্পদ ও সন্তান চাইলে এই দু'আ বলবে

কুরআনের বাণী–

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا - يُّرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا - وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا -

অত:পর আমি বলেছি : তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিপাত বর্ষণ করবেন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে বাগান প্রস্তুত করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন।

(সূরা–২৪ নূহ :আয়াত-১০-১২)

১০. শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার দু'আ ও জিকির

১. রোগের প্রকারভেদ ও তার সুচিকিৎসা : রোগ দুই প্রকার :

ক. কলবের রোগ,

খ. দেহের রোগ। কলব বা অন্তরের রোগ আবার দুই প্রকার :

১. সন্দেহজনিত রোগ : যেমন আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফেকদের প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন–

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ -

তাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তাদের রোগ আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে গুরুতর শাস্তি যেহেতু তারা মিথ্যা বলত।
(সূরা–২ বাকারা : আয়াত-১০]

২. প্রবৃত্তির রোগ : যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার ব্যক্তিবর্গের মাতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন–

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ -

কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না যাতে অন্তরে যার রোগ আছে, সে প্রলুব্ধ হয়। (সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৩২)

আর দৈহিক রোগ বিভিন্ন অসুখ ও সমস্যার কারণে হয়ে থাকে। আর অন্তরের চিকিৎসা শুধু রাসূলগণের মাধ্যমে জানা যায়। কলব বা অন্তরের সুস্থতা তার স্রষ্টা পালনকর্তাকে জানার মাধ্যমে, তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলী, তাঁর কাজ ও শরীয়ত জানার মাধ্যমে রয়েছে। রোগ নিরাময় রয়েছে তাঁর সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দেয়া ও তাঁর নিষেধ ও অসন্তুষ্টি থেকে দূরে থাকার মাঝে।

২. পালনকর্তার চিকিৎসা দুভাবে

প্রথম প্রকার : যা প্রতিটি জীবের মাঝে আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণভাবে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এগুলোর জন্য কোন ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয় না। যেমন ক্ষুধার জন্য খাবার গ্রহণ, পিপাসায় পানি পান করা আর ক্লান্তিতে বিশ্রাম নেয়া। দ্বিতীয় প্রকার হলো : যা চিন্তা ও গবেষণা করতে হয়। এ চিকিৎসা আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত শিক্ষা অথবা সাধারণ ঔষধ দ্বারা বা দুটোর দ্বারাই নিরাময় হয়ে থাকে।

৩. অন্তরের রোগ

অন্তরের সুস্থতা ও সাধারণ অবস্থা থেকে পরিবর্তন হওয়া হলো অন্তরের রোগ। আর অন্তরের সুস্থতা সত্যকে জানা, তা পছন্দ করা ও মিথ্যার উপরে সত্যকে অগ্রাধিকার দেয়া। আর অন্তরের অসুস্থতা হলো : সন্দেহ করা অথবা তার উপর মিথ্যাকে অগ্রাধিকার দেয়া। মুনাফিকদের ব্যধি হলো সন্দেহ ও সংশয়ের রোগ আর পাপিষ্ঠদের রোগ হলো : প্রবৃত্তির গোলামী। এ ছাড়া অন্তরের আরো অনেক ব্যধি রয়েছে। যেমন : লোক দেখানো ইবাদত, অহঙ্কার করা, নিজেকে বড় মনে করা, হিংসা করা, আত্মাহমিকা এবং জমিনে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের লিপ্সা। আর এসব রোগ সন্দেহ ও প্রবৃত্তের গোলামীর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। আমরা আল্লাহর নিকট সুস্থতা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

৪. মানবরূপী ও জ্বীন শয়তানের ক্ষতিকে প্রতিহত করা

১. আল্লাহ্ তা'আলা মানব শত্রুর সাথে উত্তম ব্যবহার, তার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে করে তার থেকে শত্রু ভাবটা দূর হয়ে বন্ধুত্ব ও সুন্দর চরিত্রসমূহের ভাবটা ফুটে উঠে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ - وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ج وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ -

ভাল এবং মন্দ কখনো বরাবর হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে, তোমার সাথে যার দুশমনী রয়েছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ গুণের অধিকারী হয় শুধু তারাই যারা ধৈর্যশীল, এ গুণের অধিকারী হয় শুধু তারাই যারা মহাভাগ্যবান। (সূরা–৪১ হা-মীম আস্-সাজদা : আয়াত ৩৪-৩৫)

২. আল্লাহ্ তা'আলা শয়তান দুশমন থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তার সাথে উত্তম ব্যবহার ও তাকে দয়া করলে কোন কাজে আসবে না। বরং বনী আদমকে গোমরাহ্ করা ও তার সাথে শত্রুতামী করাই তার বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা–৪১ হা-মীম আস্ সাজদা : ৩৬)

ফেরেশতা ও শয়তান আদম সন্তানের অন্তরে দিবা-রাত্রি চব্বিশ ঘন্টা লেগেই থাকে। এমন অনেক মানুষ আছে যাদের দিনের চেয়ে রাত্রিই দীর্ঘ, আবার অনেক আছে যাদের রাতের চেয়ে দিন দীর্ঘ। আবার অনেক আছে যাদের দিন-রাত সব সময়টাই দীর্ঘ। আবার অনেকেই আছে যাদের সম্পূর্ণ সময় দিন, বা তাদের মধ্যে কারো সম্পূর্ণ সময়টাই রাত্রি। আদম সন্তানের অন্তরে ফেরেশতার যেমন রয়েছে প্রভাব, তেমনি প্রভাব রয়েছে শয়তানেরও। আল্লাহর আদেশকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শয়তান দুই ধরনের ধোকা দিয়ে থাকে। হয়তো সে আদেশটির ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করবে, অথবা সেটাকে একেবারে গুরুত্বহীন করে দেবে।

৫. মানুষের সাথে শয়তানের শত্রুতা

আল্লাহ্ তা'আলা মানব ও জ্বীন জাতির জন্য তিনটি মৌলিক নে'আমতকে নির্দিষ্ট করেছেন। আর তা হলো : বিবেক, দ্বীন ও ভাল মন্দের মাঝে পার্থক্য করার স্বাধীনতা। আর ইবলীসই সর্বপ্রথম এ নে'আমত ব্যবহার করেছিল খারাপ পথে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশকে অবজ্ঞা করে। বরং সে অবাধ্যতায় অটুট থেকে শেষ বিচার দিবসে পর্যন্ত দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করেছিল। সে এ নে'আমতকে খারাপ পথে ব্যয় করে আদম সন্তানকে গোমরাহ্ করার জন্য। এ ছাড়া পাপ কাজকে সুন্দর করে তাদের সামনে পেশ করে তার দাস বানিয়ে জাহান্নামে পৌছানো হলো একমাত্র কাজ।

১. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ط إِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ -

নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; কাজেই তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে ডাকে শুধু এ জন্যে যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়।

(সূরা–৩৫ ফাতির : আয়াত-৬)

২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন–

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -

নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা–১২ ইউসুফ : আয়াত-৫)

عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِنَّ عَرْشَ اِبْلِيْسَ عَلَى الْبَحْرِ فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُوْنَ النَّاسَ فَاَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ اَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً -

৩. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : ইবলীসের সিংহাসন হলো সমুদ্রের উপর। অত:পর সে সেখান থেকে তার সৈন্য বাহিনীকে প্রেরণ করে মানুষের মাঝে ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য। তাদের মধ্যে সেই তার নিকট বড় যে অধিক পরিমাণে ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতে পারে। (মুসলিম, হাদীস নং ২৮১৩)

৬. শয়তানের দুশমনীর স্বরূপ

বিভিন্ন উপায়ে শয়তান মানবজাতির শত্রুতা করে থাকে। নিচে সেগুলো উপস্থাপন করা হলো : মানব জাতির জন্য নিকৃষ্ট ও পাপের কাজগুলোকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে দেখিয়ে পথ গোমরাহ্‌ করে তাদের থেকে সে কেটে পড়ে।

৭. শয়তানের শত্রুতার কিছু নিদর্শন

- মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দিয়ে এবং তাদেরকে প্ররোচনার মাধ্যমে গোমরাহ্‌ করা।
- আদম সন্তানকে পাপ ও হারাম কাজে লিপ্ত করা।
- প্রতিটি উত্তম কাজের পথে বসে মানুষকে বাধা দান ও তাদেরকে ভয়-প্রদর্শন করা।
- মানুষের মাঝে বিভেদ ও শত্রুতা সৃষ্টি করা।
- মানুষের অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষকে উৎসাহিত করা।
- তাদেরকে নানা ধরনের রোগ ব্যাধির মাধ্যমে কষ্ট দেয়া এবং তার সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর রাস্তা থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখা।
- তাদের কানে পেশাব করে দেয় যাতে করে সে সকাল পর্যন্ত ঘুম থেকে না উঠতে পারে এবং তাদের মাথায় গিরা দেয় যাতে করে জাগ্রত হতে না পারে। অত:পর যে ব্যক্তি শয়তানের কথা মতো চলবে, তার অনুসরণ করবে, সে তার দলভুক্ত হবে এবং শেষ বিচার দিবসে তাকে তার সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তা অনুসরণ

করবে ও শয়তানের অবাধ্য হবে, আল্লাহ্ তাকে শয়তান থেকে রক্ষা করবেন ও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ط اُولٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ط اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ -

শয়তান তাদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ থেকে। তারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা–৫৮ মুজদালাহ : আয়াত-১৯)

২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন–

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُوْرًا - وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ط وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا - اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ وَّكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا -

তিনি (আল্লাহ) বলেন : যাও তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তবে জাহান্নামই তোমাদের সকলের শাস্তি, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হয়ে যাও ও তাদেরকে অঙ্গীকার দাও শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই; কর্ম বিধায়ক হিসেবে তোমার পালনকর্তা যথেষ্ট। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৬৩-৬)

عَنْ سَبْرَةَ اَبِىْ فَاكِهٍ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ اٰدَمَ بِاَطْرُقِهٖ فَقَعَدَ لَهٗ بِطَرِيْقِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ : تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِيْنَكَ وَدِيْنَ اٰبَائِكَ وَاٰبَاءِ

اَبِيْكَ فَعَصَاهُ فَاَسْلَمَ. ثُمَّ قَعَدَ لَهٗ بِطَرِيْقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ : تُهَاجِرُ وَتَدَعُ اَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَاِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِى الطِّوَالِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ. ثُمَّ قَعَدَ لَهٗ بِطَرِيْقِ الْجِهَادِ فَقَالَ تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُنْكَحُ الْمَرْاَةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ -

৩. সাবরাহ ইবনে আবু ফাকেহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : শয়তান আদম সন্তানের প্রতিটি রাস্তায় বসে। সে ইসলামের রাস্তায় বসে বলে, তুমি নিজ বাপ-দাদার ধর্মকে ছেড়ে দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করছ? সে তার কথাকে কর্ণপাত না করে ইসলাম গ্রহণ করে। অত:পর সে হিজরতের রাস্তায় বসে তাকে বলতে থাকে তুমি যে জমিনের উপর ও আকাশের নিচে লালিত পালিত হয়েছ, তা ছেড়ে দিয়ে হিজরত করছ? বস্তুত মুহাজিরের দৃষ্টান্ত তো দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয় ঘোড়ার মত। কিন্তু সে তার কথাকে কোন কর্ণপাত না করে হিজরত করে।

অত:পর সে জিহাদের রাস্তায় বসে তাকে বলতে থাকে, তুমি নিজ জীবন ও সম্পদকে বাজি রেখে জিহাদে গমন করছ? সেখানে গিয়ে লড়াই করবে তারপর যদি তুমি মৃত্যুবরণ কর, তবে তোমার স্ত্রীকে অন্যজন বিবাহ করবে ও তোমার সম্পদকে আত্মীয়-স্বজনরা বণ্টন করে নিয়ে যাবে। সে তার কথাকে কর্ণপাত না করে জিহাদ করে। অত:পর রাসূলে করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি এমনটি করল, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

(আহমদ, হাদীস নং ১৬০৫৪)

৮. শয়তানের রাস্তাসমূহ

মানুষ চারটি রাস্তায় চলাফেরা করে : আর তা হলো : ডান, বাম, সামনে ও পেছনে। মানুষ এগুলোর যে দিকে চলুক না কেন, শয়তান সকল দিক থেকে তাকে পর্যবেক্ষণ করে। মানুষ যদি আল্লাহ তা'আলার অনুসরণ করে, তবে শয়তানকে তার বাধাদানকারী ও প্রতিবন্ধক হিসেবে পাবে না। আর যে ব্যক্তি

আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হবে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করবে, সে শয়তানকে তার খাদেম তার সাহায্যকারী ও তার কর্মকে সুশোভিতকারী হিসেবে পাবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِى لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ - ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ط وَلَاتَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ -

সে (ইবলীস) বলল : আপনি যে আমাকে গোমরাহ করলেন, এ কারণে আমিও কসম করে বলছি : আমি তাদের (বিভ্রান্ত করার) জন্যে তোমার সরল পথে মানুষের জন্য অবশ্যই ওৎ পেতে থাকব। অত:পর আমি (গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে) তাদের সম্মুখ দিয়ে, পেছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে এবং বাম দিক দিয়ে তাদের নিকট আসব, আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞরূপে পাবেন না।

(সূরা আ'রাফ : ১৬-১৭)

৯. মানুষের মাঝে শয়তানের প্রবেশ রাস্তাসমূহ

যে সবপথ ধরে শয়তান মানুষের ভেতরে প্রবেশ করে তা হলো তিনটি : খাহেশ, রাগ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। খাহেশ হলো পাশবিকতা : যার মাধ্যমে মানুষ নিজের প্রতি অত্যাচারী হয়ে উঠে, যার ফলে সে লোভী ও কৃপণ হয়। রাগ হলো হিংস্রতা : এর ভয়াবহতা খাহেশের চেয়েও বিপদজনক। রাগের ফলে মানুষ নিজের ও অন্যের ওপর অত্যাচারী হয়ে উঠে, যার কারণে সে অহংকারী ও আত্মহমিক হয়ে উঠে। প্রবৃত্তির পুজারী হলো শয়তানী কাজ। আর তা হলো দৈহিক রাগের চেয়েও ভয়ানক। যার ফলে শিরক ও কুফরের মাধ্যমে তার জুলুম-অত্যাচার সৃষ্টিকর্তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে বসে। এর পরিণতি হলো : কুফরি ও বিদ'আত। খাহেশ বা পাশবিকতামূলক কর্ম-কাণ্ডের মাধ্যমেই বেশিরভাগ গুনাহ সংঘটিত হয়। আর এর মাধ্যমেই মানুষ অন্যান্য গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়।

১০. মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তানের পদক্ষেপসমূহ

অপকর্ম জগতের সমস্ত খারাপ অপকর্মের মূল কারণই হলো শয়তান। তবে শয়তানের অপকর্ম সাতটি স্তরে সীমাবদ্ধ। আর সে আদম সন্তানের সাথে লেগে থাকে তন্মধ্যে এক বা একাধিক স্তরে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত। প্রথম ও সবচেয়ে জঘন্য হলো : শিরক, কুফরী ও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে দুশমনে করা।

কিন্তু সে যদি এ থেকে নিরাশ হয় তবে সে দ্বিতীয়টির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আর তা হলো বিদ'আত। সে যদি দ্বিতীয়টিতে পতিত হওয়া থেকে নিরাশ হয়ে যায়, তবে সে তৃতীয়ত নানা ধরনের কবিরা গুনাহ্ করার দিকে ধাবিত করে। আর যদি সে কবিরা গুনাহ্ করাতে ব্যর্থ হয় তবে তাকে চতুর্থ রাস্তায় ধাবিত করে সগীরা বা ছোট গুনাহের দিকে।

অত:পর সে যদি তাতেও সফল না হয়, তবে তাকে সে ফরয, ওয়াজিব বা সওয়াবের আমল থেকে বিমুখ করে এমন কাজে লিপ্ত করাবে যাতে নেই কোন সওয়াব বা নেই কোন পাপ। এ হলো পঞ্চম স্তর। অত:পর এ কাজেও যদি সে সফল না হতে পারে, তবে সে ফরজ ছাড়িয়ে নফলের কাজে লিপ্ত করে দিবে। এ হলো ষষ্ঠ স্তর। অত:পর এতেও যদি সে সফলতায় না পৌছতে পারে, তবে সে মানবরূপী ও জ্বীনরূপী তার সাঙ্গপাঙ্গকে তার পেছনে লাগিয়ে দিবে, তারা তাকে নানা ধরনের কষ্ট দিয়ে তাকে ব্যস্ত রাখবে। আর ঈমানদাররা তার সাথে মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে। আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে দ্বীনের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন।

১১. মানুষ যার মাধ্যমে শয়তান থেকে নিরাপদে থাকতে পারে

কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত দু'আ ও জিকিরের মাধ্যমে মানুষ পাপীষ্ঠ শয়তান থেকে নিরাপদে থাকতে পারে। এ দুটিতে রয়েছে আরোগ্য, রহমত, হেদায়েত, ইহকালও পরকালে সকল ধরনের অকল্যাণ থেকে নিরাপদ থাকার সুব্যবস্থা।

১. নিরাপত্তা লাভের প্রথম পন্থা

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শয়তান থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে এ প্রসঙ্গে সাধারণভাবে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিশেষভাবে কুরআন তিলাওয়াতের সময়, রাগের সময়, মনে কুমন্ত্রণা জাগ্রত হওয়ার সময় ও খারাপ স্বপ্ন দেখার পর তাঁর নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ করেছেন।

১. আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। [সূরা ফুসসিলাত : আয়াত-৩৬]

২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন–

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ -

যখন তুমি কুরআন তিলাওয়াত করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তার (শয়তানের) কোন আধিপত্য নেই তাদের ওপর, যারা ঈমান আনে এবং তাদের পালনকর্তার ওপর নির্ভর করে।

(সূরা নাহল : আয়াত-৯৮-৯৯)

২. নিরাপত্তা লাভের দ্বিতীয় পন্থা

বিসমিল্লাহ পাঠ করা। কাজেই পানাহার, স্ত্রী সহবাস, বাড়িতে প্রবেশকালে ও সকল কাজে শয়তান থেকে রক্ষা পাওয়ার পন্থা হলো : বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهٗ فَذَكَرَ اللّٰهِ عِنْدَ دُخُوْلِهٖ وَعِنْدَ طَعَامِهٖ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَاِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُولِهٖ قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَاِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِهٖ قَالَ اَدْرَكْتُمْ اَلْمَبِيْتَ -

১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছেন : যখন কোন ব্যক্তি গৃহে প্রবেশের সময় ও খাবার খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম উল্লেখ করে তখন শয়তান অন্য শয়তানের উদ্দেশ্যে বলে, এ গৃহে তোমাদের অবস্থান ও খাবারের কোন অবকাশ নেই। আর যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর নাম উল্লেখ না করেই গৃহে প্রবেশ করে ও খাবার গ্রহণ করে তখন শয়তান অন্য শয়তানের উদ্দেশ্যে বলে, তোমরা অবস্থান ও খাবার পেয়ে গেলে।

(মুসলিম, হাদীস নং ২০১৮)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَاْتِىَ اَهْلَهٗ قَالَ : بِاسْمِ اللّٰهِ

اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَانَّهُ اِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِى ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا -

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : "তোমাদের মধ্যে যখন কেউ স্ত্রী সহবাস করবে, তখন যেন সে এ দু'আ পড়ে : [বিসমিল্লাহ, আল্লাহুম্মা জাননি বিনাশ শাইত্ব না ওয়া জাননিবিশ শাইত্ব না মা রজাক্কতানা]

অর্থ : আল্লাহর নামে (আমরা মিলন করছি) হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নিকট থেকে শয়তানকে দূরে রাখ। আর আমাদেরকে তুমি (এ মিলনের ফলে) যে সন্তান দান করবে তা থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ। কেননা এ সহবাসে যদি তাদের সন্তান জন্মলাভ করে তবে শয়তান তাতে কোন ধরনের বিনাশ করতে পারবে না। (বুখারী, হাদীস নং ৭৩৯৬)

৩. নিরাপত্তা লাভের তৃতীয় পন্থা

নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে ও প্রত্যেক সালাতের পরে ও অসুস্থের সময় এবং এ জাতীয় পরিস্থিতিতে যেমন পূর্বে উল্লেখ হয়েছে সূরা ফালাক ও নাস পড়া।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ بَيْنَا اَنَا اَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْاَبْوَاءِ اِذْ غَشِيَتْنَا رِيْحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِىْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُوْلُ : يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا . قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَؤُمُّنَا بِهِمَا فِى الصَّلَاةِ -

'উকবাহ ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জুহফাহ ও আবওয়া এর মাঝে রাসূলে করীম ﷺ-এর সাথে চলছিলাম, এমন সময় প্রচণ্ড বাতাস ও অন্ধকার আমাদেরকে ঘিরে ফেলল, তখন রাসূলে করীম ﷺ সূরা নাস ও সূরা ফালাক তিলাওয়াত করতে ছিলেন এবং বলছিলেন : হে 'উকবাহ! তুমি এ সূরা দুটির মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা আশ্রয়

চাওয়ার জন্য এ দুটি সূরার ন্যায় আর কোন কিছু নেই। তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ-কে আমাদের সালাতে ইমামতি করার সময় এ সূরা দুটি তিলাওয়াত করতে শুনেছি। (আহমদ, হাদীস নং ১৭৪৮৩)

৪. নিরাপত্তা লাভের চতুর্থ পন্থা

আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করা–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ : وَكَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَاَتَانِىْ اٰتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ اِذَا اٰوَيْتَ اِلٰى حَتّٰى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ -

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ আমাকে রামযান মাসে যাকাত প্রহরী নিযুক্ত করেন, পাহারা দেয়ার সময় এক ব্যক্তি এসে হাত দ্বারা খাবার নেয়া আরম্ভ করে, আমি তাকে ধরে বললাম : আমি তোমাকে নবী করীম ﷺ-এর নিকটে নিয়ে যাব, তার পূর্ণ ঘটনার শুনার পর অত:পর সে বলে : তুমি যখন নিদ্রা যাওয়ার জন্য বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করবে, তবে সারারাত আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন প্রহরী থাকবে, সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না। নবী করীম ﷺ এ ঘটনার বর্ণনা শ্রবণ করার পর তিনি বলেন : সে সত্যই বলেছে, তবে সে মিথ্যাবাদী, সে ছিল শয়তান। (বুখারী, হাদীসং নং ৫০১০)

৫. নিরাপত্তা লাভের পঞ্চম পন্থা

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত করা :

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ قَرَاَ بِالْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ -

আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলে : যে ব্যক্তি আলোচ্য আয়াত দুটি (সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত) তিলাওয়াত করবে, সে রাতে তার জন্য তা-ই হবে যথেষ্ট।

(মুসলিম, হাদীস নং ৮০৮)

৬. নিরাপত্তা লাভের ষষ্ঠ পন্থা

সূরা বাকারা পাঠ করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الَّذِىْ تُقْرَاُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ -

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না, নিশ্চয় যে ঘরে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা হয় সে ঘর থেকে শয়তান চলে যায়।

(মুসলিম, হাদীস নং ৭৮০)

৭. নিরাপত্তা লাভের সপ্তম পন্থা

আল্লাহর জিকির, কুরআন তিলাওয়াত, সুবাহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ অধিক পরিমাণ তিলাওয়াত করা–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَالَ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهٗ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهٗ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهٗ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهٗ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِىَ وَلَمْ يَاْتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهٖ اِلَّا اَحَدٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ -

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি এ দু'আটি : [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুলহামদ্, ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর]

একশত বার পড়বে, সে দশজন দাস আযাদ করার সওয়াবের অধিকারী হবে, তার আমলনামায় একশত নেকী লেখা হবে ও একশত পাপ ক্ষমা করা হবে এবং সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান হতে নিরাপদে থাকবে আর তার চেয়ে এত অধিক সওয়াবের অধিকারী কেউ হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে পড়বে সে ব্যতীত। দু'আটির অর্থ : আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই একচ্ছত্র মালিকানা, তাঁর যাবতীয় প্রশংসা, তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (বুখারী, হাদীস নং ৬৪০৩)

৮. নিরাপত্তা লাভের অষ্টম পন্থা

ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهٖ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ قَالَ يُقَالُ حِيْنَئِذٍ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ فَتَتَنَحّٰى لَهُ الشَّيَاطِيْنُ فَيَقُوْلُ لَهُ شَيْطَانٌ اٰخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ .

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী করীম ﷺ যখন ঘর থেকে বের হতেন তখন এ দু'আ পড়তেন : [বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহ্, লা হাওলা ওয়া লা কুও য়াতা ইল্লা বিল্লাহ্] অর্থ : আল্লাহর নামে বের হচ্ছি, তাঁর ওপর ভরসা করছি। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত কোন উত্তম কাজ করার এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার শক্তি বা ক্ষমতা আমাদের নেই। তিনি ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দোয় পড়বে, তখন তাকে বলা হবে, তুমি হেদায়েত পেয়েছ, তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে, তুমি নিরাপত্তা পেয়েছ এবং শয়তানকে তোমার নিকট থেকে দূরে রাখা হয়েছে। তারপর এক শয়তান অন্য শয়তানকে বলে, তুমি তার সাথে কীভাবে পারবে? যে সুপথ প্রদর্শিত, যার জন্য যথেষ্ট করা হয়েছে ও নিরাপত্তা পেয়েছে।

(তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪২৬)

৯. নিরাপত্তা লাভের নবম পন্থা
কোন স্থানে নামার সময় দু'আ পাঠ করা

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ السُّلَمِيَّةِ (رض) اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِذَا نَزَلَ اَحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ فَاِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْهُ -

খাওলা বিনতে হাকীম সুলামিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি কোন স্থানে নামার সময় এ দু'আ পাঠ পড়বে। [আ'উযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন শাররি মা খলাক] সে স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত কোন কিছুতে তাকে ক্ষতি করতে পারবে না।

অর্থ : আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর উসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসলিম, হাদীস নং ২৭০৮)

১০. নিরাপত্তা লাভের দশম পন্থা
হাই উঠলে মুখে হাত রেখে তা প্রতিরোধ করা–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ ِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا تَثَاوَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهٖ عَلٰى فِيْهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ -

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যদি তোমাদের কারো হাই আসে, সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। কেননা সে সময় শয়তান মুখের মধ্যে প্রবেশ করে।

(মুসলিম, হাদীস নং ২৯৯৬)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ -

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : হাই শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, যখন তোমাদের কারো হাই আসে, সে যতদূর সম্ভব তা যেন প্রতিরোধ করে। (বুখারী, হাদীস নং ৩২৮৯)

১১. নিরাপত্তা লাভের একাদশ পন্থা

আজান দেয়া–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلَاةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعَ التَّاْذِيْنَ فَاِذَا قَضَى النِّدَاءَ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قَضَى التَّثْوِيْبَ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূলে করীম ﷺ এরশাদ করেছেন : যখন সালাতের জন্য আজান দেয়া হয়, তখন শয়তান বাতকলম (পায়খানার রাস্তায় দিয়ে বাতাস বের হওয়াকে বলে) মারতে মারতে এত দূর পলায়ন করতে থাকে, যাতে করে সে আজান না শ্রবণ করে। আজান শেষ হলে পুনরায় ফিরে আসে। আবার যখন একামত হয়, তখন যে পলায়ন করে। একামত শেষ হলে আবার ফিরে আসে। তারপর এসে মানুষের মনের মাঝে জল্পনা-কল্পনা জাগ্রত করে বলে : তুমি এ কথা স্মরণ করো অমুক কথা স্মরণ করো। এভাবে স্মরণ করাতে করাতে মুসল্লি ভুলে যায়, সে কয় রাকা'আত সালাত আদায় করেছে। (মুসলিম, হাদীস নং ৩৮৯)

১২. নিরাপত্তা লাভের দ্বাদশ পন্থা

মসজিদে প্রবেশের দু'আ পড়া–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ : (اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ قَالَ اَقَطْ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ فَاِذَا قَالَ ذٰلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ : حُفِظَ مِنِّىْ سَائِرَ الْيَوْمِ -.

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মসজিদে প্রবেশের সময় এ দু'আ পাঠ করতেন : [আ'উযু বিল্লাহিল' 'আযীম, ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া সুলত্বনিহিল ক্বদীম মিনাশ শাইত্বনির রাজীম]

অর্থ : আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার সম্মানিত মুখমণ্ডল এবং শাশ্বত সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে। যখন কোন ব্যক্তি এ দু'আ পড়ে, তখন শয়তান বলে : এ ব্যক্তি আজ সারাদিন আমার নিকট থেকে নিরাপদে রইল। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬৬)

১৩. নিরাপত্তা লাভের ত্রয়োদশ পন্থা

মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ পড়া–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন নবী করীম ﷺ-এর ওপর দরুদ প্রেরণ করে এ দু'আ পড়ে। [আল্লাহুম্মাফতাহ লী আবওয়াবা রাহমাতিক]

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দাও। আর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় নবীর (রা) প্রতি দরুদ পাঠ করবে এবং যেন বলে [আল্লাহুম্মা'সিমনী মিনাশ শাইত্বনির রাজীম]

অর্থ : হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা কর। (ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং ৭৭৩)

১৪. নিরাপত্তা লাভের চতুর্দশ পন্থা

অযু করা ও সালাত আদায় করা : বিশেষ করে ক্রোধ ও প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়। ক্রোধ ও প্রবৃত্তি উত্তেজনার অগ্নিষ্ফুলিঙ্গ সবচেয়ে অজু করলেও সালাতে দাঁড়ালে দমন হয়ে থাকে।

১৫. নিরাপত্তা লাভের পঞ্চদশ পন্থা

আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করা ও কুদৃষ্টিপাত, অশ্লীল কথা, হারাম খাবার ভক্ষণ ও অবাধভাবে মেলামেশা থেকে বিরত থাকা।

১৬. নিরাপত্তা লাভের ষষ্টদশ পন্থা

ঘর-বাড়িকে ফটো, মূর্তি, কুকুর ও ঘণ্টা মুক্ত রাখা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ اَوْ تَصَاوِيْرُ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ঘরে কোন জীব জন্তুর মূর্তি ও ছবি থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। (মুসলিম, হাদীস নং ২১১২)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَاتَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ وَّلَا جَرَسٌ -

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে সফর সঙ্গীদের সাথে কুকুর ও ঘণ্টা থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা অবস্থান করেন না। (মুসলিম, হাদীস নং ২১১৩)

১৭. নিরাপত্তা লাভের সপ্তদশ পন্থা

শয়তান ও জ্বীনের আবাস : তাদের অঞ্চলে যাওয়া থেকে বিরত থাকা। যেমন : বিরাণ ঘরবাড়ি ও অপবিত্র স্থানসমূহ যেমন : নেশার আড্ডা, ময়লাযুক্ত স্থান এবং জনশূন্য অঞ্চল যেমন : মরুভূমি ও দূরতম সাগরের তীর ও উট বাধার স্থান ইত্যাদি।

১১. যাদু ও জ্বীনের চিকিৎসা

* **যাদু :** এমন সূক্ষ্ম কাজ ও তন্ত্র-মন্ত্র যা দেহ ও অন্তরে কুপ্রভাব বিস্তার করে।

* যাদুতে রয়েছে কেবল অকল্যাণ ও অত্যাচার। এ ছাড়া রয়েছে মানুষের পরস্পরের অধিকার তথা আর্থিক ও মানসিক ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন ও শত্রুতা।

* মানুষের উপর জ্বীন আসর হওয়াকে আরবিতে 'মাস' বলে।

১. জ্বীনের সাথে মানুষের অবস্থাসমূহ

জ্বীন হলো : বিবেক সম্পন্ন জীবন্ত প্রাণী, শরীয়তের আদেশ ও নিষেধ পালনে আদিষ্ট। অতএব, তাদের জন্য রয়েছে নেকি ও পাপ।

১. মানুষের মাঝে এমন লোক রয়েছে যারা মানুষ ও জ্বীন উভয়কেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দাওয়াতের বাণী শুনিয়ে থাকে। তাদেরকে উত্তম কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। এরা হলো আল্লাহর পরম বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত।

২. যারা জ্বীনদের কাজে ব্যবহার করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিষেধকৃত কাজের মাধ্যমে। যেমন : শিরক, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা, কারো প্রতি জুলুম করা। যেমন : কারো রোগ হওয়ার কারণ হওয়া অথবা অশ্লীল কাজে জড়িয়ে দেয়া। এগুলোর অর্থ হলো : সে অন্যায় কাজে জ্বীনের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করে।

৩. যে ব্যক্তি তাদেরকে ব্যবহার করে কেরামত ও অলৌকিক জিনিস প্রদর্শনের জন্য। আর এটা হলো ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা।

৪. যে ব্যক্তি জ্বীনকে বৈধ কাজে ব্যবহার করে যেমন : এটি জায়েয কাজে মানুষকে ব্যবহার করার মতই জায়েয। যেমন দালান নির্মাণের কাজে ও মালামাল আনা নেয়া ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা।

২. যে কারণে জ্বীনের আসর হয়ে থাকে

জ্বীন মানুষকে সরাসরি আসর করে থাকে খায়েশ, প্রবৃত্তিবশত ও ভালবাসার বশিভূত হয়ে। যেমনভাবে মানুষের ভেতর উদয় হয়ে থাকে। এসব কখনো হিংসা আবার কোন ব্যক্তি তাদেরকে কষ্ট দিলে বা অত্যাচার করলে তার প্রতিশোধ হিসেবে হতে পারে। যেমন কেউ তাদের কাউকে হত্যা করল বা তাদের উপর গরম পানি ফেলে দিল অথবা কারো উপর পেশাব করে দিল। আবার অনেক সময় কোন কারণ ব্যতীত জ্বীনের পক্ষ থেকে অনর্থক ক্ষতিসাধন করে থাকে। যেমন অনেক বখাটে মানুষের মাধ্যমে অনর্থক কর্ম হয়ে থাকে।

৩. দুভাবে জ্বীনের আসর ও জাদুর চিকিৎসা করা যায়

প্রথমত : যেখানে যাদুর বস্তু পুতে রাখা হয়েছে, সে স্থান সনাক্ত করে তা বের করে নষ্ট করে দেয়া। এর দ্বারা আল্লাহর আদেশে যাদু বিনষ্ট হয়ে যাবে। এটা সবচেয়ে ভাল উপায়। যাদুর স্থান নির্ণয়ের পন্থা স্বপ্নের মাধ্যমে, যাদুকৃত স্থান খুঁজতে খুঁজতে হয়তো আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখাবেন। এ ছাড়া যাকে যাদু করা হয়েছে তার উপর ঝাড়ফুঁক করে জ্বীন হাজির করে তার নিকট থেকে তথ্য নিয়ে যাদুর স্থান বের করা যেতে পারে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ حَتّٰى كَانَ يَرَى اَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيْهِنَّ قَالَ سُفْيَانُ وَهٰذَا اَشَدُّ مَا يَكُوْنُ مِنَ السِّحْرِ اِذَا كَانَ كَذَا فَقَالَ : يَا عَائِشَةَ اَعَلِمْتِ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَفْتَانِيْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتَهُ فِيْهِ؟ اَتَانِيْ رَجُلَانِ فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ الَّذِيْ عِنْدَ رَأْسِيْ لِلْاٰخِرِ مَا بَالُ الرَّجُلِ؟

قَالَ : مَطْبُوْبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ : لَبِيْدُ بْنُ اَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ زُرَيْقٍ حَلِيْفٌ لِيَهُوْدَ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ وَفِيْمَ؟ قَالَ : فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ قَالَ وَاَيْنَ؟ قَالَ : فِيْ جُفٍّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ تَحْتَ رَاعُوْفَةٍ فِيْ بِئْرِ ذَرْوَانَ قَالَتْ : فَاَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِئْرَ حَتّٰى اسْتَخْرَجَهُ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে যাদু করা হয়েছিল, যার কারণে তিনি স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করেছেন এমন ধারণা হতো, আসলে তিনি করেননি। সুফিয়ান বলেন : যাদুর ভেতর এ অবস্থাটা সবচেয়ে ভয়ানক। তিনি ﷺ বললেন : হে আয়শা! আমি যে বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার নিকট জানার আবেদন করেছিলাম, আল্লাহ তা'আলা তা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। 'আমার নিকট দুই ব্যক্তি এসে একজন আমার শিয়রে, অন্যজন আমার পায়ের

নিকটে বসে। শিয়রের ব্যক্তি অপরজনকে বলে, এ লোকটির কি হয়েছে? সে বলল : তাকে তো যাদু করা হয়েছে। সে বলল : কে তাকে যাদু করেছে? জবাবে বলল : ইহুদিদের দোসর জুরাইক বংশের মুনাফিক ব্যক্তি যার নাম : লাবীদ ইবনে আ'সাম। সে বলল : কিসের দ্বারা যাদু করেছে? জবাবে বলল : চিরুনি ও চিরুনিতে যে চুল লেগেছিল তা দ্বারা। সে বলল : তা কোথায়? সে বলে : খেজুরের পুরানো কাঁদিতে জারওয়ান কূপের মুখে স্থাপিত পাথরের নিচে। আয়েশা (রা) বলেন : রাসূল করীম ﷺ কূপে গিয়ে তা বের করলেন .....।

(মুসলিম, হাদীস নং ২১৮৯)

দ্বিতীয়ত : যদি জাদু পুঁতে রাখার স্থান না জানা যায়, তবে দুই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হবে

১. শরীয়তসম্মত ঝাড় ফুঁকের মাধ্যমে : যাতে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকবে–

ক. যেন কুরআনের আয়াত থেকে হয়। কুরআনই হলো দৈহিক ও মানসিক সকল রোগের উত্তম চিকিৎসা।

খ. নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত দু'আর মাধ্যমে। এটি আরবি ভাষায় হোক বা অন্য ভাষায় যার অর্থ বোধগম্য।

গ. এ বিশ্বাস করতে হবে যে, এসব ঝাড়-ফুঁকের নিজস্ব কোন শক্তি নেই বরং এর প্রভাব আল্লাহর ইচ্ছায় হবে।

২. শরীয়তসম্মত ঔষধের মাধ্যমে যেমন : মধু, আজ্‌য়া খেজুর, কালোজিরা ও শিঙ্গা লাগানো ইত্যাদি।

١. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلشِّفَاءُ فِىْ ثَلَاثَةٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةِ نَارٍ وَاَنْهٰى عَنِ الْكَيِّ –

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : তিনটি বস্তুর মাঝে আরোগ্য রয়েছে : শিঙ্গা লাগানোতে, মধু পানে অথবা লোহা গরম করে ছেক দেয়াতে। তবে আমি আমার উম্মতকে ছেক দেয়া থেকে নিষেধ করছি। (বুখারী, হাদীস নং ৫৬৮১)

٢. عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضـ) يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَالِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَّلَاسِحْرٌ –

২. সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি সকাল বেলা সাতটি আজয়া প্রজাতের খেজুর খাবে, তাকে যাদু ও বিষে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (মুসলিম, হাদীস নং ২০৪৭)

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : مَنْ اَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حِيْنَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتّٰى يُمْسِىَ -

সহীহ মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে : যে ব্যক্তি সকাল বেলা মদীনার সাতটি খেজুর ভক্ষণ করবে, বিষ তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন ধরনের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِنَّ فِى الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ اِلَّا السَّامَ -

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন :"কালোজিরাতে মৃত্যু ছাড়া প্রতিটি রোগের আরোগ্য হওয়ার উপাদান রয়েছে। (বুখারী, হাদীস নং ৫৬৮৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَاِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ -

৪. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি (চাঁদের মাসের) সতের তারিখে অথবা উনিশ তারিখে অথবা একুশ তারিখে শিঙ্গা লাগাবে, তার জন্য এটি সকল রোগের চিকিৎসা হবে। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৮৬১)

ঝাড়-ফুঁককারী অযু করার পর কুরআন কারীম থেকে বিশুদ্ধভাবে আয়াত তিলাওয়াত করে রোগীর সিনায় অথবা যে কোন অঙ্গে ঝাড়-ফুঁক দিবে। কুরআনের যেসব সূরা ও আয়াত দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য

হল : সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো, সূরা কাফিরূন, সূরা নাস, ফালাক এবং যাদু ও জ্বীন প্রসঙ্গে বর্ণিত আয়াতগুলো। তা থেকে কিছু নিচে পেশ করা হলো–

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ - فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ - وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ - قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ -

অর্থ : আমি মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর'। সহসা উহা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল; ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তারা যা করতেছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো। সেখানে তারা পরাভূত হলো ও লাঞ্ছিত হলো, এবং যাদুকরেরা সিজ্‌দাবনত হলো। তারা বলল, 'আমরা ঈমান আনলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি- 'যিনি মুসা ও হারূনের প্রতিপালক। (সূরা–৭ আ'রাফ : আয়াত-১১৭-১২২)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ - فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى اَلْقُوْا مَا اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ - فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَاجِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ط اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ - وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ -

অর্থ : ফেরাউন বলল, 'তোমরা আমার কাছে সকল সুদক্ষ যাদুকরদের নিয়ে আস। যখন যাদু কররা তার নিকট আসল তখন ওদেরকে মূসা বলল, 'তোমাদের যা নিক্ষেপ করবার, নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন মূসা বলল, 'তোমরা যা এনেছে তা যাদু, নিশ্চয়ই আল্লাহ ওকে অসার করে দিবেন। আল্লাহ অবশ্যই অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না। অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

(সূরা–১০ ইউনুস : আয়াত-৭৯-৮২)

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّا اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى - قَالَ بَلْ اَلْقُوْا فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى - فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى - قُلْنَا لَاتَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى - وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ط اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ط وَلَايُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى -

অর্থ :ওরা বলল, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি। মূসা বলল, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। ওদের যাদু-প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হলো ওদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করতেছে; মূসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করলো। আমি বললাম, 'ভয় করোও না, তুমিই প্রবল। 'তোমার দক্ষিণ হস্তে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, ইচ্ছা ওরা যা করেছি তা গ্রাস করে ফেলবে। ওরা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কৌশল। যাদুকর যেথাই আসুক, সফল হবে না। (সূরা–২০ ত্ব-হা : আয়াত- ৬৫-৬৯)

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ج وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ج وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ط وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ط فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ط وَمَاهُمْ بِضَارِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ط وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَاشَرَوْابِهٖ اَنْفُسَهُمْ لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

অর্থ :এবং সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত তারা তা অনুসরণ করত। সুলায়মান কুফরী করে নাই, কিন্তু শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত- এবং যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা কাকেও শিক্ষা দিত না এ কথা না বলে যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ; কাজেই তুমি কুফরী করেও না। তারা উভয়ের কাছে থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তা শিক্ষা করত, অথচ আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত তারা কারও কোন ক্ষতি সাধন করতে পারত না। তারা যা শিক্ষা করতো তা তাদের ক্ষতি সাধন করত এবং কোন উপকারে আসত না; আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ উহা ক্রয় করে পরকালে তার কোন অংশ নেই। উহা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করেছে, যদি তারা জানত!। (সূরা–২ বাকারা : আয়াত-১০২)

وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا - فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا - فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا - اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ - رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ - اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ - وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ - لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ - دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ - اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ -

অর্থ : শপথ যারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। ও যারা কঠোর পরিচালক। এবং যারা যিক্‌র আবৃত্তিতে রত। নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ্ এক, । যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের অন্তবর্তী সকল কিছুর প্রভু এবং প্রভু সকল উদয়স্থলের। আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি। এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে। ফলে ওরা উর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং ওদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে। বিতাড়নের জন্য এবং ওদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। (সূরা–৩৭ সাফফাত : আয়াত-১-১০)

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ - قَالُوْا يٰقَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ - يٰقَوْمَنَا اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ - وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَاۤءُ ط اُولٰۤئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ -

অর্থ :স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জ্বীনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার (নবীর) নিকট উপস্থিত হলো, তারা একে অপরকে বলতে লাগলো চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলো তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে– তারা বলেছিল: হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মুসা (আ) এর পরে, এটা ওর পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর আহ্বানে দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। কেউ যদি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। তারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

(সূরা–৪৬ আহ্কাফ : আয়াত-২৯-৩২)

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ط لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ - فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ - يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ - فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ -

অর্থ : হে জ্বীন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমার যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তা পারবে না, শক্তি ব্যতিরেকে। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তোমাদের উভয়ের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও ধুম্রপুঞ্জ যখন তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কো অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?(সূরা-৫৫ আররহমান : আয়াত-৩৩-৩৬)

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ -

অর্থ :তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না? । (সূরা আল-মু'মিনুন :১১৫)

এরপর নবী করীম ﷺ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত দু'আগুলো পড়বে, যা নজর লাগার ঝাড়-ফুঁক অধ্যায়ে বর্ণিত হবে ইন শাাআল্লাহ।

১২. বদনজরের ঝাড়ফুঁক

১. নজর লাগা

হিংসুক ও বদনজরকারীর পক্ষ থেকে যার প্রতি হিংসা ও বদনজর করা হয় তার উপর বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ হয়। যা কখনো কার্যকর হয় কোন কোন সময় হয় না। যদি তার উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে উন্মুক্ত ও প্রতিরক্ষাহীনভাবে পেয়ে যায়, তবে তার প্রতিক্রিয়া হয়। পক্ষান্তরে তাকে যদি প্রতিরক্ষা অবস্থায় তার নিকট পৌছার কোন রাস্তা না পায়, তাহলে কোন ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে না।

* যে বদনজর মানুষের মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা হলো হিংসার কুফল। অথবা আল্লাহর জিকির ব্যতীত গাফেল অবস্থায় তীক্ষ্ণ কুদৃষ্টির সাথে জ্বীন শয়তান ঢুকে পরে ক্ষতি সাধন করে। এ ছাড়া মজা করে বা আশ্চর্যভাবে দু'আ ছাড়া কারো গুণ বর্ণনা করলেও নজর লাগতে পারে।

২. নজর লাগার পদ্ধতি

নজরকারী আল্লাহর নাম না নিয়ে ও বরকতের দু'আ ব্যতীত যখন কারো গুণ বর্ণনা করে তখন উপস্থিত শয়তানী আত্মাগুলো তা লুফে নিয়ে তার সাথে প্রবেশ করে। অত:পর আল্লাহর ইচ্ছায় এবং তার মধ্যে প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকলে তার কুপ্রভাব প্রতিফলিত হয়।

৩. যার প্রতি নজর লাগে তার দুটি অবস্থা

১. যার দ্বারা নজর লেগেছে যদি তাকে চেনা যায়, তাহলে তাকে গোসলের নির্দেশ দিতে হবে এবং তার উচিত হবে আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করে : গোসল করা। অত:পর সে পানি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির পেছন দিক থেকে তার শরীরে উপর একবার ঢেলে দিতে হবে। ইনশাআল্লাহ এটি দ্বারা সে সুস্থ হয়ে উঠবে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْئٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَاِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوْا -

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন : নজর লাগা সত্য, যদি ভাগ্যের শুরুতে কিছু **অগ্রগামী হত তাহলে নজর লাগায় হত। আর যখন তোমাদেরকে গোসল করতে বলা হবে তখন যেন গোসল কর। (মুসলিম, হাদীস নং ২১৮৮)**

৪. যেভাবে গোসল করবে

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﷺ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَسَارُوْا مَعَهُ نَحْوَ مَكَّةَ . فَلُبِطَ سَهْلٌ فَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لَكَ فِىْ سَهْلٍ وَاللّٰهِ مَا يَرْفَعُ رَاْسَهُ وَمَا يُفِيْقُ قَالَ هَلْ تَتَّهِمُوْنَ فِيْهِ مِنْ اَحَدٍ قَالُوْا نَظَرَ اِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ.

فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلاَمَ يَقْتُلُ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ هَلاَ اِذَا رَاَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكْتَ ثُمَّ قَالَ لَهُ : اِغْتَسِلْ لَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ

وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَهِ إِزَارِهِ فِيْ قَدَحٍ ثُمَّ صُبَّ ذٰلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلٰى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ يُكْفِيُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ فَفَعَلَ بِهِ ذٰلِكَ فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ـ

আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হানীফ থেকে বর্ণিত, তার পিতা তাকে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার রাস্তায় অতিক্রমের সময় তারা রাসূল করীম ﷺ-এর সাথে ছিল। লম্বা হাদীস - সাহলকে বদনজর লাগালে তাকে নবী করীম ﷺ-এর নিকট নেয়া হল। বলা হলো : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সাহল প্রসঙ্গে জানেন? আল্লাহর কসম, সে তার মাথা উঠাতে পারছে না এবং তার জ্ঞানও ফিরে আসছে না। তিনি বলেন : তোমরা কি কাউকে সন্দেহ করছ যে, যার দ্বারা বদনজর লেগেছে? তারা বলল : হ্যাঁ, তার দিকে আমের ইবনে রাবীয়াহ নজর দিয়েছিল।

নবী করীম ﷺ আমেরকে ডেকে তার ওপর রাগ করে বললেন : তোমাদের কেউ তার ভাইকে কেন হত্যা করেছ? যা দেখে তোমাকে আশ্চর্য করে তার জন্য বরকতের দু'আ করলে না কেন? তারপর তিনি তাকে বললেন : "তার জন্য তুমি গোসল কর। অত:পর সে তার চেহারা, কনুইদ্বয়, হস্তদ্বয়, হাঁটুদ্বয়, পাদ্বয়ের পার্শ্ব এবং লুঙ্গির দেহে লেগে থাকা অংশ একটি পাত্রে ধৌত করল। এরপর সে পানিগুলো সাহলের উপর ঢেলে দেয়া হল। এক ব্যক্তি সাহলের পেছন থেকে তার মাথা ও পিঠের উপর পানি ঢালবে। অত:পর সে পাত্রটি তার পেছন বরাবর মাটিতে উপুড় করে দিবে। এরূপ করার পর সাহল পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে সকলের সাথে যেতে লাগল। (আহমদ, হাদীস নং ১৬০৭৬)

২. কোন ব্যক্তি দ্বারা নজর লেগেছে যদি জানা না যায়, তাহলে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে রোগীকে আল কুরআনের আয়াত ও নবী করীম ﷺ থেকে প্রমাণিত দু'আ দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করতে হবে। এ ক্ষেত্রে রোগী ও চিকিৎসককে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরোগ্যদানকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। আর কুরআন হলো আরোগ্যের উপকরণ। অতএব, চিকিৎসক কুরআনের আয়াত ও নবী করীম ﷺ থেকে প্রমাণিত দু'আ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করবে। নিচে কতিপয় দু'আ বর্ণনা করা হলো :

* সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো, সূরা এখলাস, সূরা নাস, সূরা ফালাক। আর ইচ্ছা করলে নিচের আয়াতগুলোও তিলাওয়াত করতে পারে।

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِاهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

(সূরা–২ বাকারা : আয়াত-১৩৭)

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوْا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهُ لَمَجْنُوْنَ -

(সূরা–৬৮ কালাম : আয়াত-৫১)

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا -

(সূরা–৪ নিসা : আয়াত-৫৪)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَايَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّاخَسَارًا-

(সূরা–১৭ বনি ইসরাঈল : আয়াত-৮২)

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ءَاَعْجَمِىٌّ وَّعَرَبِىٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اُولٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ -

(সূরা–৪১ হা-মীম সেজদা : আয়াত-৪৪)

এ ছাড়া অন্যান্য আয়াতও তিলাওয়াত করতে পারে। এরপর রাসূল করীম ﷺ থেকে বর্ণিত দু'আগুলো পড়বে। যেমন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، اَذْهِبِ الْبَاسَ، اِشْفِهٖ وَاَنْتَ الشَّافِىْ لَاشِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا -

(বুখারী, হাদীস নং ৫৭৪৩)

بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ ـ (মুসলিম, হাদীস নং ২১৮৬)

بِاسْمِ اللّٰهِ يُبْرِيْكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيْكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِى عَيْنٍ ـ (মুসলিম, হাদীস নং ২১৮৫)

اِمْسَحِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا اَنْتَ ـ

(বুখারী, হাদীস নং ৫৭৪৪)

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ـ ১ . বুখারী, হাদীস নং ৩৩৭১)

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنَ وَاَنْ يَحْضُرُوْنِ ـ ১ . তিরমিযী হাদীস নং ৫৩২৮)

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ ـ

১ . মুসলিম, হাদীস নং ২৭০৯)

بِاسْمِ اللّٰهِ ثَلَاثًا وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَاضِعًا يَدَهٗ عَلَى مَكَانِ الْاَلَمِ ـ

১ . মুসলিম, হাদীস নং ২২০২)

ব্যথার স্থানে হাত রেখে তিনবার "বিসমিল্লাহ" ও দোয়াটি সাতবার পাঠ করবে।

اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَشْفِيَكَ ـ

১. আবু দাউদের হাদীস নং : ৩১০৬)

এ দু'আটি সাতবার পাঠ করবে।

১৩. দো'য়ার বিধি-বিধান

১. দো'য়ার প্রকারভেদ

দো'য়া ইবাদাত ও দো'য়া মাসয়ালাহ্। আর এ দুটির একটি অপরটির জন্য আবশ্যক।

২. দো'য়া ইবাদত : এটি হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত বস্তু হাছিলের জন্যে অথবা অপছন্দনীয় জিনিস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে কিংবা দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করা।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ - فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ط وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ-

এবং স্মরণ করুন মাছওয়ালার (যুন্নুন) কথা তিনি ক্রোধ ভরে বের হয়ে গিয়েছিল এবং ধারণা করেছিল আমি তাঁর জন্য শাস্তি নির্ধারণ করব না। অত:পর সে অন্ধকার থেকে ডেকেছিল, 'তুমি ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই, তুমি পবিত্র, মহান; আমি তো সীমালংঘনকারী।' তখন আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাঁকে উদ্ধার করেছিলাম। দুশ্চিন্তা থেকে এবং এ ভাবেই আমি ঈমানদারদেরকে উদ্ধার করে থাকি। (সূরা আল-আম্বিয়া : ৮৭-৮৮)

৩. দোয়া মাসয়ালাহ্ বা চাওয়া : এটি হচ্ছে এমন জিনিস চাওয়া, যা আবেদনকারীকে কল্যাণ লাভে অথবা দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ দূর করতে উপকার করে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি। কাজেই তুমি আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে আগুনের যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

(সূরা–৩ আলে-ইমরান : আয়াত-১৬)

৪. দোয়ার প্রভাব

সকল প্রার্থনা ও আশ্রয় চাওয়ার ক্রিয়া শক্তি হলো অস্ত্রের মতো, অস্ত্র যেমন তার আঘাত দ্বারা ধ্বংস করে শুধু তীব্র ধার দ্বারা নয়। সুতরাং যখন অস্ত্র পরিপূর্ণ থাকে, তাতে কোন ধরনের ত্রুটি থাকে না এবং বাহু দৃঢ় থাকে এবং প্রতিবন্ধকতাও থাকে না, এমতাবস্থায় শত্রুর দেহে আঘাত হানতে সক্ষম হয়। আর যদি উপরিউল্লিখিত তিনটি জিনিসের কোন একটির আসন্ন স্থিতি ঘটে তখন ফল আসতে দেরী হয়।

দোয়া ঈমানদারের অস্ত্র। এর দ্বারা পতিত ও আসন্ন বিপদ-আপদে সে উপকৃত হয় আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা হাছিল হয়। আল্লাহর নির্দেশনাবলীর ওপর অবিচল এবং তার দ্বীনকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা করা অনুযায়ী দোয়া কবুল হয় এবং উদ্দেশ্য লাভ হয়।

৫. দোয়া কবুল হওয়া

শর্ত সাপেক্ষে যদি দোয়া করা হয় তবে আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনাকারীকে হয়তো বা তাৎক্ষণিক ফল দেন বা তার ফল বিলম্বিত করেন যাতে বান্দা অধিক পরিমাণে কান্না-কাটি ও কাকুতি-মিনতি করে বা তাকে হয়ত এমন অন্য কিছু প্রদান করেন যা তার প্রার্থনার চেয়ে অধিক উপকারী বা তার দোয়ার মাধ্যমে তার থেকে বিপদ-আপদ দূর করে দেন। মূলত: বান্দার কিসে উপকার রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহই বেশি জানেন। অতএব আমরা তাড়াহুড়া না করে ধৈর্য ধারণ করব।

إِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ط قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا-

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর কাজ পূর্ণ করবেন, আল্লাহ সব কিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (সূরা–৬৫ তালাক : আয়াত-৩)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ ط أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ-

আর আমার বান্দারা যখন তোমার নিকট আমার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই রয়েছি। আহ্বানকারী যখন আমাকে ডাকে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। কাজেই আমার আদেশ পালন করা এবং আমার প্রতি নি:সংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য যাতে তারা সৎ পথে চলতে পারে।

(সূরা–২ বাকারা : আয়াত-১৮৬)

৬. দোয়া কবুল হওয়ার বাধা

দোয়া অপছন্দনীয় জিনিস দূর করতে এবং আশা পূরণের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী উপায়। কিন্তু কোন কোন সময় দোয়ার ফল প্রতিফলিত হয় না। এর কতিপয় কারণ নিচে প্রদত্ত হলো–

স্বয়ং দোয়ার মধ্যেই দুর্বলতা- এমন দোয়া, যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। যেমন : দোয়াতে বাড়াবাড়ি থাকা। আর দোয়া কুবল না হওয়ার পেছনে হয়ত এটাও কারণ থাকতে পারে যে, দোয়াকারীর অন্তরে দুর্বলতা রয়েছে। যেমন : দোয়া কবুল হবে এমন আশাবাদী নয় কিংবা দোয়া করার সময় আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠভাবে অন্তর অগ্রসর হয় না। আর না হয় দোয়া কবুল না হওয়ার পেছনে বাঁধা সৃষ্টিকারী হারাম পানাহার, অমনোযোগিতা, অসতর্কতা ও অন্তরের উপর জমাট বেঁধে থাকা গুনাহের স্তূপ রয়েছে। আবার দোয়া গৃহীত না হওয়ার এটাও একটি কারণ হতে পারে যে, তা কবুল করার জন্য তাড়াহুড়া করা হয় এবং দোয়া করা ছেড়ে দেয়া। সম্ভবত কোন কোন দোয়ার প্রতিদান ইহকালে দেয়া হয় না এজন্যে যে, দোয়াকারী যা চায় তার চেয়ে তাকে আখিরাতে প্রতিদান দেয়া হবে। আবার কোন কোন সময় যা চায় তা না দিয়ে তার পরিবর্তে তাকে অনেক বড় বিপদ থেকে রক্ষা করা হয়।

আবার কোন কোন সময় যা চায় তা দেয়া হলে তার পাপ কাজ অধিক হতে পারে এমতাবস্থায় তাকে আবেদনকৃত বস্তু না দেয়া শ্রেয়, তাই তার দোয়া গৃহীত হয় না। আবার কোন কোন সময় দোয়া গৃহীত হয় না এ কারণে যে, দোয়াকারী যা চায় তা যদি দেয়া হয় তাহলে সে প্রাপ্ত নে'আমত নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়বে যে তার পালনকর্তাকে ভুলে যাবে। সে তাঁর সমীপে আর প্রয়োজনের জন্য ডাকবে না এবং তার জীবনের অনেক ক্ষেত্রে সংঘটিত গুনাহ্ থেকে ক্ষমা ভিক্ষার জন্য তাঁর মানসিকতা কাজ করবে না।

৭. বিপদের সাথে দোয়ার অবস্থাসমূহ

দোয়া সবচেয়ে উপকারী প্রতিষেধক এবং তা বিপদ আপদে দুশমন থেকে দুশমনী প্রতিহত করে। আর যদি বিপদ এসেই যায়, তাহলে তাকে বিতাড়িত করে দেয় অথবা তার কুপ্রভাব ও ক্ষতি দূর করে দেয়।

৮. বিপদের সাথে দোয়ার তিনটি অবস্থা নিচে আলোচনা করা হলো

প্রথম : দোয়া বিপদের চেয়ে শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক, তাহলে বিপদকে দূর করতে সক্ষম হবে।

দ্বিতীয়ত : দোয়া আপদ-বিপদ থেকে দুর্বল হয়। সুতরাং বালা-মুসিবত তার ওপর প্রভুত্ব বজায় রাখে।

তৃতীয়ত : পরস্পরকে প্রতিরোধ করে এবং প্রত্যেকেই তার প্রতিপক্ষকে বাঁধা দেয়। প্রতিদ্বন্দীর ক্রিয়া শক্তিকে রোধ করে।

৯. দোয়ার ফযীলত

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ-

আর আমার বান্দারা যখন তোমার নিকট আমার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই রয়েছি। আহ্বানকারী যখন আমাকে ডাকে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। কাজেই আমার আদেশ পালন করা এবং আমার প্রতি নি:সংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য যাতে তারা সৎ পথে চলতে পারে। (সূরা–২ বাকারা : আয়াত-১৮৬)

২. আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ -

আর আমার বান্দারা যখন তোমার নিকট জিজ্ঞেস করে আমার প্রসঙ্গে-বস্তুত : আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে। কাজেই আমার আদেশ পালন করা এবং আমার প্রতি নি:সংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য যাতে তারা সৎ পথে আসতে পারে। (সূরা–২ বাকারা : আয়াত-১৮৬)

১০. দোয়ার আদব ও কবুল হওয়ার কারণসমূহ

১. আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে মনকে খালিস তথা একাগ্র একনিষ্ঠভাবে পেশ করা।

২. আল্লাহর হামদ বা প্রশংসা দ্বারা দোয়া আরম্ভ করা। অত:পর রাসূলের প্রতি দোয়াতে দরুদ পড়া এবং এর মাধ্যমেই শেষ করা।

৩. দোয়ায় (হুদুরুল ক্বালব) মন উপস্থিত রাখা বা একাগ্রতা আনা।

৪. দোয়ায় আওয়াজকে ছোট রাখা। অর্থাৎ উচ্চ আওয়াজে ও না আবার একেবারে চুপিসারেও না। বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি অবস্থানে থাকা।

৫. অপরাধ স্বীকার করা ও তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

৬. আল্লাহর নে'আমত স্বীকার করা ও এর জন্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করা।

৭. দোয়াকে তিনবার করে আবৃত্তি করা এবং দোয়াতে কাকুতি-মিনতি করা।

৮. দোয়া কবুলের জন্য তাড়াহুড়া না করে ধৈর্য অবলম্বন করা।

৯. দোয়ায় দৃঢ়তা প্রদর্শন করা এবং কবুল হওয়া প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ আস্থা অর্জন করা।

১০. দোয়াতে যেন পাপ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয় এমন কিছু থেকে বিরত থাকা।

১১. দোয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করা।

১২. পরিবার, সম্পদ, সন্তান ও নিজের ওপর কোনরূপ বদদোয়া না করা।

১৩. দোয়াকারীর খাবার, পানীয় ও পোশাক হালাল হওয়া।

১৪. যদি জুলুমের অভিযোগ থাকে তাহলে তা যথার্থভাবে মিটিয়ে ফেলা।

১৫. দোয়ায় বিনয়ী হওয়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতাসহ মনকে আল্লাহর ধ্যানে আত্মনিয়োগ করা।

১৬. দোয়ার পূর্বে পায়খানা-প্রস্রাব সেরে ওযু করে নেওয়া।

১৭. দোয়ার সময় দু'হাত জোড় করে, তালু আকাশের দিকে রেখে দু'কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করা এবং ইচ্ছা করলে হস্তদ্বয়ের পিঠ কেবলার দিকে রেখে চেহারা পর্যন্ত উত্তোলন করা।

১৮. দোয়ার সময় কেবলামুখী হওয়া।

১৯. সুখে ও দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা।

২০. হাদীসে বর্ণিত কবুল হওয়ার সম্ভাবনাময় দোয়াগুলো করা।

১১. কোন কোন ধরনের দোয়া জায়েয আর কোন ধরনের দোয়া জায়েয নয়

দোয়া বিভিন্ন ধরনের

১. এক ধরনের দোয়া বান্দা সে বিষয়ে নির্দেশিত হয়েছে। নির্দেশটি হয় অবশ্য পালনীয় অথবা সেটি পছন্দনীয়। যেমন : সালাত ও অন্যান্য বিষয়ে বর্ণিত দোয়াসমূহ, যা আল-কুরআন ও নবীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কারণ উক্ত দোয়াগুলো পড়লে আল্লাহ ভালোবাসেন এবং তাতে সন্তুষ্ট হন।

২. যেসব দোয়া পড়া থেকে বান্দাকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন : দোয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা। আল্লাহর নিকট এমন দোয়া করা, যা আল্লাহর বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে। যেমন : আল্লাহর নিকট এ বলে প্রার্থনা করা যে, আমাকে সর্ববিষয়ে জ্ঞানী করে দাও। অথবা সবকিছু করার সক্ষমতার প্রতি অশেষ ক্ষমতা দাও। কিংবা গায়েব-অজানাকে জানার অসীম ক্ষমতা দাও ইত্যাদি। আল্লাহর নিকট এ জাতীয় দোয়া অপছন্দনীয় এবং তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন না বরং তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

৩. বৈধ বা অনুমোদিত। যেমন : অতিরিক্ত চাওয়া, যা চাইলে কোন পাপ হয় না।

১২. যে সমস্ত উত্তম সময়, স্থান ও অবস্থায় দোয়া কবুল হয়

১. **দোয়া কবুলের উত্তম সময় :** শেষ রাত্রের (রাত্রের তৃতীয় ভাগের) মধ্যভাগ দোয়া কবুল হওয়ার উত্তম সময়।

ক. লাইলাতুল ক্বদর। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের পর।

খ. আজান ও এক্বামতের মাঝে। প্রত্যেক রাতের কিছু সময়। জুমু'আর দিবসের কিছু সময়।

গ. আসরের শেষ সময়।

ঘ. বৃষ্টি বর্ষণের সময়।

ঙ. আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দী হয়ে অগ্রসর হওয়ার সময়।

চ. পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের আজানের সময়।

ছ. ওযূ অবস্থায় ঘুমিয়ে অত:পর রাত্রে জাগ্রত হয়ে দোয়া করা।

জ. রমযান মাসে দোয়া করা ইত্যাদি।

২. **দোয়া কবুল হওয়ার উত্তম স্থানসমূহ :** কা'বা ঘরের ভেতর দোয়া করা, হিজর তথা হাতীম তার অন্তর্ভুক্ত। আরাফাতের দিন আরাফার ময়দানে দোয়া করা।

ক. সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের উপর দোয়া করা। (মুযদালিফায় অবস্থিত) মাশ'আরুল হারামে দোয়া করা।

খ. হজ্বকালে ছোট ও মধ্যম জামরায় পাথর নিক্ষেপের পর (হাত তুলে কেবলামুখী হয়ে) দোয়া করা।

গ. জমজমের পানি পান করার সময় দোয়া করা ইত্যাদি।

৩. **দোয়া কবুল হওয়ার উত্তম অবস্থাসমূহ :** এর মাধ্যমে দোয়া করার সময়। আল্লাহর প্রতি কলব ধাবিত হওয়া অবস্থায় দোয়া করা। ওযুর পর দোয়া করা। মুসাফির ব্যক্তির (সফর অবস্থায়) দোয়া। অসুস্থ ব্যক্তির দোয়া। জালিমের প্রতি মাজলুম- অত্যাচারিত ব্যক্তির বদদোয়া। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দোয়া অথবা বদদোয়া। ইফতারীর সময় রোযাদার ব্যক্তির দোয়া। নিরুপায় ব্যক্তির দোয়া। সালাতে সিজদারত অবস্থায় দোয়া। জিকির (কুরআন ও হাদীসের)-এর মাহফিলে মুসলিম ব্যক্তির দোয়া করা। মোরগ ডাকার সময় দোয়া করা। রাত্রিকালীন নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে [লা ইলাহা ইল্লাহ] বলে ইস্তিগফার তথা ক্ষমা চেয়ে দোয়া প্রার্থনা করা ইত্যাদি।

১৪. কুরআন ও হাদীসের কিছু দো'য়া

১. কুরআনুল কারীম থেকে কতিপয় দো'য়া

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমকে প্রতিটি জিনিসের বিবরণসহ হেদায়েত, রহমত ও চিকিৎসাস্বরূপ নাযিল করেছেন। এখানে কতিপয় দোয়া উল্লেখ করা হল যা আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্য থেকে বাছাই করে যা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উপযোগী হয় তার দ্বারা আল্লাহর নিকট দোয়া করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ -

১. সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই।

২. যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

৩. কর্মফল দিবসের মালিক।

৪. আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

৫. আমাদেকে সরল পথ প্রদর্শন কর।

৬. তাদের পথ, যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ। তাদের পথ নহে যারা ক্রোধ-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট। (সূরা ফাতিহা)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ج هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ - هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ - هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। ওরা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সকল উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সকলেই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সূরা হাশর :২৩-২৪)

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ -

পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং ওরা যাকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে। (সূরা ইয়াসীন : ৩৬)

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ -

ওরা যা আরোপ করে তা হতে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিকারী পবিত্র মহান। (সূরা যুখরাফ:৮২)

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ -

অতঃপর ওরা যদি মুখ ফিরে নেয় তবে তুমি বল, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ না। আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা'আরশের অধিপতি। (সূরা তাওবা:১২৯)

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ -

তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ; তুমি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমালংঘনকারী।
(সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৮৭)

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে মাফ না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (সূরা আ'রাফ : ২৩)

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তো তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং তোমারই নিকট ফিরে যাব। (সূরা মুমতাহিনা : ৪)

رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ -

হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি যা নাযিল করেছ সে বিষয়ের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমরা এ রাসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদেরকে অনুগতদের তালিকাভুক্ত করে নাও। [সূরা আলে ইমরান : ৫৩]

رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব, তুমি আমাদেরকে মাফ কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা মু'মিনুন : ১০৯)

رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব, তুমি আমাদেরকেও মান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। (সূরা মায়িদা : ৮৩)

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি। কাজেই তুমি আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। (সূরা আলে ইমরান : ১৬)

رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا ج اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। (সূরা আত-তাহরীম : আয়াত-৮)

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের সে সব ভাইকে মাফ করুন যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি তো দয়ালু পরম করুণাময়। (সূরা হাশর : আয়াত-১০)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ـ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ص وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ـ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উভয়কে তোমার অজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্বের বিধি-বিধান বলে দাও এবং আমাদের মাফ কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী দয়ালু। (সূরা বাকারা : আয়াত-১২৭-২২৮)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا-

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মুমতাহিনা : আয়াত-৫)

رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ - وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে যালিম সপ্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করিও না এবং আমাদেরকে তোমার দয়ায় কাফির সম্প্রদায় থেকে হেফাজত কর।

(সূরা ইউনুস : আয়াত-৮৫-৮৬)

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহ্ এবং আমাদের কার্যে সীমালংঘন তুমি আমাদেরকে মাফ কর। আর আমাদের মজবুত রাখ এবং কাফেরদের ওপর আমাদেরকে সাহায্য কর। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪৭)

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে রহমত দান কর এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ কর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।

(সূরা কাহাফ : আয়াত-১০)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে তাকওয়াবানদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর। (সূরা ফুরকান : আয়াত-৭৪)

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا - اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا-

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নিকট থেকে জাহান্নামের শাস্তি দূর কর, নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত ধ্বংস; বসবাস ও অবস্থান স্থল হিসেবে তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা ফুরকান : আয়াত-৬৫-৬৬

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

(সূরা বাকারা : আয়াত-২০১)

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ -

আমরা শ্রবণ করেছি এবং পালন করেছি। আমরা ক্ষমা চাই, হে আমাদের প্রতিপালক। আর প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট। (সূরা বাকারা : আয়াত-২৮৫)

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ـ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ـ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ـ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করো না। হে আমাদের রব! আমাদের ওপর এমন দায়িত্ব চাপিয়ে দিও না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর অর্পণ করেছ। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমাদের পাপরাশি ক্ষমা কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রতিপালক। অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। (সূরা বাকারা : আয়াত-২৮৬)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ -

হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ দেখানোর পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ প্রদান কর। নিশ্চয় তুমিই মহাদাতা। (সূরা আলে- ইমরান : আয়াত-৮)

رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ-

হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি সকল মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবে, এতে কিঞ্চিত পরিমাণও সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গকারী নন।
(সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-৯)

رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ۔ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ - رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ - رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ -

হে আমাদের রব! এ সব তুমি বেহুদা সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্রতম। অতএব, তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় তুমি যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাও মূলত: তাকে লাঞ্ছিত কর এবং অত্যাচারিতের জন্যে কেউই সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে, তোমরা স্বীয় পালনকর্তা প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাতেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! অতএব, আমাদের পাপরাশি ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কাজগুলো দূর করে দাও এবং পুণ্যবানদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু দান কর। হে

আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দেবার অঙ্গীকার করেছ তা আমাদেরকে দাও এবং শেষ বিচার দিবসে আমাদেরকে অপমানিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।"

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৯১-১৯৪)

رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ -

"হে আমাদের পালনকর্তা! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদারদেরকে ক্ষমা কর। (সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৪১)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ -

তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই; তুমি পবিত্র, আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৮৭)

رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰـهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ -

হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে সামর্থ্য দান কর যাতে আমি তোমার প্রতি শুকরিয়া আদায় করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য এবং যাতে আমি নেক আমল করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা আন-নামাল : আয়াত-১৯)

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ -

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত পতিষ্ঠাকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দোয়া কবুল করুন।

(সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৪০)

رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰـهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দান কর, যাতে আমি তোমার প্রতি শুকরিয়া আদায় করতে পারি। আমার প্রতি আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্যে এবং যাতে আমি নেক আমল করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর। আমার জন্য আমার সন্তান সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর; আমি তোমারই দিকে ফিরে আসলাম এবং আমি আত্মসমপর্ণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

(সূরা আহকাফ : আয়াত-১৫)

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ -

হে আমার পালনকর্তা! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি। অতএব, আমাকে মাফ করো। (সূরা আল-কাসাস : ১৬)

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ - وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ - وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ - يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ -

হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কর্ম সহজ করে দিন, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা ত্বহা : আয়াত-২৫-২৮)

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ وَاِلَّا تَغْفِرْلِىْ وَتَرْحَمْنِىْ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ -

হে আমার প্রতিপালকা! আমি তোমার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই। আর যদি তুমি আমাকে মাফ না কর এবং আমার প্রতি দয়া না কর তাহলে আমি সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হব।

(সূরা হুদ : আয়াত-৪৭)

رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ - وَاجْعَلْ لِّىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ - وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ -

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর এবং আমাকে সুখ শান্তি নয় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা আশ-শু'আরা : আয়াত-৮৩-৮৫)

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط وَلَاتَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا -

হে আমার পালনকর্তা! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা ঈমানদার হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে আর জালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।

(সূরা নূহ : আয়াত-২৮)

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ج اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ -

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আপনার পথ থেকে পবিত্র সন্তান দান কর, নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-৩৮)

رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ -

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একা (সন্তানহীন) রেখো না এবং তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৮৯)

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ -

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে নেক সন্তান দান কর। (সূরা আস-সাফফাত : ১০০)

وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ -

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর, দয়ালুদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা আল মুমিনুন : ১১৮)

رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ - وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ-

হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনাকারী শয়তানের প্ররোচনা থেকে। হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমার নিকট ওদের (শয়তানদের) উপস্থিতি থেকে। (সূরা আল-মু'মিনুন : আয়াত-৯৭-৯৮)

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا -

হে আমার পালনকর্তা! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও। (সূরা ত্বোহা : আয়াত-১১৪)

رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا-

হে আমার পালনকর্তা! যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষজনক তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাও এবং যেখান থেকে নির্গমন অশুভ ও অসন্তোষজনক সেখান হতে আমাকে বের করে নাও এবং তোমার নিকট থেকে আমাকে দান কর সাহায্যকারী শক্তি। (সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত-৮০)

وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ -

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করিয়ে নাও যা থেকে কল্যাণকর; আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী। (সূরা আল-মু'মিনুন : আয়াত-২৯)

رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ .

হে আমার পালনকর্তা! তুমি যেহেতু আমার ওপর অনুগ্রহ করেছ, কাজেই আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। (সূরা আল-কাসাস : আয়াত-১৭)

رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ -

হে আমার পালনকর্তা! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। (সূরা আল-আনকাবূত : আয়াত-৩০)

১৫. রাসূল ﷺ-এর কতিপয় দো'য়া

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْاَلَةَ وَلَا يَقُوْلَنَّ اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ فَاَعْطِنِىْ فَاِنَّهٗ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهٗ -

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ [স] ইরশাদ করেন : তোমাদের কেউ যখন দোয়া করবে সে যেন তার প্রার্থনা মজবুত করে আর অবশ্যই একথা যেন না বলে : হে আল্লাহ! তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে দান করবে। কারণ (দেয়া-না দেয়ার বিষয়ে) আল্লাহকে বাধ্য করার মতো কেউ নেই।

(বুখারী, হাদীস নং-৬৩৩৮)

এখানে এমন কতিপয় সহীহ দোয়া উল্লেখ করা হচ্ছে যেগুলোকে রাসূলে করীম ﷺ প্রার্থনায় আবৃত্তি করতেন এবং মুসলমানের কর্তব্য সেগুলো পড়া এবং তার মধ্য থেকে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দোয়া বেছে নেয়া এবং এমতাবস্থায় হালাল পন্থা অবলম্বন করা। (বুখারী হাঃ নং ৬৩৩৮ ও মুসলিম হাদীস নং ২৬৭৮)

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ اَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ خَاصَمْتُ وَبِكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَاَسْرَرْتُ وَاَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ -

[আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকালহামদু আন্তা ক্বইয়িমুস্ সামাওয়াতি ওয়ালআরয, ওয়ালাকাল হামদু আন্তা রব্বুস্ সামাওয়াতি ওয়ালআরযি ওয়ামান ফীহিন্না, ওয়ালাকাল হামদু আন্তা নূরুস্ সামাওয়াতি ওয়ালআরযি ওয়ামান ফীহিন্না, আন্তালহাক্ক, ওয়াক্বাওলুকালহাকক, ওয়া ওয়া'দুকালহাককু ওয়ালিক্ব-উকালহাককু ওয়ালজান্নাতু হাকক, ওয়ান্নারু হাককু ওয়াসসা'আতু হাককু আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু ওয়াবিকা আমানতু ওয়া 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইকা খ-সমতু ওয়াবিকা হাাকামতু, ফাগফির লী মা ক্বদ্দামতু ওয়া মা আখখরতু ওয়া আসরারতু ওয়া আ'লানতু ওয়া মা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী লা ইলাহা ইল্লা আনতু]

হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! তোমারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা, তুমি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের পরিচালক এবং তোমার জন্যেই যাবতীয় প্রশংসা। যেহেতু তুমি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং তোমারই যাবতীয় গুণগান। তুমি সমুদয় আকাশ ও পৃথিবীর এবং তার মধ্যবর্তী সবকিছুর আলো দানকারী। তুমি সত্য, তোমার বাণী সত্য প্রতিশ্রুতি সত্য, সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য এবং কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম এবং তোমার প্রতি ঈমান আনলাম

এবং তোমারই ওপর ভরসা করলাম এবং তোমারই মদদের প্রত্যাশা অন্তরে রেখে শত্রুর মোকাবেলাই যুদ্ধে লিপ্ত হলাম। আর তোমাকেই বিচারক হিসেবে নিরূপণ করলাম। কাজেই আমার পূর্বের ও পরের গোপনীয় ও প্রকাশ্য এবং আমার দ্বারা ঘটে যাওয়া কর্মে তুমি যা জান- অপকর্মসমূহ-ক্ষমা করে দাও। তুমি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। (বুখারী, হাদীস নং-৭৪৪২)

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ، وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ، وَاِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ -

আল্লাহুম্মাহদিনী ফীমান হাদাইত, ওয়া 'আফিনী ফীমান 'আফাইত, ওয়া তাওয়াল্লিনী ফীমান তাওয়াল্লাইত, ওয়াবারিক লী ফীমা আ'ত্বইত, ওয়াক্বিনী শাররা মা ক্বযইত, ইন্নাকা তাক্বযী ওয়া লা ইউক্বযা 'আলাইক, ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মান ওয়ালাইত, ওয়া লা ইয়া'ইজ্জু মান 'আদাইত, তাবারকতা রব্বানা ওয়াতা'আলাইত। (আবু দাউদ, হাদীস নং-১৪২৫)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

"আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদ, ওয়া'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীম, ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ, আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারকতা 'আলা ইবরাহীম, ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।" (বুখারী, হাদীস নং-৩৩৭০)

وَكَانَ اَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

নবী করীম ﷺ অধিক পরিমাণে এ দোয়াটি করতেন : [আল্লাহুম্মা রব্বনাা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাহ, ওয়া ফিলআখিরাতি হাসানাহ, ওয়াক্বিনা 'আযাবান্নার] "হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

(মুসলিম, হাদীস নং-২৬২৮)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ -

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল'আজযি ওয়ালকাসাল, ওয়ালজুবনি ওয়ালহারামি ওয়ালবুখল, ওয়া আ'উযু বিকা মিন 'আযাবিল ক্ববরি ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়ালমামাত]

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি অপারগতা, অলসতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্য ও কৃপর্ণতা থেকে এবং তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কবরের শাস্তি থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে।

(মুসলিম, হাদীস নং-২৭০৬)

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ -

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন জাহদিল বালায়ি ওয়া দারকিস্ শিকায়ি ওয়া সূয়িল ক্বয–য়ি ওয়া শামাতাতিল আ'দা']

রাসূল করীম ﷺ বালা-মুসিবতের ভয়াবহতা ও দুর্ভাগ্যের চরম অবস্থা থেকে আর খারাপ অদৃষ্ট এবং শত্রুর হাসি-তামাশা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

(বুখারী, হাদীস নং-৬৬১৬)

اَللّٰهُمَّ اصْلِحْ لِىْ دِيْنِى الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَاشِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ اُخِرَتِىْ فِيْهَا مَعَادِىْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِىْ كُلِّ خَيْرٍ واجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِىْ مِنْ شَرٍّ -

[আল্লাহুম্মা আসলিহ্ লী দ্বীনী আল্লাযী হুওয়া 'ইসমাতু আমরী, ওয়া আসলিহ্ লী দুনইয়ায়ী আল্লাতী ফীহা মা'আশী, ওয়া আসলিহ্ লী আখিরতী আল্লাতী ফীহা মা'আদী, ওয়াজ'আলিল হায়াতা জিইয়াদাতান লী ফী কুল্লি খইরিন ওয়াজ'আলিল মাওতা র-হাতান লী মিন কুল্লি শার]

হে আল্লাহ! আমার দ্বীনকে (জীবন ব্যবস্থাকে) আমার জন্য পরিশুদ্ধ করে দাও যার মধ্যে নিহিত রয়েছে আমার সমুদয় কাজে আত্মরক্ষার নিশ্চিত উপায়। আর সংশোধন করে দাও আমার দুনিয়াবী জীবনকে যার ভেতর রয়েছে আমার জীবিকা। আর আমার পরকালকে তুমি করে দাও বিশুদ্ধ। যেখানে আমাকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। আর আমার জীবনকে প্রত্যেক ভালো কাজে বর্ধিত করার উপকরণ কর এবং মৃত্যুকে সকল অকল্যাণ থেকে নিষ্কৃতি পাবার কারণ বানিয়ে দাও। (মুসলিম, হাদীস নং-২৭২০)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى -

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকালহুদা ওয়াত্তুকা ওয়াল'আফাফা ওয়ালগিনা]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই হেদায়েত, সংযম, পবিত্র স্বভাব এবং অভাব শূন্যতার নে'আমতের।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا -

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল 'আজজি ওয়ালকাসাল, ওয়ালজুবনি ওয়ালবুখলি ওয়ালহারামু ওয়া 'আযাবিল ক্বব্‌র। আল্লাহুম্মা আতি নাফসী তাকওয়াহা ওয়া জাক্কিহা আন্তা খইরু মান যাক্কাহা আন্তা ওয়ালিইয়ুহা ওয়া মাওলাহা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন 'ইলমিন লা ইয়ানফা'য়ু ওয়া মিন ক্বলবিন লা ইয়াখশা'য়ু ওয়া মিন নাফসিন লা তাশবা'য়ু ওয়া মিন দা'ওয়াতিন লা ইউসতাজাব্ লাহা]

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, তোমার আশ্রয় চাই ভীরুতা, কৃপণতার লা'নত থেকে এবং বার্ধক্যের অপারগতা থকে আর তোমারই আশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের শাস্তি থেকে। হে আল্লাহ! আমার অন্তরে দাও তোমার ভয়-ভীতি ও তাকওয়া পরহেযগারী আর নিষ্কলুষ কর আমার অন্তরকে, তাকে কলুষমুক্ত করার সর্বোত্তম সত্তা একমাত্র তুমিই। তুমিই আমার সাহায্যকারী এবং একমাত্র অধিপতি। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি এমন জ্ঞান থেকে যা কোন উপকারে আসে না এবং এমন অন্তর থেকে যা আল্লাহর ভয়ে কপিত হয় না এবং এমন অন্তর থেকে যা কোন কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া থেকে যা গৃহীত হয় না। (মুসলিম, হাদীস নং-২৭২২)

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ وَسَدِّدْنِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْهُدٰى وَالسَّدَادَ -

[আল্লাহুম্মাহদিনী ওয়াসাদদিদনী, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াসসাদাদ]

হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়েত দান কর এবং সরল সঠিক পথে চলার জন্য তাওফিক দান কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সঠিক পথের সন্ধান প্রার্থনা করি এবং সঠিক পথে চলতে শক্তি চাই। (মুসলিম, হাদীস নং-২৭২৫)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ شَرِّ مِنْ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ -

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন শাররি মা 'আমিলতু ওয়া মিন শাররি মা লাম আ'মাল]

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমি যে আমল করেছি তার ক্ষতি থেকে এবং তার ক্ষতি থেকে যে কাজ আমি করি নি।" (মুসলিম, হাদীস নং-২৭১৬)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعَ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ -

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনালহাম্মি ওয়ালহাজান, ওয়াল'আজজি ওয়ালকাসাল, ওয়াজুবনি ওয়ালবুখল, ওয়াযালায়িদ্দাইনি ওয়াগলাবাতির রিজাল]

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি উৎকণ্ঠা, বিষন্নতা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে। অধিক ঋণ থেকে ও অসৎ ব্যক্তিবর্গের কুপ্রভাব থেকে। (বুখারী, হাদীস নং-৬৩৬৯)

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ الْعَظِـيْمُ الْحَلِيْـمُ لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ رَبُّ الْعَـرْشِ الْعَظِيْـمِ لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ رَبُّ السَّمٰـوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْـمِ -

[লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল 'আযীমুল হালীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুল 'আরশিল 'আযীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুলস সামাওয়াতি ওয়ারব্বুল আরদ্বি ওয়ারব্বুল 'আরশিল কারীম]

হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া ইবাদত পাবার যোগ্য কোন ইলাহ নেই, তিনি মহান, সহনশীল, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। তিনি মহান আরশের পরিচালক, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, তিনি সপ্তআকাশ ও সপ্তযমিনের পালনকর্তা-পরিচালক এবং মহান আরশেরও পরিচালক।

(বুখারী, হাদীস নং-৬৩৪৬)

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ -

[আল্লাহুম্মা মুসাররিফাল কুলূব, সাররিফ কুলূবানা 'আলাত্ব 'আতিক]

হে অন্তরগুলোর পরিবর্তনকারী আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তরগুলোকে তোমার আনুগত্যের উপর ফিরিয়ে দাও। (মুসলিম, হাদীস নং-২৬৫৪)

اَللّٰـهُـمَّ اِنِّـىْ اَعُـوْذُ بِكَ مِـنَ الْـجُـبْنِ وَاَعُـوْذُ بِكَ مِـنَ الْـبُـخْلِ وَاَعُـوْذُ بِكَ مِـنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰـى اَرْذَلِ الْـعُـمُـرِ وَاَعُـوْذُ بِـكَ مِنَ الـدُّنْـيَـا وَعَـذَابِ الْقَـبْرِ -

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল জুবনি ওয়া আ'উযু বিকা মিনালবুখ লি ওয়া আ'উযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল 'উমুর, ওয়া আ'উযু বিকা মিন ফিতনাতিদ দুনইয়া ওয়া 'আযাবিল ক্বব্‌র]

হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি কাপুরুষতা থেকে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি কার্পণ্যতা থেকে, আর আশ্রয় চাচ্ছি বার্ধ্যকের চরম দুর্দশা থেকে, দুনিয়ার ফিতনা-ফাসাদ ও কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। (বুখারী, হাদীস নং-৬৩৭৪)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ
الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ
شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ. اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ
وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ
الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ -

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনালকাসালি ওয়ালহারামি ওয়ালমাগরামি ওয়ালমা'ছাম, আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন 'আযাবিন্নারি ওয়াফিতনাতিন্নার ওয়াফিতনাতিল ক্বব্রি ওয়া'আযাবিল ক্ববর, ওয়াশাররি ফিতনাতিল গিনা ওয়াশাররি ফিতনাতিল ফাক্বর, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জাল, আল্লাহুম্মাগসিল খত্বা ইয়ায়া বিমায়িছ ছালজি ওয়ালবারাদ, ওয়ানাক্কি ক্বলবী মিনাল খত্বা ইয়া কামা ইয়ুনাক্কাছ ছাওবুল আবইয়ায়ু মিনাদ্দানাস, ওয়াবায়ি'দ বাইনী ওয়াবাইনা খত্বা ইয়ায়া কামা বা'আদ্‌তা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়ালমাগরিব]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বার্ধক্যের দুঃখ-কষ্ট, অলসতা, ঋনের কষাঘাত ও অপরাধ থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি আগুনের শাস্তি থেকে, জাহান্নামের ফিতনা, কবরের ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে এবং আর্থিক সচ্ছলতার ফিতনা, দারিদ্র্যতার কষাঘাতের ফিতনা ও মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

হে আল্লাহ! আমার পাপরাশি বরফ শীতল পানি দিয়ে ধৌত করে দাও, আর আমার অন্তরকে পাপরাশি থেকে এরূপ পরিষ্কার করে দাও যেরূপ সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয় এবং আমার মাঝে ও আমার পাপের মাঝে এরূপ দূরত্বের সৃষ্টি করে দাও যেরূপ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে দূরত্ব করেছ।

(বুখারী, হাদীস নং-৬৩৭৫)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا ،وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

[আল্লাহুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী যুলমান কাছীরা, ওয়া লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতু ফাগফির লী মাগফিরাতান মিন 'ইনদিক, ওয়ারহামনী ইন্নাকা আন্তাল গফূরুর রহীম]

হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের প্রতি অনেক বেশি জুলুম করেছি এবং আমার বিশ্বাস তুমি ছাড়া পাপরাশি ক্ষমা করতে কেহই পারে না। কাজেই তুমি তোমার মহানুভবতায় আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর, তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (মুসলিম, হাদীস নং-২৭০৫)

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْ تُضِلَّنِىْ اَنْتَ الْحَىُّ لَا يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ يَمُوْتُوْنَ -

[আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু ওয়াবিকা আমানতু ওয়া 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু ইলাইকা আনাব্‌তু ওয়াবিকা খ–সমতু আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বি'ইজ্জাতিকা লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আন তুযিল্লানী আন্তালহাইয়ুল্লাযী লা ইয়ামূতু ওয়ালজিননু ওয়াইনসু ইয়ামূতূন]

হে আল্লাহ! আমি তোমারই আনুগত্য মেনে নিয়েছি, তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি, তোমারই ওপর ভরসা করেছি, তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছি এবং তোমারই উদ্দেশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হই। হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই। আমার গোমরাই থেকে বাঁচার জন্য তোমার শক্তির আশ্রয় চাচ্ছি। তুমি এমন চিরঞ্জীব যা আদৌ মৃত্যু নেই। অপরপক্ষে সব জ্বিন ও মানব মণ্ডলী মরণশীল। (মুসলিম, হাদীস নং-২৭১৭)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِيْ وَاِسْرَافِىْ اَمْرِىْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ جِدِّىْ وَهَزْلِىْ خَطَئِىْ وَعَمَدِيْ وَكُلُّ ذٰلِكَ

عِنْدِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

[আল্লাহুম্মাগফির লী খত্বীয়াতী ওয়াজাহ্‌লী ওয়াইসরাফী ফী আমরী, ওয়া মা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আল্লাহুম্মাগফির লী জিদ্দী ওয়াহাজ্‌লী ওয়াখত্বায়ী ওয়া'আমাদী ওয়াকুল্লু যালিকা 'ইনদী, আল্লাহুম্মাগফির লী মা ক্বদ্দামতু ওয়া মা আখখরতু ওয়া মা আসরারতু ওয়া মা আ'লানতু ওয়া মা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল মুকাদ্দিমু ওয়া আন্তাল মুওয়াখখিরু ওয়া আন্তাল 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর]

হে আল্লাহ্! আমার গুনাহ, আমার নির্বুদ্ধিতা, আমার কাজে কর্মে অপচয়তার অপরাধ ক্ষমা কর এবং সে সমস্ত পাপ থেকে যে সমস্ত পাপ প্রসঙ্গে আমার চেয়ে তুমিই বেশি জান। হে আল্লাহ্! আমার ঐকান্তিকতার, রসিকতায় ভুলবশত এবং ইচ্ছাকৃতভাবে যেসব অপরাধ হয়ে গেছে তা ক্ষমা কর। আর এ সমস্ত আমার মাঝে বিদ্যমান। হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও যে অপরাধ আমি পূর্বে করেছি, যা আমি পরে করব। আর যে অপরাধ আমি গোপনে করেছি ও যা আমি প্রকাশ্যে করেছি আর যে অন্যায় তুমি আমা অপেক্ষা অধিক জান। তুমিই তো যাকে ইচ্ছা সামনে অগ্রসর কর আর যাকে ইচ্ছা পেছনে হটিয়ে দাও এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সক্ষম। (মুসলিম, হাদীস নং-২৭৩৯)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِعْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ-

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন জাওয়ালি নি'মাতিকা ওয়াতাহাওওয়ালি 'আফিয়াতিকা ওয়াফুজাআতি নিক্বমাতিকা ওয়াজামীয়ি সাখাত্বিক]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নে'আমতের বিলুপ্ত হওয়া থেকে, তোমার দেয়া নিরাপদ ও সুস্থতা পরিবর্তন হওয়া থেকে, হঠাৎ করে আসা তোমার শাস্তি থেকে এবং তোমার সকল ধরনের অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِيْ -

[আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়া'আফিনী ওয়ারজুক্বনী]

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ কর, আমার প্রতি রহমত কর, (বিপদাপদ) থেকে নিরাপদে রাখ, আমাকে হেদায়েত দাও, জীবিকা দাও।

(মুসলিম, হাদীস নং-২৬৯৭)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِىَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِىَّ قَضَاؤُكَ، اَسْاَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِىْ كِتَابِكَ اَوِ اسْتَاْثَرْتَ بِهٖ فِىْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَنُوْرَ صَدْرِىْ وَجِلَاءَ حُزْنِىْ وَذَهَابَ هَمِّىْ -

[আল্লাহুম্মা ইন্নী 'আব্দুকা ওয়াবনু 'আব্দিকা ওয়াবনু আমাতিক, নাসীইয়াতী বিইয়াদিকা মাযিন ফিয়্যা হুকমুকা 'আদলুন ফিয়্যা ক্বয–উক, আসআলুকা বিকুল্লিসমিন হুওয়া লাকা সাম্মাইতা বিহী নাফসাক, আও 'আল্লামতাহু আহাদান মিন খলক্বিক, আও আনজালতাহু ফী কিতাবিক, আবিস্তা'ছারতা বিহী ফী 'ইলমিকাল গইবি 'ইন্দাক, আন তাজ'আলাল কুরআনা রবী'য়া ক্বলবী, ওয়া নূরা সদরী, ওয়া জালায়া হুজনী, ওয়া যাহাবা হাম্মী]

হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা এবং তোমারই এক বান্দা ও এক বান্দীর পুত্র, আমার ললাট তোমার হাতে, আমার ওপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার বিষয়ে তোমার ফয়সালা ইনসাফে প্রতিষ্ঠিত, তুমি যে সমস্ত নামে নিজেকে ভূষিত করেছ অথবা যে সব নাম তুমি তোমার গ্রন্থে নাযিল করেছ অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে কোন মহা সৃষ্টিকে শিখিয়ে দিয়েছ কিংবা স্বীয় জ্ঞানের ভাণ্ডারে নিজের জন্য যেসব নাম হেফাজত করে রেখেছ। আমি সেই সমস্ত নামের মাধ্যম তোমার নিকট আকুল প্রার্থনা জানাই যে, তুমি আল-কুরআনকে বানিয়ে দাও আমার অন্তরের জন্য প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার বিতাড়নকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবসানকারী। (আহমদ, হাদীস নং-৪৩১৮)

يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ -

[ইয়া মুক্বা ল্লিবাল কুলূব, ছাব্বিত ক্বলবী 'আলা দ্বীনিক]

হে আত্মার পরিবর্তনকারী! তুমি আমার রূহকে তোমার দ্বীনের ওপর স্থির করে দাও। (আহমদ, হাদীস নং-১২১৩১)

قَالَ ﷺ اِسْأَلُوا اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ - فَاِنَّ اَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ -

নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন : তোমরা মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও সুস্থতার আবেদন কর। [আসআলুল্লাহাল 'আফওয়া ওয়াল'আফিয়াহ] কারণ একিনের পর সুস্থতা অপেক্ষা উত্তম জিনিস কাউকে দেওয়া হয় নি।

(তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫৫৮)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مَنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِىْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِىْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِىْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّىْ -

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন শাররি সাম'য়ী ওয়া মিন শাররি বাসারী ওয়া মিন শাররি লিসাানী ওয়া মিন শাররি কলবী ওয়া মিন শাররি মানিয়্যী]

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার শ্রবণের ক্ষতি থেকে, দেখার ক্ষতি থেকে, রসনার ক্ষতি থেকে, অন্তরে কু চিন্তার ক্ষতি থেকে এবং আমার শুক্রের ক্ষতি থেকে। (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৪৯২)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّى الْاَسْقَامِ -

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনালবারাসি ওয়ালজুনূনি ওয়ালজুযামি ওয়া মিন সাইয়িয়িল আসক্ব– ম]

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি ধবল, কুষ্ঠরোগ এবং বদ্ধ পাগল হওয়ার দুর্ভাগ্য থেকে এবং সর্বপ্রকার দুরারোগ্য জটিল ব্যধি থেকে।

(আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫৫৪)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ -

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন মুনকারাতিল আখলাক্বি ওয়াল আ'মালি ওয়ালআহওয়া']

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অসৎ চরিত্র, খারাপ আমল এবং অসৎ কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫৯১)

رَبِّ أَعِنِّيْ وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْلِيْ
وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرِ الْهُدٰى لِيْ وَانْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ
بَغٰى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَكَّرًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ رَهَّابًا لَكَ
مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا اَوَّاهًا مُنِيْبًا . رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ
حَوْبَتِيْ وَاَجِبْ دَعْوَتِيْ وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ وَاسْلُلْ
سَخِيْمَةَ صَدْرِيْ -

[রব্বি আ'ইন্নী ওয়া লা তু' ইন 'আলাইয়া, ওয়ানসুরনী ওয়া লা তানসুর 'আলাইয়া, ওয়ামকুর লী ওয়া লা তামকুর 'আলাইয়া, ওয়াহ্দিনী ওয়াইয়াস্সিরিল হুদা লী ওয়ানসুরনী 'আলা মান বাগা 'আলাইয়া, রব্বিজ'আলনী লাকা শাক্কারান, লাকা যাক্কারান, লাকা রাহ্হাবান, লাকা মিত্বওয়া'আন, লাকা মুখবিতান, ইলাইকা আওওয়াহান মুনীবা, রব্বি তাক্বাব্বাল তাওবাতী, ওয়াগসিল হাওবাতী, ওয়াআজিব দা'ওয়াতী, ওয়াছাব্বিত হুজ্জাতী, ওয়াসাদদিদ লিসানী ওয়াহদি কৃলবী, ওয়াসলুল সাখীমাতা সদরী]

হে প্রভু! আমাকে সাহায্য কর আমার বিপক্ষবাদীকে সাহায্য করো না। আমাকে বিজয় দান কর, আমার ওপর অন্যকে বিজয় দান করো না। আমার জন্য কৌশল করে বিনিময় নিন কিন্তু আমার নিকট থেকে বিনিময় নিবেন না। আমাকে হেদায়েত দান কর ও হেদায়েত আমার জন্য সহজ করে দাও। আমার প্রতি জুলুমকারীর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। হে প্রতিপালক! আমাকে তোমার অধিক শুকর গুজার, যিকিরকারী, তোমার ভয়ে ভীত, অধিক অনুগত্য, বিনয়ী ও তোমার দিকে প্রত্যবর্তনকারী বানাও। হে পালনকর্তা! আমার তওবা কবুল কর, আমার অপরাধ ও দোষ পরিষ্কার করে দাও, আমার দোয়া কবুল কর, আমার দাবি সাব্যস্ত কর, আমার জিহ্বাকে সংযত কর, আমার কলবকে সঠিক পথ দেখাও এবং আমার বক্ষের অবক্ষয় দূর করে দাও। (আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫১০)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ
مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا

عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهٖ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ، وَاَسْاَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهٗ لِىْ خَيْرًا -

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিনাল খাইরি কুল্লিহি 'আজিলিহি ওয়া আজিলিহি মা 'আলিমতু মিনহু ওয়া মা লাম আ'লাম, ওয়া আ'উযুবিকা মিনাশশাররি কুল্লিহি 'আজিলিহি ওয়া আজিলিহি মা 'আলিমতু মিনহু ওয়া মা লাম আ'লাম, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খাইরি মা সাআলাকা 'আব্দুকা ওয়া নাবিয়্যুকা, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররি মা 'আযা বিহি আব্দুকা ওয়া নাবিয়্যুকা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া মা কররাবা ইলাইহা মিন কাওলিন আও 'আমাল, ওয়া আ'উযুবিকা মিনান্নারি ওয়া মা কররাবা ইলাইহা মিন কাওলিন আও 'আমাল, ওয়া আসআলুকা আন তাজ'আলা কুল্লা কৃয-য়িন কৃযইতাহু লী খইরা]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সার্বিক কল্যাণ চাই; শীঘ্রই ও বিলম্বে যে কল্যাণ প্রসঙ্গে আমি জানি এবং যে বিষয়ে আমি অনবিহিত। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি সকল ধরনের ক্ষতি থেকে যা নিকটে ও যা দূরে অপেক্ষিত যে বিষয়ে আমি জানি এবং যে বিষয়ে জানি না। আর আমি তোমার নিকট সেই কল্যাণের আশাবাদী যার প্রার্থনা অবগত করিয়েছেন তোমার বান্দা এবং তোমার নবী মুহাম্মাদ ﷺ। আর আমি সেই কল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে কল্যাণ থেকে তোমার বান্দা ও তোমার নবী রক্ষা পেতে চেয়েছেন।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আবেদন জানাই জান্নাতের আর সেই কথা ও কাজের জন্য যা আমাকে জান্নাতের নিকটে নিয়ে যায়। আর আবেদন জানাই জাহান্নামের আগুন থেকে তোমার নিকট আশ্রয়ের এবং সে কথা ও কাজ থেকে যা আমাকে তার নিকটে নিয়ে যায়। আর আমার জন্য তুমি যা নির্ধারিত করে রেখেছ সেই নির্ধারিত বস্তুকে আমার নিমিত্তে কল্যাণজনক করার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই। (আহমদ, হাদীস নং-২৫৫৩৩)

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ قَائِمًا، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ قَاعِدًا، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ رَاقِدًا، وَلَا تُشْمِتْ بِىْ عَدُوًّا وَّلَا حَاسِدًا، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهٗ بِيَدِكَ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهٗ بِيَدِكَ-

[আল্লাহুম্মাহফাযনী বিলইসলামি ক্ব- য়িমা, আল্লাহুম্মাহফাযনী বিলইসলামি ক্ব- 'ইদা, আল্লাহুম্মাহফাযনী বিলইসলামি র-ক্বিদা, ওয়া তুশমিত বী 'আদুও ওয়ান ওয়া লা হাসিদা, আল্লাহুম্মা ইন্নী অসআলুকা মিন কুল্লি খাইরিন খযায়িনুহু বিইয়াদিক্ ওয়া আ'উযুবিকা মিন কুল্লি শাররিন খযায়িনুহু বিইয়াদিক]

হে আল্লাহ! আমাকে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠা অবস্থায় সংরক্ষণ কর এবং উপবিষ্ট সময়ে ইসলামের সঙ্গে আমাকে সংরক্ষণ কর এবং ঘুমের ঘরেও আমার মাঝে ইসলামকে সংরক্ষণ কর। আর আমার ওপর শত্রুকে আনন্দিত করিও না এবং হিংসুককেও না।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সকল প্রকার কল্যাণ প্রার্থনা করছি, যার ভাণ্ডার তোমার মুঠে এবং আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যাবতীয় অকল্যাণ থেকে বেচেঁ থাকার উদ্দেশ্যে। যেহেতু এরও চাবি-কাঠি তোমার হাতে।

(হাকেম, হাদীস নং-১৯২৪)

اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمَنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا اَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا ـ

[আল্লাহুম্মাক্বসিম লানা মিন খশইয়াতিকা মা ইয়াহূলু বাইনানা ওয়া বাইনা মা'আসীক, ওয়া মিন ত্ব– 'আতিকা মা তুবাল্লিগু না বিহি জান্নাতাক, ওয়া মিনাল ইয়াকীনি মা তুহাওবিনু বিহি 'আলাইনা মুসীবাতিদ দুনইয়া, ওয়া মাত্তি'না বিআসমা'ইনা ওয়া আবস–রিনা ওয়া কুওয়্যাতিনা মা আহ্ইয়াইতানা ওয়াজ'আলহুল ওয়ারিছু মিন্না, ওয়াজ'আল ছা'রনা 'আলা মান যলামানা, ওয়ানসুরনা 'আলা মান 'আদানা, ওয়া লা তাজ'আল মুসীবাতানা ফী দ্বীনিনা, ওয়া লা তাজ'আলিদ দুনইয়া আকবারা হাম্মিনা ওয়া লা মাবলাগা 'ইলমিনা ওয়া লা তুসাল্লিত্ব 'আলাইনা মা লা ইয়ারহামুনা]

হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে তোমার এমন ভয়-ভীতি সৃষ্টি করে দাও, যা আমাদের মাঝে ও তোমার (নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা পালনে) আমাদের অবাধ্যতার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং আমাদের মধ্যে তোমার আনুগত্য দাও যা আমাদেরকে তোমার (প্রস্তুত রাখা) জান্নাতে পৌছে দিবে। আর তুমি আমাদের কলবে এমন দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে দাও যার ফলে আমাদের জীবনে দুনিয়ার আপদ-বিপদ সহজ মনে হবে। আর তুমি আমাদেরকে আমাদের কর্ণ দ্বারা, চক্ষু দ্বারা ও শক্তি দ্বারা উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করার সুযোগ দান করা, যতদিন তুমি আমাদেরকে জীবিত রাখ। আর তা আমাদের ওয়ারীস বানিয়ে দাও। আর আমাদের প্রতি যারা জুলুম করেছে তাদের থেকে তুমি প্রতিশোধ নিয়ে নাও। যারা আমাদের শত্রুতা করে তাদের ওপর আমাদের বিজয় এনে দাও এবং আমাদের মুসিবতের প্রভাব আমাদের দ্বীনের মধ্যে ফেলিও না এবং আমাদের জন্য পৃথিবীকে বড় লক্ষ্যস্থলও আমাদের জ্ঞানের বিনিময় বানিয়ে দিও না। আর আমাদের ওপর তাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করো না যারা আমাদের ওপর দয়া করে না। (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০২)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّىْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ يَتَخَبَّطَنِى الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَمُوْتَ فِىْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا –

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল হাদম, ওয়া আ'উযুবিকা মিনাত্তারাদ্দী, ওয়া আ'উযু বিকা মিনাল গরাক্বি ওয়াল হারাক্বি ওয়ালা হারাম, ওয়া আ'উযুবিকা আন

ইয়াতাখব্বাতুনিশ শাইত্ব-নু 'ইন্দাল মাওত, ওয়া আ'উযুবিকা আন আমূতা ফী সাবীলিকা মুদবিরা, ওয়া আ'উযুবিকা আন আমূতা লাদীগা]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি ধ্বংস হওয়া থেকে, আশ্রয় চাই গর্তে পড়ে যাওয়া থেকে, অতর্কিত হোচট খেয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে এবং আশ্রয় চাই পানিতে ডুবে ও আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে এবং বার্ধক্যের দুর্বিসহ জীবনে উপনীত হওয়া থেকে। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি মৃত্যুকালে শয়তানের মোহাবিষ্ট হওয়া থেকে। আরো আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার রাস্তা থেকে পেছনে পলায়নরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা থেকে। আরো আশ্রয় চাচ্ছি সাপে কামড়িয়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে।

(আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫৫২)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهٗ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ-

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনালজু,' ই ফাইন্নাহু বি'সাল যজী', ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল খিইয়ানাতি ফাইন্নাহা বি'সাতিল বিত্ব– নাহ]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি দুর্ভিক্ষ থেকে। কেননা তা কী-না নিকৃষ্ট নিত্যসঙ্গী। তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি বিশ্বাসঘাতকতা থেকে কারণ তা কতই না নিকৃষ্ট সাথী। (আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫৪৭)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ -

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল ফাক্বরি ওয়াল ক্বিল্লাতি ওয়ায যিল্লাহ, ওয়া আ'উযু বিকা মিন আন আযলিমা আও উযলামা]

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দারিদ্র্যতার অভিশাপ থেকে এবং অর্থ ঘাটতি ও অপমান থেকে। আর তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার অত্যাচার অন্যের প্রতি করা থেকে অথবা আমার প্রতি অন্যের অত্যাচার থেকে। (আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫৪৪)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوْءِ، وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوْءِ، وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْءِ، وَمِنْ جَارِ السُّوْءِ فِىْ دَارِ الْمَقَامَةِ.

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন ইয়াওমিসসূয়ি, ওয়া মিন লাইলাতিসসূয়ি, ওয়া মিন সা'আতিসসূয়ি, ওয়া মিন স–হিবিসসূয়ি, ওয়া মিন জারিসসূয়ি ফী দারিল মাক্ব– মাহ]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি বিপদের দিনে ও বিপদের রাত্রে এবং বিপদের মুহূর্তে ও দুষ্ট সঙ্গী সাথী থেকে এবং স্থায়ী ঠিকানার খারাপ প্রতিবেশি থেকে। (নাসাঈ, হাদীস নং-১৭/২৯৪)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِىْ دَارِ الْمَقَامَةِ، فَاِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ -

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন জারিসসূয়ি ফী দারিল মাক্ব– মাহ, ফাইন্না জারাল বাদিইয়াতি ইয়াতাহাওওয়াল্]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি স্থায়ী ঠিকানার অসৎ প্রতিবেশি থেকে। কারণ যাযাবর জীবনের প্রতিবেশী পরিবর্তন হয়।

(নাসাঈ, ৭৯৩৯)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা 'ইলামান নাফি'আ, ওয়া রিযক্বন ত্বইয়িবা, ওয়া 'আমালান মুতাক্বব্বালা]

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি কল্যাণকর জ্ঞানের এবং পবিত্র রিজিকের এবং এমন আমল যে আমল গৃহীত হয়। (আহমদ, হাদীস নং-২৭০৫৬)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ يَا اَللّٰهُ بِاَنَّكَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ اَنْ تَغْفِرَلِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইয়াল্লাহু বিআন্নাকাল ওয়াহিদুল আহাদুস্‌সমাদ আল্লাযী লাম ইয়াদিল ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহূ কুফুও য়ান আহাদু আন তাগফিরা লী যুনূবী ইন্নাকা আনতাল গফূরুর রহীম]

হে আল্লাহ! তুমি এক, একক। যার নিকট সকল কিছুই মুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তোমার নিকট আমি এ প্রার্থনা করি যে, তুমি আমার যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দিবে। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (নাসাঈ, হাদীস নং-১৩০১)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا اِلٰهَ اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ-

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিন্না লাকাল হামদ্ লা ইলাহা ইল্লা আন্তাল মান্নানু বাদী'উস সামাওয়াতি ওয়ালআরয, ইয়া জালালি ওয়ালইকরাম, ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বইয়ূম্‌ ইন্নী আসআলুক]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি এই যে, যাবতীয় প্রশংসা তোমার জন্য, তুমি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, তুমি অসীম দয়ালু হে আসমান ও যমীন সৃষ্টিকারী মহিয়ান! মহানুভব, চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর সত্তা, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আবেদন জানাই। (নাসাঈ, হাদীস নং-১৩০০)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِاَنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ -

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নী আশহাদু আন্নাকা আন্তাল্লাহু লা ইলাাহা ইল্লা আন্তাল আহাদুস্‌সমাদ আল্লাযী লাম ইয়াদিল ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুও য়ান আহাদ]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি, নিশ্চয় আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চিত তুমি আল্লাহ, তুমি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, তুমি একক, অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমকক্ষ কেউ নেই। (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৪৭৫)

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

[রব্বিগফির লী ওয়াতুব 'আলাইয়্যা ইন্নাকা আন্তাত্তাওয়াবুর রহীম]

হে পালনকর্তা! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু। (ইবনে মাজাহ হাদীস নং-৩৮১৪)

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِىْ اَللّٰهُمَّ وَاَسْاَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَاةَ وَاَسْاَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَاَسْاَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنٰى. وَاَسْاَلُكَ نَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ وَاَسْاَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَاَسْاَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَاَسْاَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاَسْاَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ اِلٰى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ فِىْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ ـ

[আল্লাহুম্মা বি'ইলমিকাল গাইব, ওয়া কুদরতিকা 'আলাল খরক্বি আহ্‌য়ীনী মা 'আলিমতাল হাইয়াতা খাইরান লী, ওয়া তাওয়াফফানী ইযা 'আলিমতাল ওয়াফাতা খাইরান লী, আল্লাহুম্মা ওয়া আসআলুকা খশইয়াতিকা ফিলগাইবি ওয়াশশাহাদাহ্, ওয়া আসআলুকা কালিমাতাল হাক্কি ফিররিয– ওয়ালগযাব, ওয়া আসআলুকা ক্বসদা ফিলফাক্বরি ওয়ালগিনা, ওয়া আসআলুকা না'য়ীমান লা ইয়ানফাদ্ব ওয়া আসআলুকা কুররাতা 'আইনিন লা তানক্বত্বি', ওয়া আসআলুকার রিযা বা'দাল ক্বযা, ওয়া আসআলুকা বারদাল 'আইশি বা'দাল মাওত্ব ওয়া আসআলুকা লায্‌যান নাযারি ইলা ওয়াজহিকা ওয়াশশাওক্বা ইলা লিক্ব– য়িকা ফী গইরি যররায়া মুযিররাতিন ওয়া লা ফিতনাতিন মুযিল্লাহ্, আল্লাহুম্মা জাইয়িননা বিজীনাতিল ঈমানি ওয়াজ'আলনা হুদাতান মুহতাদীন]

হে আল্লাহ! আমি প্রার্থনা করি তোমার অদৃশ্য জ্ঞান এবং সমস্ত সৃষ্টির উপর তোমার সার্বিক ক্ষমতাকে মাধ্যম করে, তোমার জ্ঞানে আমার জীবিত থাকা যতদিন আমার জন্য মঙ্গলজনক হয় ততদিন আমাকে জীবিত রাখ। তখন আমার মৃত্যু দাও, যখন তোমার জ্ঞানে আমাকে মৃত্যু দেয়া আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ বলে প্রার্থনা করি যে, নির্জনে ও লোকালয়ে তোমার ভয়-ভীতি (আমার অন্তরে) সৃষ্টি করে দাও। আর আমি তোমার নিকট তাওফিক চাই সত্য কথা বলার খুশী ও অখুশীর অবস্থায়। আমি তোমার নিকট আরো প্রার্থনা করি মিতব্যয়ী হওয়ার, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার অবস্থায়। আমি তোমার নিকট এমন নে'আমত প্রার্থনা করি যা শেষ হয় না এবং চোখ জুড়ান এমন বস্তু চাই যার অবসান হবে না। আমি চাই তোমার নিকট ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্টি। আমি তোমার নিটক প্রার্থনা করি মৃত্যুর পর আনন্দময় জীবনের। আমি তোমার চেহারা দেখে আনন্দ লাভ করতে চাই। আমি তোমার সাক্ষাতের আশাবাদী। যাতে কোন ক্ষতিকারকও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই এবং গোমরাহ কারীর গোমরাহী নেই।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তরকে ঈমানী সৌন্দর্যে শক্তিশালী কর এবং আমাদেরকে তোমার হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের পথ-প্রদর্শনকারী কর।

(নাসাঈ, হাদীস নং-১৩০৫)

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِسَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّىْ وانْصُرْنِىْ عَلٰى مَنْ يَظْلِمُنِىْ وَخُذْ مِنْهُ بِثَاْرِىْ-

[আল্লাহুম্মা মাত্তি'নী বিসাম'য়ী ওয়া বাসরী ওয়াজ'আলহুমাল ওয়ারিছা মিন্নী ওয়ানসুরনী 'আলা মান ইয়াযলিমুনী ওয়া খুয মিনহু বিছা'রী]

হে আল্লাহ! তুমি আমার কর্ণ দ্বারা এবং চক্ষু দ্বারা উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করাও। এ দুটিকে আমার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দাও। যে আমার প্রতি জুলুম করবে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর এবং তার নিকট থেকে আমার প্রতিশোধ নিয়ে নাও। (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৬৮১)

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَفِىْ ثِمَارِنَا وَفِىْ مُدِّنَا وَفِىْ صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ -

[আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী মাদীনাতিনা ওয়া ফী ছিমারিনা ওয়া ফী মুদ্দিনা ওয়া ফী স–'ইনা বারাকাতান মা'আ বারাকাহ]

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মদীনায় ও ফলে বরকত দাও এবং আমাদের (শস্য মাপের মাপযন্ত্র) মুদ ও 'সা'য়ে বরকত দাও, বরকতের ওপর বরকত দাও।

(মুসলিম, হাদীস নং-১৩৭৩)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ -

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযযু বিকা মিন গলাবাতিদ দাইনি ওয়া গালাবাতিল 'আদুওবি ওয়া শামাতাতিল আ'দা]

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি ঋণের বোঝা এবং শত্রুর প্রাধান্য বিস্তার থেকে এবং আমার বিপদে শত্রুদের খোজ করা হতে।

(নাসাঈ, হাদীস নং-৫৪৭৫)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ -.

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বি'আজমাতিকা আন উগতালা মিন তাহ্‌তী]

হে আল্লাহ! আমি তোমার মহত্বের দোহাই দিয়ে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নির্দেশ থেকে আগত বিপদ থেকে তথা ভূমি ধ্বসে আকস্মিক মৃত্যু থেকে। (নাসাঈ, হাদীস নং-৫৫২৯)

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ اَللّٰهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ وَلَا هَادِيَ لِمَا اَضْلَلْتَ وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ -

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِىْ لَا يَحُوْلُ وَلَا يَزُوْلُ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ النَّعِيْمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ وَالْاَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّمَا اَعْطَيْتَنَا وَشَرِّمَا مَنَعْتَ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ -.

اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَّلَا مَفْتُوْنِيْنَ اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اِلٰهَ الْحَقِّ -

হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা তোমার জন্য। হে আল্লাহ! তুমি সম্প্রসারিত করলে তাতে কেউ কজাকারী নেই। তুমি যা কজা করে নাও তা কেউ প্রসারিত করতে পারে না। আর যাকে পথভ্রষ্ট কর তাকে কেউ হেদায়েতদানকারী নেই। আর যাকে তুমি সৎপথে পরিচালিত করে তাকে গোমরাহকারী কেউ নেই। তুমি যা দেয়া থেকে বাঁধা প্রদান কর, তা কেউ দিতে পারে না। তুমি যা দাও তা দেয়ার বিষয়ে কেউ বাঁধা দিতে পারে না। যা তুমি দূরে সরিয়ে দিয়েছ তা কেউ নিকটবর্তী করতে পারে না। যা তুমি নিকটবর্তী করেছ তাকে কেউ দূরে সরিয়ে দিতে পারে না। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর তোমার বরকত, তোমার রহমত, তোমার দয়া এবং তোমার রিযিক প্রশস্ত করে দাও।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি স্থায়ী নে'আমত যা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না এবং বিলুপ্ত ঘটে না। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট নে'আমত ভিক্ষা চাই, খাবার চাই দুর্দিনে এবং নিরাপত্তা চাই ভয়ভীতির দিনে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি সে জিনিসের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে যে জিনিস আমাদেরকে দান করেছ। আর যা দেয়া থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করেছ তার ক্ষতি থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করে দাও এবং তাকে আমাদের হৃদয়গ্রাহী করে দাও। কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে দূরিভূত করে দাও আমাদের নিকট অপ্রিয়কে। তুমি আমাদেরকে সৎপথ অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং ইসলামের অবস্থায়ই জীবিত রাখ। নেক ব্যক্তিবর্গের সাথে জমা কর। অপমানিত ও লাঞ্ছিতদের দলের অন্তর্ভুক্ত করো না।

হে আল্লাহ! যারা তোমার রাসূলগণকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে এবং তোমার (হেদায়াতের) রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদেরকে ধ্বংস কর এবং তাদের প্রতি তোমার শাস্তি অবধারিত কর। হে আল্লাহ! তুমি ধ্বংস কর, কাফিরদেরকে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল হে সত্য ইলাহ। (আহমদ, হাদীস নং-১৫৫৭৩)

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ ـ

[আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুও বুন কারীমুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী]

হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, মহানুভব, তুমি ক্ষমা পছন্দ কর, কাজেই আমাকে তুমি ক্ষমা কর। (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫১৩)

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

[আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুও বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী]

হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ কর। অতএব, আমাকে ক্ষমা কর। (আহমদ, হাদীস নং-২৫৮৯৮)

اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ـ

[আল্লাহুম্মা আ'উযু বিরিয–কা মিন সাখাত্বিক্ ওয়া বিমু' আফাতিকা মিন 'উকুবাতিক, ওয়া আ'উযু বিকা মিনকা লা উহসী ছানান 'আলাইকা আন্তা কামা আছনাইতা 'আলাা নাফসিক]

হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে, আর আমি তোমার নিকট বিনীতভাবে আশ্রয় চাই তোমার শাস্তি থেকে তোমার ক্ষমার মাধ্যমে। আর আমি তোমার নিকট তোমারই আশ্রয় চাই। আমি তোমার গুণকীর্তন করে শেষ করতে পারি না। তুমি তেমন, যেমন তুমি নিজেই তোমার প্রশংসা করেছ। (মুসলিম, হাদীস নং-৪৮৬)

আল্লাহ্ তায়ালার বাণী–

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْقِقَابِ -

রাসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন, তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা। [সূরা হাশর : আয়াত-৭]

আদব-শিষ্টাচার

শিষ্টাচার : যে কথা, কর্ম ও উত্তম চরিত্র প্রয়োগের ফলে প্রশংসা করা হয়।

ইসলাম : একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম মানুষের সার্বিক জীবনকে সুশৃঙ্খলিত ও সুবিন্যস্ত করে। যা কিছু উপকারী ও মঙ্গলজনক তার নির্দেশ দেয় এবং যা অপকারী ও অনিষ্ঠ তা থেকে নিষেধ করে। ইসলামী শরীয়তে নিজের ও অপরের জন্য প্রণীত হয়েছে বিশেষ বিশেষ আদর্শ ও শিষ্টাচার। অনুরূপ প্রণয়ন করা হয়েছে পানাহার, নিদ্রা যাওয়া, জাগ্রত হওয়া, নিজ বাসস্থানে উপস্থিত ও সফর অবস্থায় এমনকি সকল বিষয়ের নিয়মাবলী ও শিষ্টাচার।

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ -

রাসূল যা তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা–৫৯ হাশর : আয়াত-৭)

কুরআন করীম ও সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত কিছু আদর্শ ও শিষ্টাচার নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১৬. সালামের আদব

১. সালামের ফযিলত

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ : تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ -

১. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করে : ইসলামের কোন আদর্শটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন : তুমি খাবার খাওয়াবে ও পরিচিতি-অপরিচিত সকলকে সালাম দিবে।

(বুখারী, হাদীস নং ১২, মুসলিম, হাদীস নং ৩৯)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَىْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنْ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا -

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ এরশাদ করেছেন : ঐ সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তোমরা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তুর কথা বলব না, যা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করবে? নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করো।

(মুসলিম, হাদীস নং ৫৪)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ (رضـ) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : -وَفِيْهِ- (اَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلَامَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوْا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ -

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি : (এতে রয়েছে) হে মানবমণ্ডলী! সালামের প্রচলন করো, খাবার খাওয়াও এবং যখন মানুষ নিদ্রায় থাকে তখন সালাত আদায় কর (তবে) নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৮৫, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ১৩৩৪)

২. সালামের পদ্ধতি

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا -

যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়া হয়, তখন তোমরাও এর চেয়ে উত্তম জবাব প্রদান কর অথবা তারই অনুরূপ জবাব দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা নিসা : আয়াত-৮৬)

٢. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عِشْرُوْنَ ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلَاثُوْنَ -

২. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলল : "আস্‌সালামু 'আলাইকুম" তিনি তার

সালামের জবাব দিলেন, অত:পর সে বসে পড়ল, তারপর নবী করীম ﷺ বললেন : "দশ" (নেকি)। অত:পর অন্য একজন এসে বলল : "আস্‌সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ" তিনি তার জবাব দিলেন. সে বসে.পড়ল, নবী করীম ﷺ বললেন: "বিশ" (নেকি) অত:পর আরো একজন এসে বলল : "আস্‌সালামু 'আলাইকুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ" তিনি তারও জবাব দিলেন, সেও বসে পড়ল, অত:পর তিনি বললেন : "ত্রিশ" (নেকি)।

(আবু দাউদ হাদীস নং ৫১৯৫ ও তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৮৯)

৩. প্রথমে সালাম প্রদানকারীর ফযিলত

١. عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ -

১. আবু আইয়ূব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : তিন রাতের বেশি কোন মুসলমানের জন্য তার ভাই থেকে (কথা না বলে) পৃথক থাকা জায়েয নয়। তাদের উভয়ের (চলা-ফেরায়) সাক্ষাত ঘটে, কিন্তু একজন তার থেকে বিমুখ হয় অন্যজনও তার থেকে বিমুখ হয়। মূলত: তাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হলো সে, যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম প্রদান করবে।

(বুখারী, হাদীস নং ৬০৭৭ ও মুসলিম, হাদীস নং ২৫৬০)

٢. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ مَنْ بَدَاَهُمْ بِالسَّلَامِ -

২. আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি- যে প্রথমে সালাম দেয়।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১৯৭, তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৯৪)

৪. প্রথমে যে সালাম দেবে

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : یُسَلِّمُ الصَّغِیْرُ عَلَی الْكَبِیْرِ وَالْمَارُّ عَلَی الْقَاعِدِ وَالْقَلِیْلُ عَلَی الْكَثِیْرِ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যে ছোট সে বড়কে, চলমান ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক বেশি সংখ্যককে সালাম দেবে।

(বুখারী, হাদীস নং ৬০৭৭ ও মুসলিম, হাদীস নং ২৫৬০)

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ : یُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَی الْمَاشِیْ وَالْمَاشِیْ عَلَی الْقَاعِدِ وَالْقَلِیْلُ عَلَی الْكَثِیْرِ ـ

২- আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : আরোহী ব্যক্তি পদাতিক ব্যক্তিকে, পদাতিক ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম প্রদান করবে।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১৯৭ ও তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৯৪)

৫. মহিলা ও শিশুদের প্রতি সালাম

۲. عَنْ اَسْمَاءَ ابْنَةِ یَزِیْدَ (رضـ) قَالَتْ : مَرَّ عَلَیْنَا النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَیْنَا -

১. আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাদের কতিপয় মহিলার নিকট দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার সময় আমাদের প্রতি সালাম প্রদান করেন। (বুখারী, হাদীস নং ৬২৩১ ও মুসলিম, হাদীস নং ২১৬০)

۲. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) اَنَّهُ مَرَّ عَلٰی صِبْیَانٍ فَسَلَّمَ عَلَیْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَفْعَلُهُ -

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ﷺ শিশুদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদের প্রতি সালাম দিয়ে বলেন : নবী করীম ﷺ এরূপ করতেন। (বুখারী, হাদীস নং ৬২৩২ ও মুসলিম, হাদীস নং ২১৬০)

৬. ফেতনামুক্ত হলে মহিলাগণ পুরুষকে সালাম দিতে পারবে

عَنْ أُمِّ هَانِىْ بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ (رضـ) قَالَتْ : ذَهَبْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ اَنَا اُمُّ هَانِىْ بِنْتُ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِاُمِّ هَانِىْ -

উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি মক্কা বিজয়ের বছর নবী করীম ﷺ-এর নিকট গমন করলাম তখন তাঁকে গোসল করা অবস্থায় পেলাম, আর তাঁর কন্যা ফাতেমা তখন তাঁকে আড়াল করেছিল। অত:পর আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন :"কে এ মহিলা?" আমি বললাম : আমি উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব। তারপর তিনি বললেন : "মারহাবা উম্মে হানী" (উম্মে হানীকে স্বাগতম)।

(বুখারী, হাদীস নং ৬১৫৮ ও মুসলিম, নং ৩৩৬)

৭. ঘরে প্রবেশের সময় সালাম

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً -

যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে তখন তোমাদের আপনজনদের প্রতি সালাম দাও। উত্তম দোয়াস্বরূপ, যা আল্লাহর নিকট থেকে বরকতময় ও পবিত্র।

(সূরা নূর : আয়াত-৬১)

২. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য ঘরে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম বিনিময় না কর। এটাই তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যাতে তোমরা মনে রাখ।

(সূরা নূর : আয়াত-২৭)

৮. জিম্মীদেরকে সালাম না দেয়া

١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَبْدَءُوا الْيَهُوْدَ وَلَا النَّصَارٰى بِالسَّلَامِ فَاِذَا لَقِيْتُمْ اَحَدَهُمْ فِى طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُ اِلٰى اَضْيَقِهِ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন : তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে সালাম দিবে না। আর যখন তাদের কার সাথে কোন রাস্তায় সাক্ষাত ঘটে তখন তাকে সংকীর্ণ রাস্তাতে বাধ্য কর।

(মুসলিম, হাদীস নং ২১৬৭)

٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا : وَعَلَيْكُمْ -

২. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : "যখন তোমাদেরকে আহলে কিতাবগণ সালাম দিবে তখন জবাবে তোমরা বলো : "ওয়া 'আলাইকুম"।" (বুখারী, হাদীস নং ৬২৫৮ ও মুসলিম, হাদীস নং ২১৬৩)

৯. মুসলিম ও কাফেরদের সমাবেশ দিয়ে অতিক্রমকালে শুধু মুসলিমদের উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান করা

عَنْ اَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنِ عُبَادَةَ .... وَفِيْهِ - حَتّٰى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ اَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ .... فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ، فَدَعَاهُمْ اِلَى اللّٰهِ وَقَرَاَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنَ -

উসামা ইবনে জায়েদ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সা'দ ইবনে উবাদাহকে দেখতে আসেন (আর তার মধ্যে রয়েছে) : যখন তিনি এমন এক সমাবেশ দিয়ে অতিবাহিত হন যাতে মুসলমান, পৌত্তলিক, 'মুশরিক ও ইয়াহুদিদের সংমিশ্রণ ছিল, নবী করীম ﷺ তাদের প্রতি সালাম প্রদান করলেন, অত :পর একটু বিরতি টেনে অবতরণ করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত করেন ও তাদের প্রতি কুরআন তেলাওয়াত করেন।"

(বুখারী, হাদীস নং ৫৬৬৩ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৭৯৮)

১০. আগমন ও প্রস্থানের সময় সালাম

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا انْتَهٰى اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَقُوْمَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْاُوْلٰى بِاَحَقَّ مِنَ الْاٰخِرَةِ -

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন মজলিশে উপস্থিত হবে, সে যেন সালাম প্রদান করে এবং যখন সেখান থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছাপোষণ করে তখনও যেন সালাম প্রদান করে, শেষবারের চেয়ে প্রথমবার সালাম প্রদান অগ্রাধিকার রাখে না। (বরং আগমন ও প্রস্থান উভয় সময়ে সালামের বিধান একই)।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২০৮ ও তিরমিযী হাদীস নং ২৭০৬)

১১. সাক্ষাতের সময় প্রণাম করা বা ঝোঁকা নিষেধ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقٰى اَخَاهُ اَوْ صَدِيْقَهٗ اَيَنْحَنِىْ لَهٗ؟ قَالَ : اَفَيَلْتَزِمُهٗ وَيُقَبِّلُهٗ؟ قَالَ : لَا قَالَ : اَفَيَاْخُذُ بِيَدِهٖ وَيُصَافِحُهٗ؟ قَالَ : نَعَمْ -

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে কোন ব্যক্তি যখন তার ভাই বা বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করবে সে কি তার জন্য ঝোঁকবে? (মাথা নীচু করে সম্মান জানাবে) তিনি জবাব দিলেন : "না" সে বলল : তবে তাঁকে কি জড়িয়ে ধরবে ও চুম্বন দিবে? তিনি বললেন : "না"। সে বলল : তবে কি তার হাত ধরে মুসাফাহা করবে? তিনি বললেন : "হ্যাঁ"। (তিরমিযী, হাদীস নং ২৭২৮ ও ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩৭০২)

১২. মুসাফাহার ফযিলত

عَنِ الْبَرَاءِ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ اِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ اَنْ يَفْتَرِقَا -

বারা' বিন আযেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : যখন দুই মুসলমানের সাক্ষাত ঘটে আর তারা পরস্পরে মুসাফাহা করে তখন তাদের আলাদা হওয়ার আগেই তাদেরকে মাফ করে দেয়া হয়।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২১২ ও তিরমিযী হাদীস নং ২৭২৭)

১৩. যখন মুসাফাহা ও কোলাকুলি (আলিঙ্গন) করতে হবে

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ : كَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوْا ، وَاِذَا قَدِمُوْا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوْا .

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণ যখন একত্রিত হতেন তখন পরস্পর মুসাফাহা করতেন এবং যখন কোন সফর থেকে আসতেন তখন পরস্পর কোলাকুলি (আলিঙ্গন) করতেন।

(ত্বাবারানী আউসাত, হাদীস নং ৯৭, ও সহীহা হাদীস নং ২৬৪৭)

১৪. অনুপস্থিত লোকের সালামের জবাবের নিয়ম

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : يَا عَائِشَةُ هٰذَا جِبْرِيْلُ يَقْرَاُ عَلَيْكَ السَّلَامَ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرٰى مَا لَا اَرٰى -

১. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাকে বলেন : হে আয়েশা জিবরাঈল ফেরেশতা তোমাকে সালাম দিয়েছেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জবাবে বললেন : "ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু"। আপনি যা প্রত্যাশা করেছেন আমি তো তা দেখি না।

(বুখারী হাদীস নং ৩২১৭ ও মুসলিম হাদীস নং ২৪৪৭)

২. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَبِيْ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ فَقَالَ : عَلَيْكَ السَّلَامُ وَعَلَى أَبِيْكَ السَّلَامُ -

২. জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলল : আমার পিতা আপনাকে সালাম দিয়েছেন, তিনি জবাবে বললেন : 'আলাইকাস্‌সালাম ওয়া আলা আবীকাস্‌সালাম।" (আহমদ, হাদীস নং ২৩৪৯২ ও আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২৩১)

১৫. আগন্তুকের সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান হওয়া

১. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوْا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ فَجَاءَ فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ : قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ -

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, বনু কুরাইযা (ইয়াহুদিরা) সা'দ ইবনে মু'আযের ফয়সালা মেনে নিবে বলে স্বীকার করলে নবী করীম ﷺ তাকে ডেকে পাঠালেন : যখন তিনি আসলেন নবী করীম ﷺ বললেন :"তোমাদের সর্দারের (নেতার) দিকে দাঁড়িয়ে যাও, কিংবা বললেন : তোমাদের উত্তম ব্যক্তির দিকে।"
(বুখারী হাদীস নং ৬২৬২ ও মুসলিম হাদীস নং ১৭৬৮)

আর মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় আছে তোমাদের সর্দারের (নেতার) দিকে দাঁড়াও এবং তাকে (বাহন থেকে) নামিয়ে এন।
(আহমদ, হাদীস নং ২৫৬১০, সহীহ হাদীস নং ৬৭)

২. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهَا كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِيْ مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِيْ مَجْلِسِهَا -

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ফাতেমার চেয়ে রাসূলে করীম ﷺ-এর সাথে আকৃতি, আদর্শ ও চারিত্রিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কাউকে আমি প্রত্যাশা করিনি, ফাতেমা যখন তাঁর নিকট আসতেন তিনি তার দিকে দাঁড়ায়ে যেতেন। অত:পর তার হাত ধরতেন ও তাকে চুম্বন দিতেন এবং তাঁর আসনে তাকে বসাতেন। পক্ষান্তরে রাসূলে করীম ﷺ যখন ফাতেমার নিকট আসতেন সে তার দিকে দাঁড়িয়ে যেত, অত:পর তাঁর হাত ধরতো ও তাঁকে চুম্বন দিত এবং তার আসনে তাঁকে বসাতো।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২১৭ ও তিরমিযী হাদীস নং ৩৮৭২)

১৬. যে ব্যক্তি আশা করবে মানুষ তার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে সম্মান করুক তার শাস্তি

عَنْ مُعَاوِيَةَ (رضـ) قَالَ : مُعَاوِيَةَ (رضـ) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি পছন্দ করে লোকজন তার জন্য দাঁড়িয়ে সম্মান করুক সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে তৈরি করে নেয়।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২২৯ ও তিরমিযী, হাদীস নং ২৭৫৫)

১৭. সালাম শুনা না গেলে তিনবার দেয়ার হুকুম বিধান

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ عَادَهَا ثَلاَثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ وَاِذَا اَتٰى عَلٰى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا -

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : নবী করীম ﷺ যখন কোন কথা বলতেন তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যেন তা (ভালবাবে) বুঝা যায় এবং যখন কোন দলের নিকট আসতেন, তাদের প্রতি তিনবার সালাম দিতেন। (বুখারী, হাদীস নং ৯৫)

১৮. জামা'আতের প্রতি সালামের হুকুম

عَنْ عَلِيِّ ابْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ اِذَا مَرُّوْا اَنْ يُسَلِّمَ اَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوْسِ اَنْ يَرُدَّ اَحَدُهُمْ -

আলী ইবনে আবু তালেব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : কোন জামা'আত বা দল যদি অতিবাহিত হয় তবে তাদের মধ্য থেকে একজন সালাম দেয়াই যথেষ্ট। অনুরূপ বসা ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে একজনের জবাব দেয়াই যথেষ্ট। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২১০, সহীহ হাদীস নং ১৪১২ ও ইরওয়া হাদীস নং৭৭৮)

১৯. পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় সালাম দেয়া- নেয়া নিষেধ

١. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ -

১. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ পেশাব করছিলেন এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি অতিবাহিত হয় এবং সালাম দেয়, নবী করীম ﷺ তার সালামের জবাব দেননি। (মুসলিম, হাদীস নং ৩৭০)

٢. عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ (رض) اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى تَوَضَّاَ ثُمَّ اعْتَذَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ : اِنِّىْ كَرِهْتُ اَنْ اَذْكُرَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِلَّا عَلٰى طُهْرٍ اَوْ قَالَ عَلٰى طَهَارَةٍ -

২. মুহাজির ইবনে কুনফুয (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ পেশাব করেছিলেন, এমবতাবস্থায় সে এসে তাঁকে সালাম দেয়। কিন্তু তিনি ওযু না করা পর্যন্ত তার সালামের কোনো জবাব দেননি। অত:পর তিনি তার নিকট ওজর পেশ করলেন এবং বললেন : অপবিত্র অবস্থায় আমি আল্লাহর নাম জিকির করব তা আমি অপছন্দ করি।" (আবু দাউদ, হাদীস নং ১৭ ও নাসাঈ, হাদীস নং ৩৮)

২০. আগন্তুককে বন্ধুত্ব দেখানো উত্তম ও অপরিচিত ব্যক্তির পরিচয় গ্রহণ করা যাতে করে তাকে যথার্থ স্থানে রাখতে পারে

عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ كُنْتُ اُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ اِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ اَتَوَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنِ الْوَفْدُ اَوْ مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوْا : رَبِيْعَةُ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ اَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامٰى -

আবু জামরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) ও লোকদের মাঝে দোভাষী ছিলাম। অত:পর তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন : আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন কর তিনি বললেন : তোমরা কোন প্রতিনিধি দল? অথবা বলেন তোমরা কোন গোত্রের লোক? তারা বলল, রাবী'আ গোত্রের। অত:পর তিনি বলেন : "মারহাবা" স্বাগতম! এ গোত্রের প্রতি অথবা প্রতিনিধি দলের প্রতি, তাদের জন্য কোন ধরনের লাঞ্ছনা ও লজ্জা নেই।

(বুখারী, হাদীস নং ৮৭ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৭)

২১. "আলাইকাস সালাম" বলে সালাম দেওয়া নিষেধ :

عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ (رض) قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلَامُ فَقَالَ : لَا تَقُلْ : عَلَيْكَ السَّلَامُ، وَلٰكِنْ قُلْ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ -

১. জাবের ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ এর নিকট আগমন করে বললাম : "আলাইকাস সালাম।" তিনি বললেন : আলাইকাস সালাম বলো না, বরং বল : "আসসালামু আলাইকা----।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২০৯ ও তিরমিযী হাদীস নং ২৭২২)

وَفِىْ لَفْظٍ : فَاِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتٰى -

২. অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে : কেননা "আলাইকাস সালাম" হলো মৃত ব্যক্তিবর্গের জন্য সালাম।" (আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২০৯)

২২. সালাম ও তার জবাব দেয়ার পর যে সকল অভিবাদন বলবে

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ (رض) أَنَّهَا قَالَتْ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَنْ هٰذِهِ؟ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِيْ طَالِبٍ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ : فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : زَعَمَ ابْنُ أُمِّيْ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانَ ابْنِ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ : وَذَاكَ ضُحًى .

উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গমন করি। তিনি তখন গোসল করতে ছিলেন এবং তাঁর কন্যা ফাতেমা তাঁকে পর্দা দ্বারা ঘিরে রেখেছিলেন। উম্মে হানী বলেন : আমি তাঁকে সালাম প্রদান করলে তিনি বলেন : কে? আমি বললাম : আমি উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব। তিনি ﷺ বললেন : উম্মে হানীকে স্বাগতম! আর তিনি গোসল শেষ করে একটি পোশাক পরিধান করে ৮ রাকা'আত সালাত আদায় করেন। তিনি সালাত শেষ করলে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমার বৈমাত্রেয় ভাই ধারণা করছে যে, সে একজন মানুষকে হত্যা করেছে। আর আমি হুবাইরার বেটা ওমুককে নিরাপত্তা দিয়েছি। তিনি ﷺ বলেন : হে উম্মে হানী! আপনি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন আমিও তাকে নিরাপত্তা দান করলাম। উম্মে হানী বলেন : সে সময়টা ছিল চাশতের সময়। (বুখারী, হাদীস নং ৩৫৭ ও মুসলিম, হা : নং ৩৩৬)

১৭. পানাহারের আদব ও শিষ্টাচার

১. সুন্নাত হলো : সর্বপ্রথম বড় ও সম্মানি ব্যক্তি খাওয়া আরম্ভ করা

عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ : كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَضَعَ يَدَهُ .

হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা যখন নবী ﷺ-এর সাথে কোন খাবার খাওয়ার জন্য উপস্থিত হতাম, তখন রাসূলে করীম ﷺ যতক্ষণ তাঁর হাত খানায় না রাখতো ততক্ষণ আমরা হাত দিতাম না। (মুসলিম, হাদীস নং ২০১৭)

২. পূত-পবিত্র হালাল খাবার থেকে খাওয়া

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ -

হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে থাক। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৭২)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন–

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ -

যারা অনুসরণ করে এ রাসূলের যিনি নিরক্ষর নবী, যার প্রসঙ্গে তারা তাওরাত ও ইঞ্জিল যা তাদের নিকট রয়েছে তাতে লেখা রয়েছে। যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের বাধা প্রদান করে এবং তাদের জন্য সমস্ত পবিত্র বস্তু হালাল করে ও অপবিত্র বস্তুগুলো হারাম করে। (সূরা আরাফ : আয়াত-১৫৭)

৩. পানাহারের প্রারম্ভে "বিসমিল্লাহ" বলা ও নিজের দিক থেকে খাওয়া

عَنْ عُمَرَ بْنَ اَبِیْ سَلَمَةَ (رضـ) یَقُوْلُ : كُنْتُ غُلَامًا فِیْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَتْ يَدِیْ تَطِيْشُ فِی الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا غُلَامُ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِیْ بَعْدُ -

১. ওমর ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট বালক অবস্থায় ছিলাম। আমার হাত খাবার পাত্রে এক স্থানে স্থির থাকত না। তাই নবী করীম ﷺ আমাকে বললেন : হে বালক! "বিসমিল্লাহ" বলো, ডান হাত দ্বারা ভক্ষণ কর ও নিজের সামনে থেকে ভক্ষণ কর। কাজেই তখন থেকে আমি নিয়ম অনুযায়ী ভক্ষণ করি।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৩৭৬, মুসলিম হাদীস নং ২০২২)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَسِیَ اَنْ يَذْكُرَ اللّٰهَ فِیْ اَوَّلِ طَعَامِهٖ فَلْيَقُلْ حِيْنَ يَذْكُرُ : بِسْمِ اللّٰهِ فِیْ اَوَّلِهٖ وَاٰخِرِهٖ، فَاِنَّهٗ يَسْتَقْبِلَ طَعَامَهٗ جَدِيْدًا ، وَيَمْنَعُ الْخَبِيْثَ مَا كَانَ يُصِيْبُ مِنْهُ -

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি খাবারের প্রারম্ভে "বিসমিল্লাহ"বলতে ভুলে গেল সে যেন যখনই স্মরণ হবে তখনই যেন বলে : "বিসমিল্লাহি ফি আওয়ালিহি ওয়া আখেরিহি।" অত:পর সে নতুনভাবে খাবার গ্রহণ করবে এবং তাতে পতিত হওয়া দূষিত জিনিস থেকে বিরত থাকবে।" (ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৫২১৩, ইবনে সুন্নী হাদীস নং ৪৬১, সিলসিলা সহীহা হাদীস নং ১৯৮)

৪. ডান হাতে পানাহার করা

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ : اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَاْكُلْ بِيَمِيْنِهٖ وَاِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرِبْ بِيَمِيْنِهٖ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْكُلُ بِشِمَالِهٖ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهٖ-

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ভক্ষণ করবে সে যেন ডান হাতে ভক্ষণ করে, যখন পান করবে ডান হাতেই পান করবে। কেননা শয়তান তার বাম হাতে ভক্ষণ করে ও বাম হাতে পান করে। (মুসলিম, হাদীস নং ২০২০)

৫. পান করার সময় পাত্রের বাইরে নিঃশ্বাস ফেলা

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِى الشَّرَابِ ثَلَاثًا وَيَقُوْلُ : اِنَّهٗ اَرْوٰى وَاَبْرَاُ وَاَمْرَاُ -

আনাস ইবনে মালেক (রা) থকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ পান করার সময় তিনবার নিঃশ্বাস গ্রহণ করতেন, বলতেন : "নিশ্চয়ই তা অতি তৃপ্তিদায়ক, নিরাপদ ও উত্তম।"

(বুখারী, হাদীস নং ৫৬৩১ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০২৮)

৬. অন্যকে পান করানোর পদ্ধতি

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتِىَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيْبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِيْنِهٖ اَعْرَابِىٌّ وَعَنْ يَسَارِهٖ اَبُوْ بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ اَعْطَى الْاَعْرَابِىَّ وَقَالَ : اَلْاَيْمَنَ فَالْاَيْمَنَ -

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট কিছু পানি মিশ্রিত দুধ নিয়ে আসা হলো, এমতাবস্থায় তাঁর ডানে ছিল একজন বেদুইন ও বামে ছিলেন আবু বকর (রা)। তিনি পান করে প্রথমে দিলেন (ডানে অবস্থিত) বেদুইনকে ও বললেন : ডানের দিক প্রাধান্য পাবে।

(বুখারী, হাদীস নং ২৩৫২ ও মুসলিম হাদীস নং ২০২৯)

৭. দাঁড়ানো অবস্থায় পান না করা

١. عَنْ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় পান করা থেকে নিষেধ করেন। (মুসলিম হাদীস নং ২০২৫)

٢. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلاً يَشْرِبُ قَائِمًا فَقَالَ لَهٗ قِهْ قَالَ لِمَهْ قَالَ اَيَسُرُّكَ اَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ قَالَ لا قَالَ فَاِنَّهٗ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ الشَّيْطَانُ -

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থায় পান করতে দেখে বললেন : "বমি করে ফেলো" সে বলে কেন? তিনি বললেন : তুমি কি চাও যে, তোমার সাথে বিড়াল পান করুক? সে বলল : না, তিনি বললেন : (এখন তো) তোমার সাথে অবশ্যই তার চেয়ে নিকৃষ্ট শয়তান পান করল। (আহমদ, হাদীস নং ৭৯৯০ও আদ্দারামী হাদীস নং ২০৫২, সিলসিলা সহীহা হাদীস নং ১৭৫)

৮. দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয

عَنِ النَّزَّالِ قَالَ اَتٰى عَلِيٌّ (رض) عَلٰى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ اِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ اَحَدُهُمْ اَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَاِنِّيْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَاَيْتُمُوْنِيْ فَعَلْتُ -

নাযযাল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) বাবুর রাহাবাতে এসে দাঁড়িয়ে পান করেন। অত:পর বলেন : কিছু সংখ্যক মানুষ তাদের কাউকে দাঁড়িয়ে পান করাকে পছন্দ করে। অথচ আমি নবী করীম ﷺ-কে দেখেছি আমাকে যেমন তোমরা দেখলে তেমনি করেছেন। (বুখারী হাদীস নং ৫৬১৫)

৯. সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার না করা

عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوْا فِيْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَاْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا فَاِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَنَا فِى الْاٰخِرَةِ -

হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমরা রেশমী পোশাক পরিধান করো না, সোনা ও রূপার পাত্রে পান করো না ও তার বাসনে আহার করো না। কেননা নিশ্চয়ই এগুলো দুনিয়ায় তাদের (কাফেরদের) জন্য এবং আখিরাতে আমাদের জন্যে।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৪৩৬ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০৬৭)

১০. আহারের নিয়ম

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْكُلُ بِثَلَاثِ اَصَابِعَ وَيَلْعَقُ يَدَهٗ قَبْلَ اَنْ يَمْسَحَهَا -

১. কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ তিন আঙ্গুলি দ্বারা আহার করতেন এবং হাত মোছার (ধৌত করার) পূর্বে চাটতেন।

(মুসলিম, হাদীস নং ২০৩২)

عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ اَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ قَالَ وَقَالَ : اِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْاَذٰى وَلْيَاْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ . وَاَمَرَنَا نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ قَالَ فَاِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ فِىْ اَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ .

২. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ যখন কোন খাবার খেতেন, তখন তাঁর তিনটি আঙ্গুলি চাটতেন, (বর্ণনাকারী) বলেন : আর তিনি ﷺ বলেন : যখন তোমাদের কোন লোকমা পড়ে যায়, তা যেন পরিষ্কার করে

খেয়ে নিবে। শয়তানের জন্য ছেড়ে দিওনা। বর্ণনাকারী বলেন : তিনি আমাদেরকে বাসনে চেটে খাওয়ারও আদেশ করেন, আর তিনি বলেন : তোমরা অবশ্যই অবগত নও যে, তোমাদের কোন খাবারের মধ্যে বরকত বিদ্যমান রয়েছে। (মুসলিম, হাদীস নং ২০৩৪)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتّٰى يَسْتَاْذِنَ اَصْحَابَهُ .

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ (সম্মিলিতভাবে খাওয়ার সময়) সঙ্গী-সাথীদের অনুমতি ব্যতীত এক সাথে দুই খেজুর ভক্ষণ করতে নিষেধ করেন।

(বুখারী, হাদীস নং ২৪৫৫ ও মুসলিম- হাদীস নং ২০৪৫)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِيَاْكُلْ اَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهٖ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهٖ وَلْيَاْخُذْ بِيَمِيْنِهٖ وَلْيُعْطِ بِيَمِيْنِهٖ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْكُلُ بِشِمَالِهٖ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهٖ وَيُعْطِىْ بِشِمَالِهٖ وَيَاْخُذُ بِشِمَالِهٖ -

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন : তোমাদের প্রত্যেকেই যেন ডান হাত দ্বারা খাবার খায়, ডান হাত দ্বারা (কোন কিছু) গ্রহণ করে এবং ডান হাত দ্বারা (কোন কিছু) দেয়, কেননা শয়তান তার বাম হাত দ্বারা পানাহার করে, বাম হাত দ্বারা দেয় এবং বাম হাত দ্বারাই গ্রহণ করে।

(ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩২৬৬, সিলসিলা সহীহা হাদীস নং ১২৩৬)

১১. আহারের পরিমাণ

عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ (رض) قَالَ : رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَا مَلَا اٰدَمِىٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ اٰدَمَ اُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهٗ فَاِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهٖ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهٖ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهٖ -

মেকদাম ইবনে মা'দী কারাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : "পেটের চেয়ে মন্দ কোন থলি মানুষ পূর্ণ করে না। মানুষের মেরুদণ্ড সোজা করতে যতটুকু খাবার দরকার ততটুকুই তার জন্য যথেষ্ট। কাজেই যখন আহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তখন পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাবারে গ্রহণ, এক-তৃতীয়াংশ পানীয় গ্রহণ ও এক-তৃতীয়াংশ তার শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য (নির্ধারণ করবে)। (তিরমিযী হাদীস নং ২৩৮০, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩৩৪৯)

১২. খাবারে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা উচিত নয়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : مَا عَابَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ اِنِ اشْتَهَاهُ اَكَلَهُ وَاِلَّا تَرَكَهُ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম ﷺ কখনও কোন খাবারে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতেন না। যদি পছন্দ করতেন তা ভক্ষণ করতেন, আর যদি অপছন্দ করতেন তবে তা পরিহার করতেন।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৪০৯ ও মুসলিম হাদীস নং ২০৬৪)

১৩. অধিক খাবার খাওয়া অনুচিত

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ : اَلْكَافِرُ يَاْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَاْكُلُ فِىْ مِعًى وَاحِدٍ -

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : কাফের খাবার খায় সাত উদরে আর ঈমানদার আহার করে এক উদরে।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৩৯৩ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০৬০)

১৪. আহার করানো ও আহারে সহযোগিতা করার ফযিলত

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِى الْاَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْاَرْبَعَةِ يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ -

১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি : একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট, দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট এবং চার জনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট।

(মুসলিম, হাদীস নং ২০৫৯)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْاِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ : تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِأُ السَّلاَمَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ -

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামের কোন আদর্শটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন : অপর ব্যক্তিকে খাবার খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া।
(বুখারী, হাদীস নং ৬২৩৬ ও মুসলিম, হাদীস নং ৩৯)

٣. عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ (رضـ) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُتِىَ بِطَعَامٍ اَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ اِلَىَّ -

৩. আবু আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট যখন কোন খাবার আসত, তা থেকে তিনি ভক্ষণ করে আমার জন্য অতিরিক্তটুকু পাঠিয়ে দিতেন। (মুসলিম, হাদীস নং ২০৫৩)

১৫. আহারকারীর খাবারের প্রশংসা করা

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاَلَ اَهْلَهُ الْاُدُمَ فَقَالُوْا مَا عِنْدَنَا اِلَّا خَلٌّ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَاْكُلُ بِهِ وَيَقُوْلُ : نِعْمَ الْاُدُمُ الْخَلُّ -

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ নিজ পরিবারের নিকট তরকারীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তারা জবাব দেয় যে, সিরকা ছাড়া অন্য কিছু নেই, তিনি তা নিয়ে আসতে বলেন, অত:পর তিনি তা খাওয়া শুরু করেন ও বলতে থাকেন : কতই না উত্তম এ সিরকা তরকারী, কতই না উত্তম এ সিরকা তরকারী। (মুসলিম, হাদীস নং ২০৫২)

১৬. পানীয় বস্তুতে ফুঁ দেয়া নিষেধ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ (رض) اَنَّهُ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَاَنْ يُنْفَخَ فِى الشَّرَابِ .

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ পাতিলের ছিদ্র দিয়ে পান করতে এবং পানীয় বস্তুতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেন।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭২২, তিরমিযী হাদীস নং ১৮৮৭)

১৭. পানীয় পরিবেশনকারী সকলের শেষে পান করবে

عَنْ اَبِى قَتَادَةَ (رض) قَالَ : رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ اٰخِرِهٖ-قَالَ : اِنَّ سَاقِىَ الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ شُرْبًا-

আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ আমাদের সামনে খুতবা দেওয়ার শেষ পর্যায়ে বলেন : জাতির পানীয় পরিবেশনকারী সর্বশেষ পানকারী। (মুসলিম হাদীস নং ৬৮১)

১৮. একত্রিতভাবে আহার করা

عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ (رض) اَنَّ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَاْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْنَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ -

ওয়াহশী ইবনে হারব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন: নবী করীম ﷺ-এর সাহাবাগণ অভিযোগ করল : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমরা খাবার খাই কিন্তু তৃপ্তি পাই না। তিনি বলেন : সম্ভবত তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে খাবার খাও"। তারা বলল : হ্যাঁ তিনি বললেন : তোমরা একত্রিতভাবে এবং "বিসমিল্লাহ" বলো, তবে তাতে তোমাদের জন্য বরকত হবে।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭৬৪, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩২৮৬)

১৯. মেহমানের সম্মান ও নিজেই তার সেবা করা :

১. আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ - اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ط قَالَ سَلٰمٌ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ - فَرَاغَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ - فَقَرَّبَهٗ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ -

তোমার নিকট ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানের বিবরণ এসেছে কি? যখন তারা তার নিকট হাজির হয়ে বলল : "সালাম" জবাবে সে বলল : "সালাম।" তারা তো অপরিচিত মানুষ। অত:পর ইবরাহীম তার স্ত্রীর কাছে আসল এবং একটি মোটা বাছুর (ভুনা) নিয়ে আসল ও তাদের সামনে রেখে বলল, তোমরা খাও না কেন? (সূরা যারিয়াত : আয়াত-২৪-২৭)

عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ جَائِزَتُهٗ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهٗ اَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهٗ حَتّٰى يُحْرِجَهٗ -

২. আবু শুরাইহ আল কা'বী (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। একদিন ও একরাত্রি হলো তার প্রাপ্য। আতিথেয়তা হলো তিন দিন, তারপর হবে সাদকা। আর তাকে (মেজবানকে) অসুবিধায় ফেলে তার কাছে মেহমানের (বেশি দিন) অবস্থান করা জায়েয নেই।

(বুখারী হাদীস নং ৬১৩৫ ও মুসলিম হাদীস নং ৪৮)

২০. খাবার খাওয়ার সময় মানুষ যেভাবে বসবে

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْ كُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا -

তোমরা একত্রিতভাবে অথবা পৃথখ পৃথখভাবে আহার করলে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। (সূরা নূর : ৬১)

২১. খাবারের উদ্দেশ্যে বসার পদ্ধতি

عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ (رضـ) يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنِّىْ لَا اٰكُلُ مُتَّكِئًا -

১. আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : আমি হেলান দিয়ে অবশ্যই খাবার খাই না। (বুখারী, হাদীস নং ৫৩৯৮)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ : رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْعِيًا يَاْكُلُ تَمْرًا -

২. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উভয় গোছা খাড়া করে নবী করীম ﷺ কে উভয় নিতম্বের উপর বসে খেজুর ভক্ষণ করতে দেখেছি। (মুসলিম, হাদীস নং ২০৪৪)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ (رضى) قَالَ : اَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَجَثَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ يَاْكُلُ فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ مَا هٰذِهِ الْجِلْسَةُ فَقَالَ : اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنِيْ عَبْدًا كَرِيْمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا عَنِيْدًا -

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে একটি ছাগল হাদিয়া দিই, তখন তিনি হাঁটু গেড়ে বসে খাচ্ছিলেন, তারপর এক বেদুইন বলে : এ কোন জাতীয় বসা? তিনি জবাব দিলেন : আমাকে আল্লাহ নম্র-বিনয়ী বান্দা বানিয়েছেন, হটকারী ও অহংকারী বানাননি।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭৭৩, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩২৬৩)

২২. ব্যস্ত ব্যক্তির খাওয়ার নিয়ম

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ : اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَاْكُلُ مِنْهُ اَكْلاً ذَرِيْعًا وَفِيْ رِوَايَةٍ -

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে কিছু খেজুর দেওয়া হলে তিনি তা দ্রুতভাবে বন্টন করেছিলেন ও দ্রুত তা থেকে কিছু ভক্ষণ করছিলেন (বসার সুযোগ পাননি)। (মুসলিম, হাদীস নং ২০৪৪)

২৩. ঘুমানোর সময় পানির পাত্র ঢেকে রাখা ও বিসমিল্লাহ বলা

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ..... : وَاَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللّٰهِ وَاَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللّٰهِ

وَاَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللّٰهِ وَخَمِّرْ اِنَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللّٰهِ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا -

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন : দরজা বন্ধ কর ও বিসমিল্লাহ্ বল, তোমার ঘরের আলো নিভিয়ে দাও ও "বিসমিল্লাহ্" বল। তোমার পানির পাত্রের মুখ ঢেকে রাখ ও "বিসমিল্লাহ" বল এবং তোমার বাসনপত্র ঢেকে রাখ ও "বিসমিল্লাহ" বল। এমনকি সামান্য কিছু হলেও তার উপর কিছু দিয়ে রাখ। (বুখারী হাদীস নং ৩২৮০ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০১২) (অর্থাৎ : প্রতিটি কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে করবে।)

২৪. সেবকের সাথে আহার করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا اَتٰى اَحَدَكُمْ خَادِمُهٗ بِطَعَامِهٖ فَاِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهٗ فَلْيُنَاوِلْهُ اُكْلَةً اَوْ اُكْلَتَيْنِ اَوْ لُقْمَةً اَوْ لُقْمَتَيْنِ فَاِنَّهٗ وَلِىَ حَرَّهٗ وَعِلاَجَهٗ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন : যখন তোমাদের কারো নিকট তার সেবক খাবার নিয়ে হাজির হয়, আর সে যদি তাকে তার সাথে না বসায়, তবে তাকে অন্তত কিছু খাবার বা (তা থেকে) এক-দু লোকমা যেন দেয়। কেননা সে খাবার প্রস্তুতের তাপ ও যাবতীয় কষ্ট সহ্য করেছে।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৪৬০ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৬৬৩)

২৫. যদি খাবার সালাতের পূর্বে হাজির হয় তাহলে প্রথমে খাবার খাওয়া

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا وُضِعَ عَشَاءُ اَحَدِكُمْ وَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ -

আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যখন রাতের খাবার হাজির হয় এবং সালাতের একামত দেয়া হয় তখন তোমরা প্রথমে রাতের খাবার ভক্ষণ করে নাও।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৪৬৩ ও মুসলিম, হাদীস নং ৫৫৭)

২৬. বাসন থেকে খাওয়ার পদ্ধতি

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا اَكَلَ اَحَدُ كُمْ طَعَامًا فَلاَ يَاْكُلْ مِنْ اَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلٰكِنْ لِيَاْكُلْ مِنْ اَسْفَلِهَا فَاِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ اَعْلاَهَا -

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যখন তোমাদের কেউ খাবার খাবে সে যেন বাসনের (মাঝের) উপর থেকে না খায়; বরং সে যেন তার নিচ (পার্শ্ব) থেকে খায়। কেননা মধ্যখানে বরকত নাযিল হয়। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭৭২ , ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩২৭৭)

২৭. দুধ পান করলে যা করবে

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ : (اِنَّ لَهُ دَسَمًا)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ কিছু দুধ পান করার পর পানি নিয়ে ডাকেন ও কুলি করেন এবং বলেন : "দুধ তৈলাক্ত জিনিস।"
(বুখারী, হাদীস নং ২১১ ও মুসলিম, হাদীস নং ৩৫৮)

২৮. খাবার খাওয়ার পরে আল্লাহর প্রশংসা করার ফযিলত

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَاْكُلَ الْاَكْلَةَ فَيَحْمَدَهٗ عَلَيْهَا ، اَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهٗ عَلَيْهَا -

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তার বান্দার প্রতি সন্তুষ্টি হয় যখন সে খাবার ভক্ষণ করে তার প্রশংসা করে বা পান করে তার প্রশংসা করে। (মুসলিম, হাদীস : নং ২৭৩৪)

২৯. খাবার খাওয়ার পরে যা দোয়া পড়বে

عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ

هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ -

১. মু'আয ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আহার করার পর বলল : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্ব'আমানী হাযাতত্বয়ামা ওয়া রাজাকানীহ্ মিন গাইরি হাওলিমমিন্নী ওয়া লা কুওয়্যাহ। তার বিগত পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০২৩ও ইবনে মাজাহ্ হাদীস নং ৩২৮৫)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا -

২. আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন তার দস্তরখানা উঠাতেন তখন বলতেন : আলহামদুলিল্লাহি কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফীহ্, গাইরা মাকফিয়্যিন ওয়া লা মুয়াদদায়িন ওয়ালা মুস্তাগনান 'আনহু রব্বানা।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৪৫৮)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ وَقَالَ مَرَّةً اِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَفَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُوْرٍ -

৩. আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন খাবার খাওয়া শেষ করতেন, বর্ণনাকারী একবার বলে, দস্তরখানা উঠিয়ে নিতেন তখন তিনি বলতেন : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাফানা ওয়া আরওয়ানা গাইরা মাকফিয়্যিন ওয়া লা মাকফূরিন। (বুখারী, হা : নং ৫৪৫৯)

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ (رضـ) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَكَلَ اَوْ شَرِبَ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا -

৪. আবু আইয়ূব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ যখন খাবার ভক্ষণ শেষ করতেন তখন বলতেন : "আল হামদুলিল্লাহিল্লাযী আত্ব'আমা ওয়া সাকা ওয়া সাওয়াগাহু ওয়া জা'আলা লাহু মাখরাজা।"

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৮৫১)

اَللّٰهُمَّ اَطْعَمْتَ وَاَسْقَيْتَ وَاَغْنَيْتَ وَاَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَاَحْيَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى مَا اَعْطَيْتَ -

৫. আল্লাহুম্মা আত্ব'আমতা, ওয়া আসকাইতা, ওয়া আগনাইতা, ওয়া আক্বনাইতা, ওয়া হাদাইতা, ওয়া আহ্ইয়াইতা, ফালাকালহামদু 'আলা মা আ'ত্বইতা।"

(আহমদ হাদীস নং ১৬৭১২, সিলসিলা সহীহা হাদীস নং ৭১)

৩০. মেহমানের আগমন ও প্রত্যাগমনের সময় যা করবে

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَامُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ -

হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করেই খাওয়ার জন্য নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহ্বান করা হলে তোমরা প্রবেশ করো এবং খাওয়া শেষে চলে যাও, তোমরা কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে পড় না। (সূরা আহযাব : আয়াত-৫৪)

৩১. মেহমানের পক্ষ থেকে মেজবানের জন্য দোয়া

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ -

১. "আল্লাহুম্মা বারিকলাহুম ফী মা রাজাকতাহুম, ওয়াগফির লাহুম ওয়ারহামহুম।" (মুসলিম, হাদীস নং ২০৪২)

عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ اِلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَاَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ -

২. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সা'দ ইবনে উবাদার গৃহে আসেন, অত:পর সা'দ রুটি ও তৈল সামনে পেশ করলে তিনি খাওয়ার পর বলেন : আফত্বরা 'ইন্দাকুমস্স-য়িমূন, ওয়া আকালা ত্ব'য়ামাকুমুল আবরার, ওয়া সল্লাত 'আলাইকুমল মালাইকাহ্।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৮৫৪ ও ইবনে মাজাহ হাদীস নং ১৭৪৭)

৩২. পানি পান করানো বা ইচ্ছা পোষণকারীর জন্য দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ اَسْقَانِيْ -

আল্লাহুম্মা আত'ইম মান আত্ব'আমানী, ওয়া আসক্বি মান আসক্ব–নী।"

(সলিম হাদীস নং ২০৫৫)

১৮. রাস্তা ও বাজারের আদব ও শিষ্টাচার

১. রাস্তার হক

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا فَقَالَ اِذَا اَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسَ فَاَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهٗ قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذٰى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ -

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বেঁচে থাক সাহাবায়ে কেরাম বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তায় বসে আলাপচারিতা করা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। অত:পর তিনি বলেন : তোমাদের (রাস্তায়) বসা ছাড়া কোন উপায় নেই।

সুতরাং, তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। তাঁরা বলেন : রাস্তার আবার হক কি? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন :"দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা, সালামের জবাব দেয়া এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা। (বুখারী, হাদীস নং ৬২২৯ শব্দাবলী বুখারীর ও মুসলিম হাদীস নং ২১২১)

وَفِیْ لَفْظٍ : اِجْتَنِبُوْا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ فَقُلْنَا اِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسٍ قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسٍ قَعَدْنَا نَتَذَا كَرُ وَنَتَحَدَّثُ قَالَ اِمَّا لَا فَادُّوْا حَقَّهَا غَضُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ -

২. অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে : তোমরা অনেক লোক চলাচলের রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক,"। আমরা বললাম : অবশ্য আমরা যেখানে কোন সমস্যা দেখা যায় না সেখানে বসে আলাপচারিতা ও কথোপকথন করি। তিনি বলেন : "যদি বসতে হয় তাহলে রাস্তার হক আদায় কর, তা (রাস্তার হক) হলো : দৃষ্টি অবনমিত রাখা, সালামের জবাব দেয়া ও উত্তম কথা বলা। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৮১৭)

وَفِیْ لَفْظٍ (وَتُغِيْثُوا الْمَلْهُوْفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ -

৩. অন্য বর্ণনায় রয়েছে : মাজলুমের সাহায্য করবে ও পথভুলে যাওয়া ব্যক্তিকে রাস্তা দেখাবে। (বুখারী, হাদীস নং ৩০ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৬৬১)

২. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَقَدْ رَاَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِى الْجَنَّةِ فِیْ شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ تُؤْذِى النَّاسَ -

আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তিকে আমি জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষে ঘুরাঘুরি করতে দেখি যে গাছটিকে সে রাস্তার মধ্য থেকে কেটে ফেলেছিল। কেননা তা মানুষকে (যাতায়াত পথে কষ্ট দিত।

(বুখারী, হাদীস নং ১৩৫৬, ৬৫২ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৯১৪)

৩. রাস্তায় পেশাব-পায়খানা না করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ . قَالُوْا : وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ (اَلَّذِيْ يَتَخَلّٰى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ فِىْ ظِلِّهِمْ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন : "তোমরা দু'টি লা'নতকারী থেকে বেঁচে থাক। তারা (সাহাবীগণ) বললেন, দু'টি অভিশাপকারী কি হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন : যে মানুষের চলাচলের রাস্তায় অথবা ছায়াতে পেশাব-পায়খানা করে। (মুসলিম, হাদীস নং ২৬৯)

৪. কিবলার দিকে থুথু ফেলা নিষেধ

عَنْ حُذَيْفَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ -

হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি কিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে, শেষ বিচার দিবসে উক্ত থুথু তার উভয় চোখের মাঝে ফেলা হবে। (ইবনে খুযাইমা হাদীস নং ১৩১৪ ও আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৮২৪)

৫. যানবাহনে আরোহণের সময় যা বলবে

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ

"সুবহানাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহূ মুক্বরিনীন"

৬. চলার পথে সোয়ারীর প্রতি খেয়াল রাখা ও রাত্রে সফরকালে রাস্তার উপর অবতরণ না করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخِصْبِ فَاَعْطُوا الْاِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْاَرْضِ وَاِذَا سَافَرْتُمْ فِى السَّنَةِ فَاَسْرِعُوْا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَاِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيْقَ فَاِنَّهَا مَاْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীমﷺবলেন : যখন তোমরা শস্য-শ্যামল ভূমিতে ভ্রমণ কর তখন তোমরা উটকে জমিন থেকে তার প্রাপ্য দাও। পক্ষান্তরে যখন তোমরা দুর্ভিক্ষকবলিত অনাবাদী ভূমিতে সফর কর তখন তোমরা তাকে দ্রুত হাকিয়ে নিয়ে যাও। আর যদি তোমরা রাত্রিতে অব-তরণ কর, তবে তোমরা রাস্তা বিরত থাক, কেননা তা রাতের সময় বিষাক্ত ও হিংস্র জীবজন্তুর আশ্রয়স্থল। (মুসলিম, হাদীস নং ১৯২৬)

৭. অহংকারী ব্যক্তির মত চলা থেকে বিরত থাকা

وَلَاتُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا - اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ -

অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং দুনিয়ায় গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

(সূরা লোকমান : আয়াত-১৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ قَدْ اَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ اِذَا خُسِفَ بِهِ الْاَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِى الْاَرْضِ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীমﷺথেকে বর্ণনা করেন। তিনি ﷺ বলেছেন : যখন একজন মানুষ চলার সময় তার কেশগুচ্ছ ও চাদর তাকে অহংকারে পতিত করে তখন জমিন তাকে ধ্বসিয়ে ফেলে। সে শেষ বিচার দিবস সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত জমিনে ঢুকতেই থাকবে।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৭৮৯ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০৮৮)

৮. ক্রয়-বিক্রয়ে মহানুভবতা

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرٰى وَاِذَا اقْتَضٰى -

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহমত নাযিল করেন, যে মহানুভবতার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করে ও পাওনা ফিরিয়ে চায়। (বুখারী, হাদীস নং ২০৭৬)

৯. ঋণ পরিশোধের সময় হলে তা আদায় করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ فَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِىٍّ فَلْيَتْبَعْ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলে করীম ﷺ বলেন :"ধনীর (ঋণ পরিশোধে) গড়িমসি করা জুলুম। যখন তোমাদের কাউকে কোন ধনী লোকের দিকে হাওয়ালা করা হয়, সে যেন তা কবুল করে নেয়।"

(বুখারী, হাদীস নং ২২৮৭ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৫৬৪)

১০. অভাবীকে পরিশোধের জন্য সুযোগ দেয়া ও ক্ষমা করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَاِذَا رَاٰى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهٖ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : জনৈক ব্যবসায়ী মানুষদেরকে ঋণ দিত, আর যখন কোন অভাবগ্রস্তকে দেখত, সে তার কর্মচারীদেরকে বলত, তাকে মাফ করে দাও, হয়তো আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দিবেন। এর ফলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন।"

(বুখারী, হাদীস নং ২০৭৮, বুখারীর ও মুসলিম হাদীস নং ১৫৬২)

১১. সালাতের সময় ক্রয়-বিক্রয় না করা

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

হে ঈমানদারগণ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর জিকিরের জন্য ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ছেড়ে দাও, তা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা উপলব্ধি কর। আর সালাত শেষ হলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ খোজ করবে ও আল্লাহর অধিক জিকির করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা : জুমু'আহ : আয়াত-৯-১০)

১২. সর্বাবস্থায় ইনসাফ বজায় রাখা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ - اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ - وَاِذَا كَالُوْا هُمْ اَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ - اَلَا يَظُنُّ اُولٰئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ - لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ - يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

ওজনে যারা কম দেয় তাদের জন্য দুর্ভোগ। যারা মানুষের নিকট থেকে মেপে নেয়ার সময় পুরোপুরি গ্রহণ করে। আর যখন তাদের জন্য ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। ওরা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে, মহাদিবসে যেদিন সকল মানুষ বিশ্ব জগতে পালনকর্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে।

(সূরা আল-মুত্বাফফিফীন : আয়াত-১-৬)

১৩. অধিক পরিমাণে শপথ না করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اَلْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মিথ্যা শপথে পণ্য বাজারজাত হয়ে যায় বটে; কিন্তু তা বরকত মি-টিয়ে দেয়। (বুখারী, হাদীস নং ২০৮৭ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৬০৬)

১৪. হারাম ও জঘন্য জিনিস ক্রয়-বিক্রয় এবং লেন-দেন ত্যাগ করা

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا–

আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। (সূরা বাকারা : ২৭৫)

২. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি-আস্তানা ও ভাগ্যনির্ণয়ক তীর, ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা তা পরিহার কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা মায়িদা : আয়াত-৯০)

৩. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤئِثَ -

আর (তিনি-মুহাম্মাদ স) তাদের জন্য পবিত্র বস্তুকে হালাল করেন ও অপবিত্র বস্তুকে হারাম করেন। (সূরা আ'রাফ : ১৫৭)

১৫. মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় না নেয়া

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَاَدْخَلَ يَدَهٗ فِيْهَا فَنَالَتْ اَصَابِعُهٗ بَلَلًا: فَقَالَ : مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : اَفَلَا فَوْقَ الطَّعَامِ كَیْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّیْ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ খাবারের স্তূপের নিকট দিয়ে গমন করার সময় তিনি তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে তাঁর হাত ভিজে যায়, তখন তিনি বলেন : হে খাদওয়ালা একি? সে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ এতো আকাশের বৃষ্টির ফলে। তিনি বলেন : "তুমি তা খাদ্যের উপরে রাখনি কেন যাতে মানুষ দেখত। যে প্রতারণা করে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।

(মুসলিম, হাদীস নং ১০২)

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا قَالَ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا -

২. হাকীম ইবনে হেজাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা যতক্ষণ একে থেকে পৃথক না হবে, ততক্ষণ তাদের এখতিয়ার থাকবে। যদি তারা সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ-ক্রটি গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হয়।

(বুখারী, হাদীস নং ২০৭৯ বুখারীর ও মুসলিম, হাদীস নং ১৫৩২)

১৬. পণ্যের অবৈধ মজুত না করা

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ(رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ لَا يَحْتَكِرُ اِلَّا خَاطِئٌ -

মা'মার ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলে করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : একমাত্র ভুলকারীই মূল্যবাড়ানো উদ্দেশ্যে জমা করে।"

(মুসলিম, হাদীস নং ১৬০৫)

১৯. সফরের (ভ্রমণের) আদব ও শিষ্টাচার

১. নেক ব্যক্তিবর্গের ওসিয়াত কামনা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُسَافِرَ فَاَوْصِنِىْ قَالَ : عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا اَنْ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اطْوِلَهُ الْاَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলে : হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফর করতে ইচ্ছুক কাজেই, আপনি আমাকে ওসিয়াত করুন। তিনি বলেন : "তোমার জন্য আল্লাহ ভীতি আবশ্যক এবং প্রতিটি উঁচু স্থানে 'আল্লাহু আকবার' বলবে। ঐ ব্যক্তি যখন ফিরে চলে গেল, তিনি বললেন : "হে আল্লাহ! তুমি তার জন্য জমিনকে গুটিয়ে দাও এবং তার সফরকে সহজ করে দাও।"

(তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৪৫, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২৭৭১)

২. সফরের প্রারম্ভে মুসাফিরের জন্য প্রার্থনা

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُوَدِّعُنَا فَيَقُوْلُ : اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ -

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ আমাদেরকে বিদায় জানানোর সময় বলতেন : [আসতাওদি'উল্লাহা দ্বীনাকা ওয়া আমানাতিকা ওয়া খাওয়াতীমা 'আমালিক্] আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত ও তোমার জীবনের শেষ আমল আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করলাম। (তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৪৩, তিরমিযীর ও হাকেম হাদীস নং ১৬১৭, সিলসিলা সহীহা হাদীস নং ১৪)

৩. অবস্থানকারীদের জন্য মুসাফিরের প্রার্থনা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اَسْتَوْدِعُكَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا يُضِيْعُ وَدَائِعُهُ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ আমাকে ছেড়ে যাওয়ার সময় বললেন : [আসতাওদি'উকাল্লাহাল্লাযী লা ইউযী'য়ু ওয়াদাই'য়ুহ্] আমি তোমাকে সেই আল্লাহর দায়িত্ব ন্যস্ত করে যাচ্ছি যিনি তাঁর আমানতসমূহ বিনষ্ট করেন না। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৯২১৯, সিলসিলা সহীহা হাদীস নং ১৬ ও ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২৮২৫)

৪. সৎসঙ্গীর সাথে ভ্রমণ করা

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخُ

الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً -

আবু মূসা আশ'আরী (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হলো : সুগন্ধ বহনকারী (আতর বিক্রেতা) ও হাপর ফুঁৎকার প্রদানকারী (কামার)-এর মতো। সুগন্ধ বহনকারী হয়ত তোমাকে সুগন্ধময় করবে অথবা তুমি তার থেকে কিনবে কিংবা (কমপক্ষে) তুমি তা থেকে সুগন্ধ পাবে। পক্ষান্তরে হাপরে ফুঁ প্রদানকারী (কামার) হয়ত তোমার বস্ত্র জ্বালিয়ে দিবে অথবা (কমপক্ষে) দুর্গন্ধ পাবে।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৫৩৪, বুখারীর ও মুসলিম হাদীস নং ২৬২৮)

৫. একাকী সফর না করা

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى الْوَحْدَةِ مَا اَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ -

১. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : একাকী সফরে কি (অসুবিধা) রয়েছে আমি যা জানি মানুষ তা যদি জানত তবে কোন সওয়ারী রাতে একাকী চলাফেরা করত না। (বুখারী, হাদীস নং ২৯৯৮)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ -

২. আমর ইবনে শু'আইব তার পিতা ও তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন : তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন : একজন সওয়ারী এক শয়তান ও দু'জন সওয়ারী দুই শয়তান স্বরূপ আর তিনজন সওয়ারী তো একটি কাফেলা। (আবু দাউদ, হাদীস নং ২৬০৭ ও আবু দাউদ, হাদীস নং ২২৭১ ও তিরমিযী, হাদীস নং ১৬৭৪০)

৬. কুকুর ও ঘন্টা সাথে নিয়ে ভ্রমণ না করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : যে ভ্রমণে কুকুর ও ঘন্টা থাকে ফেরেশতারা সে সফরে সঙ্গী হিসেবে থাকে না।

(মুসলিম, হাদীস নং ২১১৩)

৭. সঙ্গী-সাথীকে ভ্রমণে ও অন্য ক্ষেত্রে সাহায্য করা

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِىْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلٰى رَاحِلَةٍ لَهٗ قَالَ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهٗ يَمِيْنًا وشِمَالًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مَعَهٗ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهٖ عَلٰى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهٗ وَمَنْ كَانَ لَهٗ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهٖ عَلٰى مَنْ لَا زَادَ لَهٗ-

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা আমরা কোন এ সফরে নবী করীম ﷺ-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি সওয়ারীতে আরোহণ করে আসল। বর্ণনাকারী বললেন : অত:পর সে তার দৃষ্টি ডানে-বামে ফিরানো আরম্ভ করল। তা দেখে রাসূলে করীম ﷺ বললেন : যার নিকট অতিরিক্ত সওয়ারী রয়েছে, যার নেই তার জন্য যেন নিয়ে আসে, আর যার নিকট নিজের পাথেয়–এর অতিরিক্ত রয়েছে, যার নেই তার জন্য যেন নিয়ে আসে।"

(মুসলিম, হাদীস নং ১৭২৮)

৮. আরোহণের দোয়া

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ - وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

সুবহানাল্লাযী সাখখারা লানা হাযা ওয়া মা কুন্না লাহূ মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনক্বলিবূন। (সূরা জুখরুফ : আয়াত-১৩-১৪)

৯. সফরের দোয়া

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اسْتَوٰى عَلٰى بَعِيْرِهٖ خَارِجًا اِلٰى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَطْوِ عَنَّا بُعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ . اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ، وَاِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ -

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ সফরে বের হওয়ার সময় উটের উপর সোজা হয়ে বসে তিনবার "আল্লাহ আকবার" বলার পর বলতেন–

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ - وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

সুবহানাল্লাযী সাখখারা লানা হাযা ওয়া মা কুন্না লাহূ মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনক্বলিবূন।

"পূত-পবিত্র সে মহান সত্ত্বা যিনি আমাদের জন্য তা বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা তাকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না, আর আমরা অবশ্যই ফিরে আসব আমাদের পালনকর্তা দিকে।" (সূরা যুখরুফ : ১৩-১৪)

এরপর বলতেন : [আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হাযাল বিররা ওয়াত্তাকওয়া, ওয়া মিনাল 'আমালি মা তারযা, আল্লাহুম্মা হাওবিন 'আলাইনা সাফারিনা হাযা ওয়াত্বি 'আনড়বা বু'দাহু, আল্লাহুম্মা আন্তাস স-হিবু ফিস্সাফারি ওয়ালখলীফাতু ফিলআহ্ল, আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন ওয়া'ছায়িস্সাফারি ওয়া কা'আবাতিল মানযরি ওয়া সূইল মনক্বালাবি ফিলমালি ওয়ালআহ্ল ।]

হে আল্লাহ! আমাদের এ ভ্রমণ আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করি নেক কাজ ও পরহেযগারিতা এবং আমরা এমন আমলের সামর্থ্য তোমার নিকট কামনা করি, যা তুমি পছন্দ কর। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ সফরকে সহজ-সাধ্য করে দাও এবং তার দূরত্বকে আমাদের জন্য কমিয়ে দাও।

হে আল্লাহ! তুমিই এ সফরে আমাদের সাথী আর পরিবারের দেখাশুনাকারী। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি ভ্রমণের ক্লান্তি থেকে এবং অবাঞ্ছিত কষ্টদায়ক দৃশ্য দেখা থেকে এবং সফর থেকে ফিরে আসার সময় সম্পদ ও পরিজনের ক্ষয়ক্ষতির দৃশ্য দেখা থেকে।

আর যখন নবী করীম ﷺ সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন উক্ত দোয়ার পর বাড়িয়ে বলতেন :

[আয়িবূনা, তায়িবূনা, 'আবিদূনা, লিরব্বিনা হামিদূন]

আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকরী, ইবাদতকারী ও আমাদের পালনকর্তার প্রশংসাকারী।] (মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪২)

১০. সফরে দু'জন বের হলে যা করণীয়

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهٗ وَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا -

আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাকে ও মু'আযকে ইয়ামেন প্রেরণা সময় বলেন : তোমরা সহজতা অবলম্বন করবে কঠোরতা করবে না, সুসংবাদ দিবে তাড়িয়ে দিবে না এবং একে অপরের অনুসরণ করবে ও বিরোধিতা করবে না। (বুখারী, হাদীস নং ৪৩৪৪ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৭৩৩)

১১. তিন বা ততোধিক ব্যক্তি ভ্রমণে বের হলে তাদের একজনকে আমীর (নেতা) নিয়োগ করবে

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ -

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : যখন তিনজন ভ্রমনে বের হবে তখন তারা যেন একজনকে আমীর নিয়োগ করে।"

(আবু দাউদ হাদীস নং ২৬০৮)

১২. জালেমদের অঞ্চল দিয়ে গমনের সময় মুসাফিরের দোয়া

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ : لاَتَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اِلَّا اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مَا اَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী যখন হিজ্‌র (তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার সময় সামূদ জাতির ধ্বংসলীলা)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন তখন বলেন : "যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে তাদের এলাকায় প্রবেশ করো না; কিন্তু তাদের যে আযাব পৌছেছিল তা তোমাদের পৌছার ভয়ে কান্নাকাটি করে প্রবেশ করলে চলবে। অত:পর নবী করীম ﷺ বাহনের উপর তাঁর চাদর দ্বারা মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলেন। (বুখারী, হা : নং ৩৩৮০ ও মুসলিম হা : নং ২৯৮০)

১৩. উপরে উঠা ও নিচে নামার সময় মুসাফির যা বলবে

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) وَفِيْهِ- قَالَ : وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُيُوْشُهُ اِذَا عَلَوا الثَّنَايَا كَبَّرُوْا وَاِذَا هَبَطُوْا سَبَّحُوْا .

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, (তাতে রয়েছে) তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ও তাঁর বাহিনী যখন উপরে উঠতেন, আল্লাহু আকবার" বলতেন এবং যখন নিচে নামতেন, "সুবহানাল্লাহ" বলতেন।

(হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাদীস নং ২৫৯৯)

১৪. সফর অবস্থায় ঘুমের নিয়ম

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ فِى سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلٰى يَمِيْنِهٖ وَاِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهٗ وَوَضَعَ رَاْسَهٗ عَلٰى كَفِّهٖ .

কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ সফররত অবস্থায় যখন রাত যাপন করতেন তখন তিনি ডান কাতে শয়ন করতেন। আর যখন ফজরের পূর্বে কোথাও অবস্থান নিতেন তখন তিনি তাঁর হাত খাড়া করে তালুর উপর নিজের মাথা রাখতেন। (মুসলিম, হাদীস নং ৬৮৩)

১৫. কোন স্থানে নামার সময় দোয়া

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيْمٍ السُّلَمِيَّةَ (رض) اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهٗ شَيْئٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهٖ ذٰلِكَ -

খাওলা বিনতে হাকীম আস্সালামিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি কোন স্থানে এসে বলবে : [আ'উযু বিকালিমাতিল্লাহিত তামমাতি মিন শাররি মা খলাক্ব] আল্লাহর নিকট তাঁর যাবতীয় সৃষ্টির ক্ষতি থেকে তাঁর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহ নাম ও গুণাবলী) এর মাধ্যমে আশ্রয় চাই যতক্ষণ সে ঐ স্থান থেকে না ফিরবে ততক্ষণ কোন জিনিস তাঁর ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। (মুসলিম, হাদীস নং ২৭০৮)

১৬. মুসাফির যখন সকাল করবে তখন যা বলবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا كَانَ فِىْ سَفَرٍ وَاَسْحَرَ يَقُوْلُ : سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَحُسْنِ بَلَائِهٖ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَاَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন কোন সফরে থাকতেন ও সকাল করতেন তখন বলতেন : [সামি'আ সামি'উন বিহামদিল্লাহি ওয়া হুসনি বালায়িহি 'আলাইনাা রব্বানাা স–হিবনা ওয়া আফযিল 'আলাইনা 'আয়িযান বিল্লাহি মিনান্নার]" (মুসলিম হাদীস নং ২৭১৮)

সওয়ারী হোঁচট খেলে বলবে : বিসমিল্লাহ – بِسْمِ اللّٰهِ

১৭. সফরে কোন গ্রাম চোখে পড়লে বলবে

عَنْ صُهَيْبٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرَ قَرْيَةً يُرِيْدُ دُخُوْلَهَا اِلَّا قَالَ حِيْنَ يَرَاهَا اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا اَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ فَاِنَّا نَسْاَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا -

সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী করীম ﷺ যখনই কোন গ্রাম দেখতেন, আর সে গ্রামে প্রবেশের ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন :

[আল্লাহুম্মা রব্বাস্ সামাওআতিস্ সাবয়ি ওয়া মা আযলালনা, ওয়া রব্বাল আরযীনাস্ সাবয়ি ওয়া মা আক্বলালনা, ওয়া রাব্বালশ্ শায়াত্বীনা ওয়া মা আযলালনা, ওয়া রব্বালর্ রিয়াহি ওয়া মা যারাইনা, ফাইন্না নাসআলুকা খাইরা হাযিল ক্বরইয়াতি ওয়া খইরা আহলিহা, ওয়া না'উযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি আহলিহা ওয়া শাররি মা ফীহা]

হে সপ্তাকাশ ও যা কিছু তার নিচে রয়েছে তার মালিক, হে সপ্ত জমিন ও তার উপরে যা কিছু রয়েছে তার মালিক! শয়তানদের ও যাদের তারা গোমরাহ করেছে তাদের পালনকর্তা এবং হে প্রবাহিত বাতাস ও বাতাসে যা কিছু উড়িয়ে নিয়ে যায় তার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা তোমার কাছে এ গ্রাম ও এর অধিবাসীদের মঙ্গল কামনা করি এবং আমরা আপনার কাছে এ গ্রাম ও গ্রামবাসীদের ও এর মধ্যে যে ক্ষতি ও অকল্যাণ আছে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

(হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ ও সুনানে কুবরা হাদীস নং ৮৮২৬ ও তাহাভীর মুশকিলুল আসার হাদীস নং ৫৬৯৩। দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাদীস নং ২৭৫৯)

১৮. বৃহস্পতিবার সফর করা মুস্তাহাব

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ. وَفِىْ لَفْظٍ : لَقَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ اِذَا خَرَجَ فِى سَفَرٍ اِلَّا يَوْمَ الْخَمِيْسِ -

কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাবুক যুদ্ধের জন্যে বৃহস্পতিবার বেরিয়ে ছিলেন। আর তিনি সাধারণত বৃহস্পতিবার ভ্রমণ শুরু করতেই পছন্দ করতেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে : তিনি বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য কোন দিন খুব কমই ভ্রমণ শুরু করতেন। (বুখারী, হাদীস নং ২৯৪৯-২৯৫০)

১৯. সকালে সফরে বের হওয়া এবং রাত্রিতে চলা

١. عَنْ صَخْرِ الْغَامِدِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِىْ فِىْ بُكُوْرِهَا قَالَ : وَكَانَ اِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً اَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ اَوَّلَ النَّهَارِ.

১. সাখ্‌র আল-গামেদী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের সকালবেলা বরকত দান করুন। আর বর্ণনাকারী বলে, তিনি ﷺ যখন কোন অভিযান বা সৈন্যদল পাঠাতেন তাদেরকে দিনের প্রারম্ভে প্রেরণ করতেন। (আহমদ, হাদীস নং ১৫৫২২ ও আবু দাউদ হাদীস নং ২৬০৬)

٢. عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَاِنَّ الْاَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ -

২. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : "তোমরা ফজরের সালাতের পূর্বে অন্ধকার অবস্থায় সফরের ইচ্ছা কর, কেননা রাত্রিতে জমিনকে সংকুচিত করে দেয়া হয়।"

(মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ১৫১৫৭ ও আবু দাউদ হাদীস নং ২৫৭১)

২০. হজ্ব বা অন্য সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর যা বলবে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ اَوْ حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْاَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ -

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে করীম ﷺ যখনই কোন যুদ্ধ, বা হজ্ব কিংবা উমরা থেকে ফিরে আসতেন তখন তিনি প্রত্যেক উঁচু ভূমিতে তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলতেন এবং পরে বলতেন : [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর, আয়িবূনা, তায়িবূনা, 'আবিদূনা, সাজিদুনা, লিরব্বিনা হামিদূন। সদাকাল্লাহু ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা 'আব্দাহু ওয়া হাজামাল আহ্জাবা ওয়াহ্দাহ্।"

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সর্বময় ক্ষমতা এবং যাবতীয় প্রশংসা কেবল তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, সেজদাহকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন, নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সকল দুশমনকে পরাজিত করেছেন।

(বুখারী, হাদীস নং ১৭৯৭ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪৪)

২১. প্রয়োজন শেষে করে মুসাফির যা করবে

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ وَنَوْمَهٗ فَاِذَا قَضٰى نَهْمَتَهٗ فَلْيُعَجِّلْ اِلٰى اَهْلِهٖ -

২০. নিদ্রা ও জাগ্রত হওয়ার আদব

১. নিদ্রা যাওয়ার সময় যা করণীয়

عَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَطْفِئُوا الْمَصَابِيْحَ اِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوا الْاَبْوَابَ وَاَوْكُوا الْاَسْقِيَةَ وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ -

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেন : রাতে যখন তোমরা নিদ্রা যাবে তখন আলো নিভিয়ে দাও, দরজা বন্ধ কর, পানির পাত্রগুলো এবং খাদ্য-পানীয় বস্তু ঢেকে রাখ।

(বুখারী, হাদীস নং ৬২৯৬ ও মুসলিম হাদীস নং ২০১২)

২. ঘুমের আগে হাত চর্বি ও অন্যান্য গন্ধ মুক্ত করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاتَ وَفِىْ يَدِهٖ رِيْحُ غَمَرٍ فَاَصَابَهٗ شَىْءٌ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهٗ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলে করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হাত ধৌত না করে চর্বি জাতীয় গন্ধ নিয়ে নিদ্রা যায়। অত:পর তার কোন সমস্যা ঘটে তবে সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ না করে।

(হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৬০ ও ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩২৯৭)

৩. অযু অবস্থায় নিদ্রা যাওয়ার ফযীলত

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلٰى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : সফর আযাবের একটি অংশ। যা তোমাদেরকে নিদ্রা ও পানাহার থেকে বিরত রাখে। অতএব, সফরকারী তার প্রয়োজন শেষে যেন তাড়াতাড়ি পরিজনের নিকট ফিরে আসে।
(বুখারী, হাদীস নং ৩০০১ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৯২৭)

২২. সফর শেষে আগমনের সময়

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ اِلَّا نَهَارًا فِى الضُّحٰى فَاِذَا قَدِمَ بَدَاَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ -

১. কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ সফর (সেরে) দিনের প্রথম প্রহর ছাড়া (বাড়িতে) আসতেন না। যখন তিনি আসতেন প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। অত:পর সেখানে বসতেন। (বুখারী, হাদীস নং ১৮০০ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৯২৮)

٢. عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطْرُقُ اَهْلَهٗ كَانَ لَا يَدْخُلُ اِلَّا غُدْوَةً اَوْ عَشِيَّةً -

২. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ রাত্রে কখনও পরিবারের নিকট আসতেন না। তিনি সকাল কিংবা বিকালে আসতেন।

২৩. সফর শেষে রাত্রিতে আসলে পরিবারকে জানানো সুন্নাত

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَدْخُلْ عَلٰى اَهْلِكَ حَتّٰى تَسْتَحِدَ الْمُغِيْبَةَ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةَ -

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন : তুমি যদি (পরিবারের নিকট) রাতের বেলা আসতে চাও, তবে তুমি তার নাভির নিচ পরিষ্কার ও এলোমেলো চুল আঁচড়িয়ে পরিপাটি না করা পর্যন্ত প্রবেশ করবে না।
(বুখারী, হাদীস নং ৫২৪৬ ও মুসলিম হাদীস নং ৭১৫)

১. মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যে কোন মুসলিম ব্যক্তি পাক-পবিত্র হয়ে জিকির করা অবস্থায় নিদ্রা যাবে। অত:পর রাতে জাগ্রত হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য আল্লাহর নিকট যা প্রার্থনা করবে আল্লাহ তাকে তাই দান করবেন। (হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৪২ শব্দগুলি তার ও ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩৮৮১)

৪. মুসলিম ব্যক্তি নিদ্রা যাওয়ার সময় কুরআন কারীম থেকে যা তিলাওয়াত করবে

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اٰوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) وَ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهٖ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلٰى وَوَجْهِهٖ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهٖ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন বিছানায় গমন করতেন প্রত্যেক রাতেই তিনি উভয় হাত একত্রিত করে তাতে "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ", কুল আ'উযুবি রাব্বিল ফালাক" এবং "কুল আ'উযুবি রাব্বিননাস" তিলাওয়াত করতেন ও ফুঁ দিতেন। অত:পর যথা সম্ভব নিজ দেহে উক্ত হাত বুলাতেন। আর (এভাবে) উভয় হাত দ্বারা আরম্ভ করতেন এবং মাথা ও চেহারা থেকে এবং দেহের সম্মুখ অংশে অনুরূপ তিনি তিনবার করতেন। (বুখারী, হাদীস নং ৫০১৭)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ : وَكَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَاَتَانِىْ اٰتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّ الْحَدِيْثَ فَقَالَ اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ -

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রমযান মাসের যাকাতের মাল হেফাজত করার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। এমন সময় একজন আগন্তুক এসে খাবার থেকে মুষ্টিভরে নিতে আরম্ভ করল, আমি তাকে আটক করে বললাম : আমি তোমাকে অবশ্যই নবী করীম ﷺ-এর নিকট নিয়ে যাব। (অত:পর সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। (পরিশেষে আগন্তুক) বলে : আপনি যখন বিছানায় যাবেন তখন আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করবেন, তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে আপনার সাথে সর্বদা একজন পাহারাদার থাকবেন, সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান আপনার নিকটবর্তী থেকে পারবে না। অত:পর নবী করীম ﷺ বলেন : সে তো তোমাকে যা বলেছে সত্য বলেছে কিন্তু সে তো বাস্তবেই বড় মিথ্যুক, সে তো শয়তান। (বুখারী, হাদীস নং ৫০১০)

৫. ঘুমের সময় 'আল্লাহু আকবার', 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা

عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ فَاطِمَةَ (رض) جَاءَتْ تَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ خَادِمًا فَلَمْ تُوَافِقْهُ، قَالَتْ ....فَأَتَانَا وَقَدْ اَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا ... فَقَالَ : اَلَا اَدُلُّكُمَا عَلٰى خَيْرٍ مِمَّا سَاَلْتُمَاهُ اِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللّٰهَ اَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ وَاَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَاَلْتُمَاهُ -

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, ফাতেমা (রা) নবী করীম ﷺ-এর নিকট একজন সেবকের জন্য আসে কিন্তু তাঁকে পায়নি,------- যখন নবী করীম ﷺ আসেন, তখন আয়েশা (রা) তাঁর কাছে বিষয়টি খুলে বললেন। -------। আমরা শয়ন করলে তিনি ﷺ আসেন এবং বলেন : "তোমরা আমার নিকট যা চেয়েছ, আমি কি তোমাদেরকে তার চেয়েও ভাল জিনিসের সন্ধান দিব না? যখন তোমরা বিছানায় যাবে, তখন চৌত্রিশ বার "আল্লাহু আকবার" তেত্রিশবার "আলহামদুলিল্লাহ" এবং তেত্রিশবার "সুবহানাল্লাহ" পাঠ করবে, এটাই তোমাদের জন্য তার চেয়ে অতি উত্তম, যা তোমরা চেয়েছিল।

(বুখারী হাদীস নং ৩১১৩ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাদীস নং ২৭২৭)

৬. প্রয়োজনের বেশি শয্যার ব্যবস্থা না করা

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهٗ : فِرَاشٌ لِّلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِّامْرَاَتِهٖ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ -

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাকে বললেন : একটি শয্যা হবে পুরুষের, দ্বিতীয়টি তার স্ত্রীর, তৃতীয়টি মেহমানের এবং চতুর্থটি শয়তানের। (মুসলিম, হাদীস নং ২০৮৪)

৭. তিনবার বিছানা ঝাড়ু দেয়া বা পরিষ্কার করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا اَوٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهٗ بِدَاخِلَةِ اِزَارِهٖ فَاِنَّهٗ لَا يَدْرِىْ مَا خَلَفَهٗ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ . وَفِىْ لَفْظٍ : فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهٖ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেন : “তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন বিছানায় গমন করবে সে যেন তার বিছানাটি তার লুঙ্গির পাড়-পার্শ্ব দ্বারা ঝেড়ে নেয়; কেননা সে জানেনা পরবর্তীতে বিছানার উপর কি হয়েছে। অত:পর সে বলবে : “বিসমিকা রব্বী ওয়া'তু জানবী, ওয়াবিকা আরফা'উহু, ইন আমসাকতা নাফসী ফারহামহা, ওয়া ইন আরসালতাহা ফাহফাজহা বিমা তাহফাজু বিহী ‘ইবাদাকাস্ স–লেহীন।”

হে আমার পালনকর্তা! তোমার নামে আমি আমার পার্শ্ব (বিছানায়) রাখলাম, তোমার সাহায্যেই তা উঠাব, তুমি যদি আমার আত্মাকে নিয়ে নাও তবে তার প্রতি দয়া কর, আর যদি তাকে সুযোগ দাও তবে যেভাবে তুমি তোমার সৎবান্দাদেরকে হেফাজত কর সেভাবে তাকে হেফাজত কর।

(বুখারী হাদীস নং ৬৩২০ ও মুসলিম, হাদীস নং ২৭১৪)

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে : সে যেন বিছানা তার পোশাকের পাড়-পার্শ্ব দ্বারা তিনবার ঝেড়ে নেয়। (বুখারী, হাদীস নং ৭৩৯৩)

৮. ওযু অবস্থায় ডান পার্শ্ব হয়ে নিদ্রা যাওয়া

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا اَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِى اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ فَاِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَاَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ اٰخِرَمَا تَتَكَلَّمُ -

বারা' ইবনে আজেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাকে বলেছেন : যখন তুমি তোমার বিছানায় (ঘুমানোর উদ্দেশ্যে) যাবে তখন সালাতের ওযুর ন্যায় ওযু করবে, তারপর তোমার ডান দিকে কাত হয়ে শয়ন করবে এবং পড়বে :

[আল্লাহুম্মা আসলামতু ওয়াজহী ইলাইকা ওয়া ফাওওয়াযতু আমরী ইলাইকা ওয়া আলজা'তু যহরী ইলাইকা রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা, লা মালজাআ ওয়া লা মানজা মিনকা ইল্লা ইলাইকা, আল্লাহুম্মা আমান্তু বিকিতাবিকাল্লাযী আনজালতা ওয়া বিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা]

হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার নিকট ন্যস্ত করলাম, আর আমার যাবতীয় কাজ তোমার প্রতি ন্যস্ত করলাম, আমার পৃষ্ঠদেশকে তোমার দিকেই ঝুকে দিলাম, এসব তোমারই রহমতের প্রত্যাশায় এবং তোমারই শাস্তির ভয়ে। তোমার নিকট ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও কোন মুক্তির উপায় নেই। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছ এবং যে নবীকে তুমি পাঠিয়ে তার প্রতি ঈমান এনেছি। (এরপর নবী করীম ﷺ বলেন : যদি তুমি মৃত্যুবরণ কর তবে ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করবে। আর এগুলোকে তুমি সর্বশেষে বলবে।

(বুখারী, হাদীস নং ৬৩১১ ও মুসলিম হাদীস নং ২৭১০)

৯. নিদ্রা যাওয়া ও জাগ্রত হওয়ার সময় যা বলবে

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اٰوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِىَ لَهٗ وَلَا مُؤْوِىَ -

১. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন তাঁর বিছানায় যেতেন তখন তিনি বলতেন : [আল-হামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্ব'আমানা, ওয়াসাক্ব–না, ওয়াকাফানা, ওয়াআওয়ানা, ফাকাম মিম্মান লা কাফিয়া লাহু ওয়া লা মু'বিয়া]

যাবতীয় প্রশংসা ঐ রাব্বুল আলামীনের যিনি আমাদেরকে পানাহার করান, যিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং যিনি আমাদেরকে আশ্রয় দেন। এমন কত মানুষ রয়েছে যার নেই কোন যথেষ্টকারী এবং নেই কোন আশ্রয়দাতা।

(মুসলিম, হাদীস নং ২৭১৫)

اَللّٰهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِىْ وَاَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا اِنْ اَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَاِنْ اَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْعَافِيَةَ -

২. [আল্লাহুম্মা খলাকতা নাফসী ওয়া আন্তা তাওয়াফফাহা লাকা মামাতুহা ওয়া মাহ্ইয়াহা, ইন আহ্ইয়াইতাহা ফাহফাযহা, ওয়া ইন আমাত্তাহা ফাগফির লাহা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফিয়াহ]

হে আল্লাহ! তুমি আমার রূহকে সৃষ্টি করেছ, তুমিই তাকে পূর্ণতা দান করেছ। তোমার কাজেই তার মৃত্যু ও জীবন। যদি তুমি তাকে জীবিত রাখ তার হেফাজত কর আর যদি মৃত্যু দাও তবে তাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে মাফ চাই। (মুসলিম, হাদীস নং ২৭১২)

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ

وَالْفُرْقَانِ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ أٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ -

৩. ডান কাঁধ হয়ে শয়ন করে বলবে : [আল্লাহুম্মা রব্বাস্ সামাওয়াতি ওয়া রব্বাল আরযি ওয়া রব্বাল 'আরশিল 'আযীম, রব্বানা ওয়া রব্বা কুল্লি শাইয়িন, ফালিক্বল হাব্বি ওয়ান্নাওয়া ওয়া মুনজিলাত তাওরাতি ওয়াল ইঞ্জীলি ওয়াল ফুরক্ব–ন, আ'ঊযুবিকা মিন শাররি কুল্লি শাইয়িন অন্তা আখিযুন বিনাসিয়াতিহি, আল্লাহুম্মা আন্তাল আওয়ালু ফালাইসা কাবলাকা শাইয়ুন, ওয়া আন্তাল আখিরু ফালাইসা বা'দাকা শাইয়ুন, ওয়া আন্তায য–হিরু ফালাইসা ফাওক্বকা শাইয়ুন, ওয়ান্তাল বাত্বিনু ফালাইসা দূনাকা শাইয়ুন, ইক্বযি 'আন্নাদ দাইনা ওয়া আগনিনা মিনাল ফাক্বরি]

হে আল্লাহ! তুমি আকাশমণ্ডলির প্রতিপালক, তুমি জমিনের প্রতিপালক, তুমি মহা আরশের প্রভু, আমাদের প্রতিপালক এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক। বীজ ও আঁটি ফেঁড়ে চারা ও বৃক্ষের উদ্ভব ঘটাও তুমি, তাওরাত, ইঞ্জিল ও ফুরকান তথা কুরআনের অবতীর্ণকারী একমাত্র তুমি। আমি প্রত্যেক বস্তুর ক্ষতি থেকে তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করি যার সবকিছু তোমারই আয়ত্বাধীনে। হে আল্লাহ! তুমিই অনাদি, তোমার পূর্বে কোন কিছুই নেই। তুমিই অনন্ত তোমার পর কোন কিছুই থাকবে না। তুমিই প্রকাশমান, তোমার ওপর কিছুই নেই। তুমিই অপ্রকাশ্য তোমার চেয়ে নিকটবর্তী কোন কিছু নেই। তুমি আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং আমাদেরকে দারিদ্র্যতা থেকে মুক্ত রাখ।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭১৩)

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهٗ أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ -

৪. [আল্লাহুম্মা 'আলিমাল গাইবি ওয়াশ্শাহাদাহ্, ফাত্বিরিস্ সামাওয়াতি ওয়ালআরয্, রব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালীকাহ্, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, আ'উযু বিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া মিন শাররিশ শায়ত্ব–নি ওয়া শিরকিহ্]

হে আল্লাহ! তুমি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জান। ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা। তুমিই সব কিছুর প্রতিপালক ও অধিপতি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আমার প্রবৃত্তির ক্ষতি থেকে একমাত্র তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং আমি আশ্রয় চাই শয়তান ও তার শিরকের ক্ষতি থেকে। (হাদীসটি সহীহ, আত্তায়ালিসী হাদীস নং ৯ ও তিরমিযী হাদীস নং ৩৩৯২)

عَنِ الْبَرَاءِ (رضـ) قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهٗ عَلٰى خَدِّهٖ ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ -

৫. বারা ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন শয়ন করতেন তখন তিনি তাঁর ডান হাত গালের নিচে রেখে বলতেন : [আল্লাহুম্মা ক্বিনী 'আযাবাকা ইয়াওমা তাব'আছু 'ইবাদাক্]

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার শাস্তি থেকে রক্ষা কর যে দিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবে। (মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ১৮৬৫৯ সিলসিলা সহীহাইন হাদীস নং ২৭৫৪)

عَنْ اَبِى الْاَزْهَرِ الْاَنْمَارِيِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهٗ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ وَضَعْتُ جَنْبِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَاَخْسِىْ شَيْطَانِىْ وَفُكَّ رِهَانِىْ وَاجْعَلْنِىْ فِى النَّدِيِّ الْاَعْلٰى -

৬. আবু আজহার আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ রাত্রিকালে যখন বিছানায় আসতেন তখন বলতেন : [বিসমিল্লাহি ওয়াযা'তু জাম্বী, আল্লাহুম্মাগফির লী যাম্বী, ওয়া আখসি' শায়তানী, ওয়া ফুক্কা রিহানী, ওয়াজ'আলনী ফিন্নাদিয়্যিল আ'লা]

আল্লাহর নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ স্থাপন করলাম। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপরাশি মাফ কর। আমার মধ্যে যে শয়তান অবস্থান করছে তাকে লাঞ্ছিত কর, আমার বন্ধক মুক্ত কর এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ দানশীলদের মধ্যে শামিল কর।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৫৪)

عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ -

৭. হুজাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ যখন রাত্রে বিছানায় গমন করতেন তখন তিনি নিজ হাত গালের নিচে রেখে বলতেন : [আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করলাম (ঘুমালাম) এবং তোমার নামেই আবার জীবিত হব।

১০. যখন রাসূল ﷺ জাগ্রত হতেন তখন বলতেন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ -

[আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্ নুশূর]

যাবতীয় প্রশংসা সে মহান আল্লাহর যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেন এবং তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে।

(বুখারী হাদীস নং ৬৩১৪ ও মুসলিম হাদীস নং ২৭১১)

১১. রাতে নিদ্রাহীন অবস্থায় পাশ পরিবর্তন ও বিড়বিড় করার সময় যা করণীয়

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اَوْ دَعَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ فَاِنْ تَوَضَّأَ وَصَلّٰى قُبِلَتْ صَلَاتُهٗ -

উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি রাতে পাশ পরিবর্তন ও বিড়িবিড় করার সময় এ দোয়া পড়বে : [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুলহামদু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। আলহামদু লিল্লাহি ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়া লা ইলাহাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্ (অত:পর বলে) আল্লাহুম্মাগফির লী]

এক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক তার কোন শরীক নেই, আধিপত্য তাঁরই। তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা। তিনিই সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান। আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমা ব্যতীত পাপ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোন শক্তি সামর্থ্য নেই। অত:পর বলে : হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করুন বা অন্য কোন দোয়া করে তবে তার দোয়া কবুল করা হয়। অত:পর যদি ওযু করে সালাত আদায় করে তবে তার সালাত কবুল করা হয়।

(বুখারী, হাদীস নং ১১৫৪)

২১. স্বপ্নের আদব

১. স্বপ্নের প্রকারভেদ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ وَاَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا اَصْدَقُكُمْ حَدِيْثًا وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ فَرُؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرٰى مِنَ اللّٰهِ وَرُؤْيَا تَحْزِيْنٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهٗ فَاِنْ رَاٰى اَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا النَّاسَ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন : যখন শেষ বিচার দিবস খুবই নিকটবর্তী হবে তখন মুসলিমের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। তোমাদের মাঝে সবচেয়ে যে সত্যবাদী তার স্বপ্ন সবচেয়ে অধিক সত্য বলে গণ্য হবে। আর মুসলিমের স্বপ্ন নবুওয়্যাতের ৪৫ ভাগের একভাগ। স্বপ্ন তিন প্রকার–

১. নেক স্বপ্ন যা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ স্বরূপ।

২. শয়তানের পক্ষ থেকে স্বপ্ন দুশ্চিন্তায় নিপতিত হওয়ার জন্য।

৩. মানুষ মনে মনে যা জল্পনা-কল্পনা করে সে স্বপ্ন। কাজেই তোমাদের কেউ অপছন্দ করে এমন স্বপ্ন দেখলে তাহলে উঠে সালাত আদায় করবে এবং তা মানুষকে বলবে না। (বুখারী, হাদীস নং ৭০১৭ মুসলিম হাদীস নং ২২৬৩)

২. যখন ঘুমে যা ভালোবাসে বা ঘৃণা করে দেখবে তখন যা করণীয়

عَنْ اَبِیْ قَتَادَةَ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ : اَلرُّؤْیَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللّٰهِ فَاِذَا رَاٰی اَحَدُكُمْ مَا یُحِبُّ فَلَا یُحَدِّثُ بِهٖ اِلَّا مَنْ یُحِبُّ وَاِذَا رَاٰی مَا یَكْرَهُ فَلْیَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّیْطَانِ وَلْیَتْفِلْ ثَلَاثًا وَلَا یُحَدِّثُ بِهَا اَحَدًا فَاِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهٗ-

১. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের কেউ যদি ভাল স্বপ্ন দেখে, সে যেন যাকে পছন্দ করে তাকে ছাড়া অন্য কারো কাছে বর্ণনা না করে। পক্ষান্তরে যদি খারাপ স্বপ্ন দেখে তবে সে যেন তার ও শয়তানের ক্ষতি থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। বাম পার্শ্বের তিনবার থুথুর ছিটা নিক্ষেপ করে এবং কারো নিকট বর্ণনা না করে। তবে তাকে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। (বুখারী, হাদীস নং ৭০৪৪ ও মুসলিম হাদীস নং ২২৬১)

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ نِ الْخُدْرِیِّ (رض) اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ : اِذَا رَاٰی اَحَدُكُمْ رُؤْیَا یُحِبُّهَا هِیَ مِنَ اللّٰهِ

فَلْيَحْمَدْ لِلّٰهِ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَاِذَا رَاٰى غَيْرَ ذٰلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَاِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِاَحَدٍ فَاِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ -

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেন : তোমাদের কেউ যদি ভাল স্বপ্ন দেখে তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। কাজেই সে যেন তার জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তা বর্ণনা করে। আর যদি এ ছাড়া অন্য কিছু দেখে যা সে অপছন্দ করে তা শয়তানের পক্ষ থেকে। অতএব সে স্বপ্নের ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং কারো নিকটে তা উল্লেখ করবে না, এতে তা তার কোন ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

(বুখারী, হাদীস নং ৭০৪৫)

عَنْ جَابِرٍ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ : اِذَا رَاٰى اَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهٖ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ (الَّذِىْ كَانَ عَلَيْهِ) . وَفِىْ لَفْظٍ : فَاِنْ رَاٰى اَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ -

৩. জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) রাসূলে করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দেখল যা তার অপছন্দনীয়। তবে সে যেন তার বাম পার্শ্বে তিনবার থুথুর ছিটা নিক্ষেপ করে। তিনবার শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে (অর্থাৎ 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্ব–নির রাজীম' বলে) এবং যে পার্শ্ব হয়ে শায়িত ছিল তার বিপরীত দিকে যেন ঘুরে যায়।" অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে : কোন ব্যক্তি যদি যা অপছন্দ করে এমন কিছু দেখে তবে যেন সে সালাত আদায় করে। (মুসলিম হাদীস নং ২২৬২ ও ২২৬৩)

৩. ভাল স্বপ্ন সুসংবাদদাতা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوْا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি : মুবাশশির তথা সুসংবাদদাতা ছাড়া নবুওয়্যাতের আর কোনকিছু বাকী থাকবে না। তারা বললেন : সুসংবাদদাতা কি? তিনি বললেন : তা হলো ভাল স্বপ্ন। (বুখারী, হাদীস নং ৬৯৯০)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَّاَرْبَعِيْنَ -

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম ﷺ বলেন : সৎলোকের উত্তম স্বপ্ন হলো নবুওয়্যাতের ৪৬ ভাগের এক ভাগ।

বুখারী, হাদীস নং ৬৯৮৩ ও মুসলিম হাদীস নং ২২৬৩)

৪. ঘুমের মধ্যে রাসূল করীম ﷺ-কে স্বপ্ন দেখা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَسَمَّوْا بِاسْمِىْ وَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِىْ وَمَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِىْ صُوْرَتِىْ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ -

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : তোমরা আমার নামে নামকরণ কর। কিন্তু আমার কুনিয়াত তথা উপনামে নাম রাখা থেকে বিরত থাক। (এটি নবী করীম ﷺ-এর জীবদ্দশায় নিষেধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাঁর উপনামে নামকরণ জায়েয রয়েছে।)

যে আমাকে (প্রকৃত আকৃতিতে) স্বপ্নে দেখে সে ঠিক আমাকেই দেখে; কারণ শয়তান আমার (আসল) আকৃতির ন্যায় আকৃতি ধারণ করতে অক্ষম (তবে অন্য কারো আকৃতি ধারণ করে মিথ্যা বলতে পারে)। যে ইচ্ছা পোষণ করে আমার ওপর মিথ্যারোপ করতে সে যেন তার আসন জাহান্নামে নির্মাণ করে নেয়।

(বুখারী হাদীস নং ১১০ ও মুসলিম হাদীস নং ২১৩৪ ও ২২৬৬)

৫. ঘুমের মধ্যে শয়তান যদি কারো সাথে খেল-তামাশা করে তবে সে যেন কাউকে না বলে

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَانَ رَاْسِىْ قُطِعَ قَالَ فَضَحِكَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : اِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِاَحَدِكُمْ فِىْ مَنَامِهٖ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ -

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল : ঘুমের মধ্যে আমি দেখি যে আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ শুনে হেসে হেসে বললেন : তোমাদের কারো সাথে ঘুমের মধ্যে শয়তান যদি খেল-তামাশা করে তবে তা যেন সে মানুষের নিকট প্রকাশ না করে। (মুসলিম, হাদীস নং ২২৬৮)

২২. অনুমতি গ্রহণের আদব

১. ঘরে প্রবেশের আদব

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ -

হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে অনুমতি না নিয়ে এবং সালাম না করে প্রবেশ করো না। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (সূরা–২৪ নূর : আয়াত-২৭)

২. আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন–

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً .

তবে যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে তখন তোমারা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম দিবে অভিবাদন স্বরূপ যা আল্লাহর নিকট থেকে পক্ষ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র। (সূরা–২৪ নূর : আয়াত-৬১)

২. অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতি

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىْ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا اسْتَاْذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهٗ فَلْيَرْجِعْ -

১. আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তিনবার অনুমতি চেয়ে অনুমতি না পায়, সে যেন ফিরে যায়। (বুখারী, হাদীস নং ৬২৪৫ ও মুসলিম হাদীস নং ২১৫৪)

عَنْ رِبْعِيِّ (رضى) قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ عَامِرٍ : اَنَّهٗ اسْتَاْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِىْ بَيْتٍ فَقَالَ اَلِجُ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهٖ : اُخْرُجْ اِلٰى هٰذَا فَعَلِّمْهُ الْاِسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهٗ : قُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَاَدْخُلُ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَاَدْخُلُ؟ فَاَذِنَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ.

২. রিব'ঈ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : বনি আমেরের একজন লোক আমাদেরকে বর্ণনা করে যে, সে নবী করীম ﷺ-এর ঘরে অবস্থানকালে তাঁর নিকট অনুমতি চেয়ে বলে : আমি কি প্রবেশ করব? নবী করীম ﷺ তখন তাঁর সেবককে বল-লেন : তার নিকট গিয়ে তাকে অনুমতি গ্রহণের আদব শিক্ষা দিয়ে তাকে বল : তুমি বল : "আসসালামু 'আলাইকুম" আমি কি প্রবেশ করতে পারি? লোকটি নবী

করীম ﷺ-এর কথা শ্রবণ করে বলল : আসসালামু 'আলাইকুম আমি কি প্রবেশ করতে পারি? অত:পর, নবী করীম ﷺ তাকে অনুমতি দিলে সে প্রবেশ করে।
(হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ২৩৫১৫ ও আবু দাউদ হাদীস নং ৫১৭৭)

৩. অনুমতি গ্রহণের সময় যেখানে দণ্ডায়মান হবে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ (رضـ) قَالَ : قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا اَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلٰكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْاَيْمَنِ اَوْ الْاَيْسَرِ وَيَقُوْلُ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ -

আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ যখন কারো দরজার নিকট হাজির হতেন, তিনি দরজার মুখোমুখি দাঁড়াতেন না বরং তার ডানে বা বামে দাঁড়িয়ে বলতেন : আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম।
(হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ১৭৮৪৪ ও আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১৮৬)

৪. অনুমতি গ্রহণকারীকে নাম জিজ্ঞাসা করা হলে সে যা বলবে

عَنْ اُمِّ هَانِئْ بِنْتَ اَبِيْ طَالِبٍ تَقُوْلُ : ذَهَبْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ اِبْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَنْ هٰذِهِ؟ فَقُلْتُ : اَنَا اُمُّ هَانِئْ بِنْتُ اَبِيْ طَالِبٍ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِاُمِّ هَانِئْ -

১. উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট গেলাম। সে সময় তিনি গোসল করতে ছিলেন আর ফাতেমা পর্দা দ্বারা আড়াল করে ঘিরে ছিল। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি বললেন : কে? আমি বললাম, আমি উম্মে হানী। তিনি বললেন : উম্মে হানীকে স্বাগতম। (বুখারী, হাদীস নং ২৩৭; মুসলিম, হাদীস নং ৩৩৬)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : اِسْتَاْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ . فَقَالَ : مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ : اَنَا ، فَقَالَ : اَنَا اَنَا كَاَنَّهُ كَرِهَهَا -

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলাম তিনি বলেন : কে তুমি? আমি বললাম, আমি। তিনি বললেন : আমি আমি। যেন তিনি এটি (আমি আমি বলাকে) ঘৃণা করলেন। (বুখারী, হাদীস নং ৬২৫০ মুসলিম হা : নং ২১৫০)

৫. দাস-দাসী ও ছোট্টদের অনুমতি গ্রহণের আদব

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ
وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ
الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ
الْعِشَاءِ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ
بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۔ وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ
الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۔

হে মু'মিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা সাবালক হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময় অনুমতি গ্রহণ করে : ফজরের সালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা তোমাদের বস্ত্র পরিবর্তন করবে তখন এবং এশার সালাতের পর এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এ তিন সময় ছাড়া অন্য সময় অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোনরূপ অপরাধ নেই, তোমাদের পরস্পরের নিকট তো যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট নির্দেশ সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(সূরা–২৪ নূর : আয়াত-৫৮)

৬. অনুমতি ছাড়া কাউকে বাদ রেখে গোপনে কথা বলা নিষেধ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجٰى اِثْنَانِ دُوْنَا صَاحِبِهِمَا فَاِنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهُ -

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : তোমরা যদি তিনজন একত্রিত হও তবে তন্মধ্যে দু'জন যেন তাদের সাথীকে বাদ দিয়ে গোপনে আলাপ আলোচনা না করে; কেননা তা তাকে চিন্তিত করে ফেলবে।" (বুখারী, হাদীস নং ৬২৯০ ও মুসলিম, হাদীস নং ২১৮৪)

৭. অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে দৃষ্টি না দেওয়া

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ اَبُوا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ اَنَّ امْرَاَ اِطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ فَفَقَاْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসেম ﷺ বললেন : অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি যদি তোমার ঘরে দৃষ্টি দেয় আর তুমি পাথর নিক্ষেপ করে তার চক্ষু অন্ধ করে দাও তবে তোমার কোন গুনাহ নেই।

(বুখারী হাদীস নং ৬৮৮৮ ও মুসলিম হাদীস নং ২১৫৮)

২৩. হাঁচির আদব

১. হাঁচির জবাব দেয়া যদি হাঁচিদাতা 'আল হামদুলিল্লাহ' বলে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَاِذَا عَطَسَ فَحَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ اَنْ يُشَمِّتَهُ وَاَمَّا التَّثَاؤُبُ فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ -

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই হাঁচি ভালোবাসেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। কাজেই যখন কেউ হাঁচি দিয়ে "আলহামদু লিল্লাহ" বলে তখন প্রত্যেক ঐ মুসলমানের যে তা শুনবে তার হক হলো, তার হাঁচির জবাব দেয়া। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে। কাজেই যথা সম্ভব তা নিবৃত করবে, আর যদি বলে (হাই তোলার মুহূর্তে) হা---- তবে তাতে শয়তান হাসি দেয়। (বুখারী হাদীস নং ৬২২৩)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ. قِيْلَ : مَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ، وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَسَمِّتْهُ، وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَاِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ -

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : একজন মুসলিমের প্রতি অন্য মুসলিমের ৬টি অধিকার রয়েছে। বলা হলো সেগুলো কি? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন : যখন সাক্ষাত হবে তখন তাকে সালাম দেবে। যখন সে দাওয়াত দেবে তখন তা কবুল করবে। যখন তার নিকট কোন অসিয়ত চাবে তখন উপদেশ দিবে। যখন হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে, তখন জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে। যখন অসুস্থ হবে তখন তাকে দেখাশুনা করবে। আর মৃত্যুবরণ করবে তখন তার জানাযায় অংশগ্রহণ করবে।

(মুসলিম, হাদীস নং ২১৬২)

২. হাঁচি প্রদানকারীর জবাবের পদ্ধতি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلْيَقُلْ لَهُ اَخُوْهُ اَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَاِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ -

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় সে যেন "আলহামদু লিল্লাহ" (যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য) বলে এবং তার জবাবে তার (দ্বীনি) ভাই বা সঙ্গী যেন "ইয়ারহামুকাল্লাহ" (তোমার প্রতি আল্লাহ রহম করুন) বলে। যখন তার জবাবে "ইয়ার হামুকাল্লাহ" বলবে (হাঁচি দাতার পুনরায় বলবে) "ইয়াহদীকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম" (আল্লাহ আপনাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং আপনাদের অবস্থা সংশোধন করুন।) (বুখারী হাদীস নং ৬২২৪)

৩. কাফের ব্যক্তি হাঁচি দিলে তার জবাবে যা বলবে

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ : كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَعَاطَسُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءَ اَنْ يَقُوْلَ لَهَا يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ فَكَانَ يَقُوْلُ : يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ -

আবু মূসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ইহুদিরা নবী করীম ﷺ-এর নিকট এ আশায় হাঁচি দিত যে তিনি তাদের হাঁচির জবাবে বলবেন, "ইয়ারহামুকুমুল্লাহ" কিন্তু তিনি বলতেন : "ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম। (আবু দাউদ হাদীস নং ৫০৩৮ ও তিরমিযী, হাদীস নং ২৭৩৯)

৪. হাঁচির সময় করণীয়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهٗ اَوْ ثَوْبَهٗ عَلٰى فِيْهِ وَخَفَضَ اَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهٗ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ যখন হাঁচি দিতেন তখন তিনি স্বীয় হাত বা কাপড় মুখে দিতেন এবং তাঁর আওয়াজ নিচু বা কম করতেন। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০২৯ ও তিরমিযী হাদীস নং ২৭৪৫)

৫. হাঁচি দাতার জবাব যখন দেয়া হবে

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رَض) قَالَ : عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ اَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْاٰخَرَ فَقِيْلَ لَهٗ فَقَالَ : هٰذَا حَمِدَ اللّٰهَ وَهٰذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ -

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর নিকট দু'জন ব্যক্তি হাঁচি দেয়; এদের একজন হাঁচির দোয়া পড়ে এবং অন্যজন পড়ে না। এ বিষয়ে তাঁকে জানানো হলে তিনি বলেন : এ ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেছে এবং ঐ ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেনি।

(বুখারী হাদীস নং ৬২২১ ও মুসলিম হাদীস নং ২৯৯১)

৬. হাঁচি দাতার জবাব যতবার দিতে হবে

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُشَمِّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُوْمٌ -

১. সালামা ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : হাঁচি দাতার তিনবার জবাব দিতে হবে, তার অতিরিক্ত হলে সে সর্দি আক্রান্ত ব্যক্তি। (ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩৭১৪)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ (رضـ) اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهٗ فَقَالَ لَهٗ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ. ثُمَّ عَطَسَ اُخْرٰى فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرَّجُلُ مَزْكُوْمٌ -

২. সালামা ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে শ্রবণ করেছেন। জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট হাঁচি দিলে তার জন্য তিনি বলেন : "ইয়ারহামুকাল্লাহ"। এরপর উক্ত ব্যক্তি পুনরায় হাঁচি দিলে রাসূলে করীম ﷺ তার জন্য বলেন : লোকটি সর্দিতে আক্রান্ত। (মুসলিম, হাদীস নং ২৯৯৩)

৭. হাই তোলার সময় যা করণীয়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلتَّثَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَاسْتَطَاعَ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : "হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে। কাজেই যখন তোমাদের কোন ব্যক্তির হাই আসে সে যেন সাধ্যমত তা দমন করে।" (বুখারী, হাদীস নং ৬২২৩ ও মুসলিম, হাদীস নং ২৯৯৪)

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا تَثَاوَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهٖ عَلٰى فِيْهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ -

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে তখন সে যেন নিজ হাত দ্বারা মুখ বন্ধ করে ফেলে, কেননা (এ অবস্থায় মুখের ভেতর) শয়তান প্রবেশ করে। (মুসলিম হাদীস নং ২৯৯৫)

২৪. রোগী দেখার আদব

১. রোগী দেখার ফযীলত

عَنْ ثَوْبَانَ (رَض) :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ -

সাওবান (রা) রাসূলে করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি রোগী দেখতে যায় সে যতক্ষণ প্রত্যাবর্তন না করে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের বাগানে অবস্থান করে। (মুসলিম, হাদীস নং ২৫৬৮)

২. রোগী দেখতে যাওয়ার বিধান

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ : اَمَرَنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِوَعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاِجَابَةِ الدَّعِىْ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَاِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْاِسْتَبْرَقِ-

বারা' ইবনে আজেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদেরকে সাতটি বিষয় আদেশ ও সাতটি বিষয় প্রসঙ্গে নিষেধ করেন : জানাযার অনুসরণ করার আদেশ করেন এবং আদেশ করেন রোগী দেখার, দাওয়াত দাতার আহ্বানে সাড়া দেয়া, নির্যাতিতকে সাহায্য করা, শপথ পূর্ণ করা, সালামের জবাব দেয়া, হাঁচি দাতার জবাব দেয়া। আর আমাদেরকে নিষেধ করেন : রূপার পাত্র ব্যবহার, স্বর্ণের আংটি পরা, সাধারণ রেশমী পোশাক রেশমী পোশাক, মোটা রেশমী, রেশমী কারুকার্যখচিত রেশমী ব্যবহার করতে। (বুখারী হাদীস নং ১২৩৯, ও মুসলিম হাদীস নং ২০৬৬)

৩. বালা-মুসীবতে পতিত ব্যক্তিকে দেখে যা বলবে

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ رَاٰى مُبْتَلٰى فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً لَمْ يُصِبْهُ ذٰلِكَ الْبَلاَءُ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন বালা– মুসীবতে পতিত ব্যক্তিকে দেখে বলবে : [আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী 'আফানী মিম্মাবতালাকা বিহ্, ওয়া ফাদদলানী 'আলা কাসীরিম মিম্মান খলাক্বা তাফদীলা] তবে সে উক্ত বালা-মুসীবতে পতিত হবে না।

অর্থ : যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাকে সংরক্ষণে রেখেছেন। তোমাকে যা দ্বারা পরীক্ষা করেছেন তা থেকে এবং যিনি আমাকে তাদের অনেকের চেয়ে উত্তম মর্যাদা দিয়েছেন, যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন।

(আউসাতে তাবরানী, হাদীস নং ৫৩২০ ও সিলসিলা সহীহা হাদীস নং ২৭৩৭)

৪. রোগী পরিদর্শনকারী যেখানে বসবে

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا عَادَ الْمَرِيْضَ جَلَسَ عِنْدَ رَاْسِهٖ-

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ যখন রোগীকে দেখতে যেতেন, তখন তিনি রোগীর মাথার পাশে বসতেন...।

(হাদীসটি সহীহ, বুখারী আদাবুল মুফরাদে বর্ণনা করেন হাদীস হাদীস নং ৫৪৬)

৫. রোগী পরিদর্শনকারী রোগীর জন্য যে দোয়া পাঠ করবে

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ اَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَشْفِيْكَ اِلَّا عَافَاهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرَضِ -

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : “যে ব্যক্তি মৃত্যু আসন্ন নয় এমন ব্যক্তিকে দেখতে গেল। অত:পর সে তার নিকট সাতবার বলল : [আসআলুল্লাহাল 'আযীম, রব্বাল 'আরশিল 'আযীম, আয়ঁইয়াশফীক্] অর্থ : আমি মহান আল্লাহ মহাআরশের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করি তিনি তোমাকে রোগ মুক্ত করুন। তবে আল্লাহ তাকে অবশ্যই সে রোগ থেকে নাজাত দিবেন।

(আবু দাউদ হাদীস নং ৩১০৬ শব্দগুলি তার ও তিরমিযী হাদীস নং ২০৮৩)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُوْدُ مَرِيْضًا قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا وَيَمْشِيْ لَكَ اِلَى الصَّلَاةِ -

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন :“যখন কোন ব্যক্তি একজন রোগীকে দেখতে আসবে সে যেন বলে : [আল্লাহুম্মাশফি 'আবদাক্, ইয়ানকাউ লাকা 'আদুওয়ান ওয়া ইয়ামশী লাকা ইলাস্‌সলাহ্]

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাকে রোগ থেকে মুক্ত কর, হয়ত সে তোমার কোন দুশমনের সাথে মোকাবিলা করবে বা তোমার জন্য সালাতের দিকে অগ্রসর হবে। (মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ৬৬০০, সিলসিলা সহীহ হাদীস নং ১৩৬৫ ও আবু দাউদ হাদীস নং ৩১০৭)

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَتٰى مَرِيْضًا اَوْ اُتِىَ بِهٖ قَالَ : ﷺ : اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ وَاَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا -

৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ যখন কোন রোগীর নিকট আসতেন বা তাঁর নিকট কোন রোগীকে নিয়ে আসা হতো, তখন তিনি বলতেন : [আযহিবিল বা'সা রব্বান নাস, ইশফি ওয়া আন্তাশশাফী লাা শিফায়া ইল্লা শিফাউকা শিফায়ান লা ইউগাদিরু সাক্বমা] অর্থ : সকল দুর্দশা দূর কর! হে সমস্ত মানুষের পালনকর্তা, আরোগ্য দান করুন। তুমিই তো আরোগ্য দানকারী। তোমার আরোগ্য ব্যতীত আর কোন আরোগ্য নেই। আর এমন আরোগ্য দান করুন যা কোন রোগকেই বাদ না দেয়।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৬৭৫ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাদীস নং ২১৯১)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ عَلٰى مَرِيْضٍ يَعُوْدُهٗ فَقَالَ : لَهٗ لَا بَاْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ -

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ যখন কোন রোগী ব্যক্তিকে দেখতে তার নিকট আসতেন তখন বলতেন : [লা বা'সা ত্বহূরুন ইন শাআল্লাহ] অর্থ :

কোন চিন্তা নেই আরোগ্য লাভ করবে। (বুখারী, হাদীস নং ৩৬১৬)

৬. ফিতনা-ফাসাদ থেকে নিরাপদ হলে নারীরা পুরুষ রোগীকেও দেখতে পারবে

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهَا قَالَتْ : لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَدِيْنَةَ وُعِكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَبِلَالٌ ﷺ قَالَتْ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا اَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ ... قَالَتْ عَائِشَةُ : فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলে করীম ﷺ মদীনা আসলেন। সে সময় আবু বকর ও বেলাল (রা) ভীষণ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। আয়েশা (রা) বলেন : আমি তাঁদের নিকট প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলাম : হে আব্বা! আপনার কি অবস্থা? এবং হে বেলাল! আপনার কি অবস্থা? আয়েশা (রা) বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করে তাঁকে সংবাদ দিলে তিনি বলেন : হে আল্লাহ! আমাদেরকে তুমি মদীনার প্রতি মক্কার মত বা ততোধিক মুহাব্বত দান কর। হে আল্লাহ! তুমি মদীনাকে উপযোগি কর এবং তুমি আমাদের জন্য তার 'মুদ' ও 'সা'-এ বরকত দাও এবং তার জ্বরকে (মদীনার বাইরে) জুহফার দিকে নিয়ে যাও।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৬৫৪ ও মুসলিম হাদীস নং ১৩৭৬)

৭. মুশরিক রোগীকে দেখা

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ : كَانَ غُلَامٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ اَسْلِمْ فَنَظَرَ اِلٰى اَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ اَطِعْ اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ -

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন ইহুদি দাস নবী করীম ﷺ-এর খেদমত করত। সে রোগাক্রান্ত হলে নবী করীম ﷺ তাকে দেখতে আসেন এবং তার মাথার নিকট বসে তাকে বলেন : তুমি ইসলাম কবুল কর। ছেলেটি তার নিকট অবস্থানরত পিতার দিকে তাকায়। তা দেখে তাকে তার পিতা বলে : আবুল কাসেম! মুহাম্মদ ﷺ-এর নির্দেশ পালন কর। অত:পর

সে ইসলাম কবুল করে। তারপর নবী করীম ﷺ এ কথা বলে বেরিয়ে যান যে, যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করলেন। (বুখারী, হাদীস নং ১৩৫৬)

৮. যাবতীয় ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুঁক করা

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ فِى الْمَرَضِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ اَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَاَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهٖ لِبَرْكَتِهَا ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হন তখন তিনি নিজে নিজে যে সূরা দ্বারা ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় তা পড়ে ফুঁ দিতেন। অত:পর যখন তাঁর অবস্থা কঠিন হয়ে দাঁড়াল তখন আমি সেগুলো পড়ে ফুঁ দিতাম এবং তাঁর হাতের বরকতের জন্য তাঁর হাত দ্বারাই মাসেহ করাতাম।
(বুখারী, হাদীস নং ৫৭৩৫ ও মুসলিম, হাদীস নং ২১৯২)

৯. অসুস্থ ব্যক্তির জন্য যা উপকারী তার দিক নির্দেশনা দেওয়া

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ (رضـ) اَنَّهٗ شَكَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهٗ فِى جَسَدِهٖ مُنْذُ اَسْلَمَ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِىْ تَاَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللّٰهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ ـ

১. উসমান ইবনে আবুল আস আসসাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময় থেকে নিজ দেহে ব্যথা অনুভবের অভিযোগ করলে তাকে রাসূলে করীম ﷺ বলেন : তুমি তোমার দেহের ব্যথার স্থানে হাত রেখে তিনবার "বিসমিল্লাহ" ও সাতবার [আ'উযু বিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহি মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু]

অর্থ : আমি যার সম্মুখীন ও যা কিছু অনুভব করি তার অনিষ্টতা থেকে আল্লাহ ও তাঁর শক্তির আশ্রয় প্রার্থনা করি। (মুসলিম হাদীস নং ২২০২)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلشِّفَاءُ فِىْ ثَلَاثَةٍ فِىْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ اَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ اَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَاَنَا اَنْهٰى اُمَّتِىْ عَنِ الْكَيِّ -

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রোগ নিরাময় তিনটি জিনিসে বিদ্যমান রয়েছে : শিঙ্গা লাগানো, মধুপান অথবা গরম লোহা দ্বারা দাগ দেয়া। কিন্তু আমি আমার উম্মতকে দাগাতে নিষেধ করেছি। (বুখারী, হাদীস নং ৫৬৮১ ও মুসলিম হাদীস নং ২২০৫)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِنَّ فِى الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ اِلَّا السَّامَ -

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : কালিজিরা মৃত্যু ছাড়া প্রত্যেক রোগের মহা ঔষধ।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৬৮৮ ও মুসলিম, হাদীস নং ২২১৫)

عَنْ اُمِّ رَافِعٍ (رضـ) قَالَتْ : كَانَ لَا يُصِيْبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْحَةٌ وَلَا شَرْكَةٌ اِلَّا وَضَعَ عَلَيْهِ الْحِنَّاءَ -

৪. উম্মে রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ যখনই কোন আঘাত পেতেন বা কাঁটায় আক্রান্ত হতেন তখন তিনি তাতে মেহেদি লাগাতেন।

(তিরমিযী, হাদীস নং ২০৫৪ ও ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩৫০২)

১০. রোগী বা মৃত ব্যক্তির নিকট গমন করে যা বলবে

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رَضـ) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ اَوْ اَلْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ - قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ سَلَمَةَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ

اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ قَالَ : قُوْلِىْ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلَهٗ وَاعْقِبْنِىْ مِنْهُ عُقْبٰى حَسَنَةً) قَالَتْ فَقُلْتُ فَاَعْقَبَنِى اللّٰهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌلِىْ مِنْهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা কোন রোগী বা মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হবে, তখন ভাল কথা বলবে; কেননা তোমরা যা বল ফেরেশতাগণ তার জন্য আমীন বলে। (তিনি) উম্মু সালামা (রা) বলেন : আবু সালামা যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করে বললাম : আবু সালামা মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি বলেন : "তুমি বল : [আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়া লাহু ওয়া আ'ক্বিবনী মিনহু 'উক্ববান হাসানাহ্] অর্থ : হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ও তাকে মাফ কর এবং তার পরবর্তীতে আমাকে উত্তম প্রতিদান দাও। (তিনি) উম্মু সালামা (রা) বলেন : অত:পর আমি তা বললাম। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তার চেয়ে উত্তম পুরস্কার মুহাম্মাদ ﷺ-কে দান করেন। (মুসলিম, হাদীস নং ৯১৯)

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رضـ) قَالَتْ : دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَبِىْ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهٗ فَاَغْمَضَهٗ وَفِيْهِ- ثُمَّ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهٖ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهٗ فِىْ قَبْرِهٖ وَنَوِّرْلَهٗ فِيْهِ -

২. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ আবু সালামার নিকট প্রবেশ করলেন। এ সময় তার চোখ খোলা ছিল, তিনি তা বন্ধ করে দিলেন। অত:পর তিনি বলেন : [আল্লাহুম্মাগফির লি আবী সালামাহ, (এখানে যার জন্য দোয়া করবে তার নাম উচ্চারণ করবে) ওয়ারফা' দারাজাতাহু ফিলমাহদিইয়ীন, ওয়াখলুফহু ফী 'আক্বিবিহি ফিলগাবিরীন, ওয়াগফির লানা ওয়া লাহু ইয়া রব্বাল'আলামীন, ওয়াফসাহ্ লাহু ফী ক্ববরিহি ওয়া নাওবির লাহু ফীহ্] অর্থ : হে আল্লাহ্! তুমি আবু সালামাকে মাফ করে দাও, হেদায়েতপ্রাপ্তদের মধ্যে তার

মর্যাদা সুউচ্চ করে দাও। তারপর বাকীদের মাঝে তার উত্তরাধিকার বানিয়ে দাও, হে নিখিল বিশ্বের পালনকর্তা তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা প্রদর্শন কর এবং তার কবরকে সুপ্রশস্ত করে দাও ও তার জন্য কবরকে আলোকিতময় করে দাও।
(মুসলিম, হাদীস নং ৯২০)

১১. মৃত ব্যক্তিকে চুমু দেয়া

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ (رض) اَنَّ اَبَا بَكْرٍ (رض) قَبَّلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتٌ -

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ-এর মৃত্যু অবস্থায় আবু বকর (রা) তাঁকে চুমা দেন। (বুখারী হাদীস নং ৫৭০৯)

১২. রোগীর ঝাড়-ফুঁক

عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ اَهْلِهٖ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى وَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهِبِ الْبَاْسَ اشْفِهٖ وَاَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا -

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সূরা নাস ও সূরা ফালাক তিলাওয়াত করে তাঁর কোন স্ত্রীর ব্যথার স্থানে নিজ ডান হাত বুলিয়ে দিতেন এবং এ দোয়া পড়তেন : [আল্লাহুম্মা রাব্বানাস, আযহিবিল বা'স, ইশফিহি ওয়া আন্তাশশাফী, লা শিফায়া ইল্লা শিফাউকা লা ইউগাদিরুকা সাকৃমা]

অর্থ : হে আল্লাহ! সমস্ত মানুষের পালনকর্তা, তুমি ব্যথা দূরীভূত করে দাও। তাকে রোগ থেকে আরোগ্য কর, তুমিই রোগ আরোগ্যকারী। তোমার আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান কর যা কোন রোগকেই বাদ না দেয়। (বুখারী হাদীস নং ৫৭৪৩ ও মুসলিম হাদীস নং ২১৯১)

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِى الرُّقْيَةِ : تُرْبَةُ اَرْضِنَا وَرِيْقَةُ بَعْضِنَا يَشْفِىْ سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا -

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ঝাড়-ফুঁকে এ দোয়া পড়তেন :আল্লাহর নামে আমাদের জমিনের মাটি এবং আমাদের কারো থুথু ব্যবহার করছি আমাদের রোগী আমাদের পালনকর্তা নির্দেশে যেন আরোগ্যতা লাভ করে। (বুখারী, হাদীস নং ৫৭৪৬ ও মুসলিম, হাদীস নং ২১৯৪)

বি : দ্র : শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা নিজ থুথু নিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে ব্যথা বা ক্ষত স্থানে মালিশ করার সময় উক্ত দোয়া পাঠ করবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) اَنَّ جِبْرِيْلَ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ : نَعَمْ قَالَ : بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ -

৩. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, জিবরাঈল (আ) নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করে বললেন : হে মুহাম্মাদ! আপনি রোগে আক্রান্ত? তিনি বলেন : হ্যাঁ! জিবরাঈল (আ) বললেন : [বিসমিল্লাহি আরক্বিকা মিন কুল্লি শাইয়িন ইঊযীক্, মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও 'আইনিন হাাসিদ, আল্লাহু ইয়াশফীকা বিসমিল্লাহি আরক্বীক্]

অর্থ : আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক দেয়, যত কিছু আপনার কষ্টদায়ক তা থেকে, প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষতি থেকে বা হিংসা চক্ষুর বদনজর থেকে, আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন, আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক দেই।

(মুসলিম হাদীস নং ২১৮৬)

১৩. শহরে প্লেগ-মহামারী দেখা দিলে যা করণীয়

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلطَّاعُوْنُ رِجْسٌ اُرْسِلَ عَلٰى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَوْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَاِذَا سَمِعْتُمْ بِهٖ بِاَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ -

উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্লেগ-মহামারী হলো একটি শাস্তি যা বনী ইসরাঈল বা কোন গোত্রে বা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের প্রতি (শাস্তিস্বরূপ) পাঠানো হয়েছিল। অতএব তোমরা যদি শ্রবণ কর যে, কোন অঞ্চলে তা ছাড়িয়ে পড়েছে, তবে সেখানে গমন কর না। পক্ষান্তরে মহামারী তোমাদের অবস্থানকৃত অঞ্চলে প্রসার লাভ করলে সেখান থেকে পলায়নের জন্য বের হবে না।

(বুখারী, হাদীস নং ৩৪৭৩ ও মুসলিম, হাদীস নং ২২১৮)

২৫. পোশাকের আদব

পোশাকের উপকারিতা

১. সৌন্দর্য ও লজ্জাস্থান আবৃত করা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ط وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ط ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ -

হে আদম সন্তান! তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করবার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পোশাক দিয়েছি, আর যা তাকওয়ার পোশাক তাই সর্বোত্তম পোশাক। তা হলো আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম, যদি তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা–৭ আ'রাফ : আয়াত-২৬)

২. ঠাণ্ডা-গরম ইত্যাদির কষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ .

তোমাদের জন্য সুব্যবস্থা করেন পরিধেয় পোশাকের; যা তোমাদেরকে তাপ থেকে আত্মরক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের যা তোমাদেরকে যুদ্ধে আত্মরক্ষা করে। (সূরা–১৬ নাহল : আয়াত-৮১)

২. সর্বোৎকৃষ্ট পোশাক

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَاِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ ـ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা তোমাদের পরিধেয় পোশাকের মধ্যে সাদা পোশাক পরিধান কর। কেননা তা তোমাদের জন্য সর্বোত্তম পোশাক এবং তা দ্বারাই তোমাদের মৃত্যুকে কাফন পরাও।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৬১ ও ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৪৭২)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ : كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ ـ

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ হিবারা পোশাক সর্বাধিক পছন্দ করতেন।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৮১৩ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০৭৯)

(বি: দ্র: হিবারা হলো : ইয়ামেন দেশের নির্মিত এক জাতীয় সবুজ রঙের নকশাকৃত সুতি পোশাক।)

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ : كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيْصَ ـ

৩. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর নিকট সর্বোত্তম পোশাক ছিল জামা।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০২৫ ও ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৫৭৫)

৩. নারী ও পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রের সীমা

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِزَارَةُ الْمُسْلِمِ اِلٰى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ اَوْ

لَا جُنَاحَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِى النَّارِ مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ -

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : মুসলমানের দেহের নিম্নাংশে পরিধেয় পোশাকের সীমা হলো পায়ের গোছার অর্ধাংশ পর্যন্ত। তবে তার ও পায়ের টাখনুর মাঝে হলে কোন দোষ বা গুনাহ নেই। যতটুকু টাখনুর নিচে যাবে তা জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অহংকারবশত: স্বীয় লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পড়বে আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৯৩ ও ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩৫৭৩)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ جَرَّثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ اَلقِيَامَةِ فَقَالَتْ : اُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُوْلِهِنَّ؟ قَالَ : يُرْخِيْنَ شِبْرًا فَقَالَتْ : اِذًا تَنْكَشِفُ اَقْدَامُهُنَّ، قَالَ : فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ -

২. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি অহংকারবশত: স্বীয় পোশাক ঝুলিয়ে পরিধান করবে আল্লাহ তা'আলা শেষ বিচার দিবসে তার প্রতি তাকাবেন না। উম্মে সাল-ামা (রা) বলেন : তবে নারীরা তাদের ঝালরের (আঁচলের) ক্ষেত্রে কি করবে? তিনি বলেন : "এক বিঘত (গোছার নিচে) ঝুলিয়ে দিবে, উম্মে সালামা বলেন : তবে এতে তাদের পা বের হয়ে যাবে, তিনি বলেন : তবে তা (গোছার নিচে) এক হাত ঝুলিয়ে দিবে তার অধিক করবে না।

(তিরমিযী হাদীস নং ১৭৩১ ও নাসাঈ হাদীস নং ৫৩৫৬)

৪. টাখনুর নিচে পোশাক ঝুলানোর শাস্তি

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْاِسْبَالُ فِى الْاِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) রাসূলে করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি লুঙ্গী (পায়জামা, প্যান্ট), জামা ও পাগড়ির কোন একটি অহংকারবশত : টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে চলবে আল্লাহ তার দিকে শেষ বিচার দিবসের তাকাবেন না। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৯৪ শব্দগুলি তার ও নাসাঈ হাদীস নং ৫৩৩৪)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَالَ فَقَرَاَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : اَلْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ-

২. আবু যার গিফারী (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :"আল্লাহ তা'আলা শেষ বিচার দিবসে তিন ধরনের মানুষের সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকবেন, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন : নবী করীম ﷺ এ কথাটি তিনবার বলেন, আবু যার (রা) বলেন : যারা ধ্বংস হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ তারা কারা? তিনি বলেন : তারা হলো : পায়ের টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পথ চলা ব্যক্তি, কোন কিছু দান করে খোটাদানকারী এবং মিথ্যা কসম করে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে।

(মুসলিম, হাদীস নং ১০৬)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فَفِى النَّارِ -

৩. আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : তিনি বলেন : লুঙ্গীর (পায়জামা, জামা, প্যান্টের) যতটুকু টাখনুর নিচে যাবে ততটুকুই জাহান্নামের আগুনে যাবে। (বুখারী, হাদীস নং ৫৭৮৭)

৫. যেসব বস্ত্র ও বিছানা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ فَاِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ -

১. ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা (পুরুষরা) রেশমী বস্ত্র পরিধান করো না; কেননা যে ব্যক্তি দুনিয়ায় তা পরিধান করবে আখিরাতের পরিধান করতে পারবে না।

(বুখারী হাদীস নং ৫৮৩৪ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০৬৯)

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِىْ وَاُحِلَّ لِاِنَاثِهِمْ -

২. আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য রেশমী ও স্বর্ণের ব্যবহার হারাম করা হয়েছে এবং মহিলাদের জন্য করা হয়েছে হালাল।

(তিরমিযী, হাদীস নং ১৭২০, সুনানে তিরমিযী হাদীস নং ১৪০৪ ও নাসাঈ হাদীস নং ৫২৬৫)

عَنِ الْبَرَاءِ (رض) قَالَ : اَمَرَنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ : عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْقَسِّىِّ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَالْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ -

৩. বারা' ইবনে আজেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাদেরকে সাতটি জিনিসের আদেশ করেছেন তার মধ্যে : ১. রোগী দেখা, ২. জানাযার অনুসরণ, ৩. হাঁচি দাতার দোয়ার জবাব দেয়া। আর সাতটি জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন তার মধ্যে : সাধারণ রেশমী পোশাক, রেশমী কাপড়ের নির্মিত পোশাক, কারুকার্যখচিত রেশমী, মোটা রেশমী এবং রক্তবর্ণের রেশমী সোয়ারীর জিন। (বুখারী, হাদীস নং ৫৮৪৯ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০৬৬)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ. رُءُوْسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَيَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا -

৪. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : দুই প্রকার মানুষ জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে আমি এখনো দেখিনি (তারা হলো :) ১. এমন এক জাতি, তাদের সাথে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে যা দ্বারা মানুষকে প্রহার করবে। ২. এমন কতিপয় নারী যারা নিজ অবস্থা প্রকাশের জন্য দেহের কিছু অংশ আবৃত রাখে ও কিছু অংশ অনাবৃত করে রাখে বা এমন পাতলা পোশাক পরিধান করে যার ফলে তাদের রং ও আকৃতি প্রকাশ পায়। অন্যদেরকে নিজেদের প্রতি এবং নিজেরা অন্যদের প্রতি আকৃষ্টকারিণী মহিলা। আর মাথার চুলকে উটের ঝুকে যাওয়া কুজের ন্যায় উঁচু ঝুটি করে বাধে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের গন্ধও পাবে না, অথচ জান্নাতের গন্ধ অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে। (মুসলিম, হাদীস নং ২১২৮)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ : رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ : اِنَّ هٰذِهٖ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا -

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ আমাকে দু'টি হলুদ পোশাক পরা অবস্থায় দেখে বলেন : এ হলো কাফেরদের পোশাকের অন্তর্ভুক্ত; এটি পরিধান কর না। (মুসলিম, হাদীস নং ২০৭৭)

عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ : نَهَانَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَشْرَبَ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاَنْ نَاْكُلَ فِيْهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَاَنَّ نَجْلِسَ عَلَيْهِ -

৬. হুজাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাদেরকে স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে পানাহার করতে এবং রেশমী পোশাক, কারুকার্যখচিত রেশমী পোশাক ও তাতে বসতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, হাদীস নং ৫৮৩৭)

عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ بْنِ اُسَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ -

৭. আবু মালীহ ইবনে উসামা তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৪১৩২ ও তিরমিযী হাদীস নং ১৭৭০)

* যেসব কাপড়ে (খ্রিস্টানদের) ক্রুশচিহ্ন বা কোন প্রাণীর ছবি বা লোক দেখানো কোন কিছু রয়েছে তা পরিধান করা হারাম।

৬: যেভাবে চলা ও যে কাপড় পড় নিষিদ্ধ

১.আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ - وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ -

অহংকারবশে তুমি মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং যমীনে উদ্ধতভাবে বিচরণ কর না; নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি তোমার চলাতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং তোমার গলার আওয়াজ নিচু কর; নিশ্চয়ই আওয়াজের মধ্যে গাধার আওয়াজ সবচেয়ে অপ্রীতিকর।

(সূরা–৩১ লোকমান : আয়াত-১৮-১৯)

২. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ -

তারা (মহিলাগণ) যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। (সূরা–২৪ নূর : আয়াত-৩১)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْئٌ وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى أَحَدِ شِقَّيْهِ -

৫. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ দুই প্রকারের পোশাক পরিধান থেকে নিষেধ করেছেন। (এক) পুরুষের একটি পোশাক এমনভাবে গুটিয়ে বসা যে, তার লজ্জাস্থানের উপর কিছু থাকে না। (দুই) একটি পোশাক এমনভাবে পেঁচিয়ে গায়ে জড়ানো, যাতে করে তার দেহের এক দিক সম্পূর্ণ খোলা থাকে। (বুখারী হাদীস নং ৫৮২১)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فِيْ حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ إِذْ خَسَفَ اللّٰهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৪. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি তার সেট পোশাকে আশ্চর্যান্বিত হয়ে কেশ গুচ্ছ সিঁথি করে চলছিল। এ অবস্থায় আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেয়। আর সে শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত জমিনে ধ্বসে যেতেই থাকবে।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৭৮৯ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০৮৮)

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ -

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ মহিলাদের বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষদের বেশধারী মহিলাদের লা'নত করেছেন। (বুখারী, হাদীস নং ৫৭৮৯ ও মুসলিম হাদীস নং ২০৮৮)

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ -

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি কোন বিজাতীয় বেশ ধারণ করল সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৫১১৮, ইরওয়া হাদীস নং ১২৬৯ ও আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৩৯)

৭. নারীদের বেপর্দা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করা হারাম

১. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

يَـٰٓأَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ أَدْنٰى أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিন মহিলাদেরকে বল, তারা যেন তাদের ওড়না বা চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (চেহারা ও বুকের) উপর টেনে দেয়, এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৫৯)

২. আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ -

(হে নবী!) ঈমানদার মহিলাদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে, তারা যেন যা সাধারণত : প্রকাশ থাকে তা ছাড়া তাদের আবরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। (সূরা২৪ নূর : আয়াত-৩০)

৩. আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন–

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الّٰتِىْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ط وَأَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

আর এমন বৃদ্ধ মহিলাগণ, যারা বিবাহের আশা রাখে না তাদের জন্য অপরাধ নেই যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের (বাহ্যিক অতিরিক্ত চাদর-ওড়না) পোশাক খুলে রাখে, তবে এটি থেকে বিরত হয়ে থাকলে তা তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা– ২৪ নূর : আয়াত-৬০)

৮. সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক হুকুম

عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثَوْبٍ دُوْنٍ فَقَالَ : اَلَكَ مَالٌ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : مِنْ اَىِّ الْمَالِ؟ قَالَ : قَدْ اَتَانِى اللّٰهُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ قَالَ : فَاِذَا اَتَاكَ اللّٰهُ مَالًا فَلْيُرَ اَثَرُ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ -

১. আবুল আহওয়াস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট সাধারণ মানের পোশাকে আগমন করি। অত:পর তিনি বলেন : তোমার কি সম্পদ আছে? সে বলে : জি হ্যাঁ, তিনি বলেন : কেমন সম্পদ? সে বলে : আমাকে তো আল্লাহ তা'আলা উট, ছাগল, ঘোড়া ও দাস-দাসী দিয়েছেন। তিনি বলেন : যখন আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দান করেছে, তখন তোমার মধ্যে আল্লাহর নে'আমত ও অনুগ্রহের বহি:প্রকাশ ঘটা চায়।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৬৩ ও নাসাঈ হাদীস নং ৫২২৪)

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَائِرًا فِىْ مَنْزِلِنَا فَرَاٰى رَجُلاً شَعِثًا فَقَالَ : اَمَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ رَاْسَهٗ وَرَاٰى رَجُلاً عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ اَمَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثِيَابَهٗ -

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ আমাদের নিকট এসে: একজন বিক্ষিপ্ত এলোমেলো মাথার চুল বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখে বলেন : সে কি এমন কিছু পায় না যা দ্বারা সে তার চুলগুলোকে পরিপাটি

করবে? এবং অন্য একজনকে ময়লাযুক্ত পোশাকে দেখে বলেন : সে কি কোন পানি পায় না যে, তা দ্বারা তার বস্ত্র ধৌত করবে?

(আবু দাউদ হাদীস নং ৪৬২ ও নাসাঈ হাদীস নং ৫২৩৬)

৯. মাথার কাপড়

عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ (رض) قَالَ : كَأَنِّيْ أَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ -

আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলে করীম ﷺ-কে মিম্বারের উপর দেখি, সে অবস্থায় তাঁর উপর কালো পাগড়ি ছিল। তিনি পাগড়ির দুই পার্শ্ব তার উভয় কাঁধের উপর ঝুলিয়ে রাখেন।

(মুসলিম, হাদীস নং ৫৮৪৫)

১০. নতুন পোশাক ও অন্য কিছু পরিধান করার সময় যা বলবে

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ : اِمَّا قَمِيْصًا اَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَا صُنِعَ لَهُ . قَالَ اَبُوْ نَضْرَةَ فَكَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا لَبِسَ اَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيْدًا قِيْلَ تُبْلٰى وَيُخْلِفُ اللّٰهُ تَعَالٰى -

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ যখন কোন নতুন বস্ত্র পরিধান করতেন, তা জামা হোক বা পাগড়ি হোক তার নাম নিয়ে (এ দোয়া) বলতেন : [আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আন্তা কাসাওতানীহি, আসআলুকা মিন খইরিহি ওয়া খইরা মা সুনি'য়া লাহু, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহি ওয়া শাররি মাা সুনি'য়া লাহু]

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা তুমি এটি আমাকে পরিধান করলে। আমি এর ও যার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে তার কল্যাণ তোমার নিকট প্রার্থনা করি এবং তোমার নিকট এর ও যার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আবু নাযরা বলেন : নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে কেউ যখন নতুন বস্ত্র পরিধান করতেন তখন তার জন্য বলা হত : [তুবলা ওয়া ইউখলিফুল্লাহু তা'আলা] তুমি এটি পুরাতন কর, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এর পরিবর্তে আরো দিবেন। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০২০ ও তিরমিযী হাদীস নং ১৭৬৭)

১১. নতুন বস্ত্র পরিধানকারীর জন্য দোয়া

عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ (رض) قَالَتْ : أُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ فِيْهَا خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ : مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوْهَا هٰذِهِ الْخَمِيْصَةَ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ قَالَ : ائْتُوْنِىْ بِأُمِّ خَالِدٍ) فَأُتِىَ بِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْبَسَنِيْهَا بِيَدِهِ وَقَالَ : أَبْلِىْ وَأَخْلِقِىْ مَرَّتَيْنِ -

উম্মে খালেদ বিনতে খালেদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট কিছু বস্ত্র নিয়ে আসা হয় যাতে একটি চাদর ছিল, তিনি বলেন : তোমাদের মতামত কি, আমরা কাকে এ চাদরটি পরিয়ে দিব? জনগণ সকলেই নিশ্চুপ রইল। তিনি বলেন : আমার নিকট উম্মে খালেদকে নিয়ে এসো (বর্ণনাকারী বলেন :) অত:পর আমাকে রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসা হলো, তারপর তিনি আমাকে তাঁর হাত দ্বারা চাদরটি পরিয়ে দিয়ে দুবার বলেন : [আবলী ওয়া আখলিক্বী] অর্থ : ক্ষয় ও পুরাতন কর।

(বুখারী হাদীস নং ৫৮৪৫) এর অর্থ : অনেক বস্ত্র ক্ষয় করে দীর্ঘজীবি হও।

১২. জুতা পরিধানের নিয়ম

عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا : اسْتَكْثِرُوْا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ -

১. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে এক যুদ্ধে বলতে শুনেছি : তোমরা অধিক পরিমাণে জুতা পরিধান কর, কেননা মানুষ যখন জুতা পরিহিত অবস্থায় থাকে সে যেন সওয়ারীতেই আরোহণ অবস্থায় থাকে।

(মুসলিম, হাদীস নং ২০৯৬)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا انْتَعَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَاْ بِالْيَمِيْنِ وَاِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَاْ بِالشِّمَالِ لِيَكُنِ الْيُمْنٰى اَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَاٰخِرَهُمَا تُنْزَعُ -

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : যখন তোমাদের কেউ জুতা পরে সে যেন ডান পা দ্বারা আরম্ভ করে এবং যখন খুলে সে যেন বাম পা প্রথমে খুলে। যাতে ডান পা পরার সময় শুরুতে এবং বের করার সময় পরে হয়। (বুখারী, হাদীস নং ৫৮৫৬ ও মুসলিম হাদীস নং ২০৯৭)

১৩. পুরুষের আংটি পরার হুকুম

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ نَهٰى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ -

১. আবু হুরায়রা নবী করীম ﷺ থেকে (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৮৬৪ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০৮৯)

عَنْ اَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَاتَمُهٗ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهٗ مِنْهُ -

২. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ-এর আংটি ছিল রূপার ও তার পাথরও ছিল রূপার। (বুখারী, হাদীস নং ৫৮৭০)

عَنْ اَنَسٍ(رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِىْ يَمِيْنِهٖ فِيْهِ فَصٌّ حَبَشِىٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهٗ مِمَّا يَلِىْ كَفَّهٗ -

৩. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ তার ডান হাতে রূপার আংটি পরতেন যার পাথর ছিল হাবশা দেশের। তিনি তার পাথরটি তালুর দিক রাখতেন। (মুসলিম, হাদীস নং ২০৯৪)

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ : صَنَعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيْهِ نَقْشًا فَلاَ يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ اَحَدٌ : قَالَ فَاِنِّى لاَرَى بَرِيْقَهٗ فِى خِنْصَرِهٖ -

৪. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ একটি আংটি বানিয়ে, বলেন : "আমি একটি আংটি গ্রহণ করেছি এবং এটির উপর নকশা অংকন করেছি। আর কেউ যেন নিজ আংটিতে ঐ নকশা খোদাই না করে। বর্ণনাকারী বলেন : আমি অবশ্যই রাসূলে করীম ﷺ-এর কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটির চাকচিক্য দেখতে পেয়েছি। (বুখারী, হাদীস নং ৫৮৭৪)

১৪. নারীদের জন্য সোনা ও রূপার যা যা পড় জায়েয

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَاَتَى النِّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ الْفَتْخَ وَالْخَوَاتِيْمَ فِىْ ثَوْبِ بِلاَلٍ.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে ঈদের সালাতে হাজির ছিলাম। তিনি খুতবার আগে সালাত আদায় করেন। অত:পর তিনি নারীদের নিকট গমন করেন। তখন তারা বেলাল (রা)-এর পোশাকে তাদের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আংটিগুলো খুলে খুলে নিক্ষেপ করে।
(বুখারী, হাদীস নং ৫৮৮০ ও মুসলিম, হাদীস নং ৮৮৪)

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِهٖ فِى طَلَبِهَا فَاَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وَضُوْءٍ فَلَمَّا اَتُوا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذٰلِكَ اِلَيْهِ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ التَّيَمُّمِ -

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আসমা (রা)-এর গলার হার ধার নিয়ে হারিয়ে ফেলেন। রাসূলে করীম ﷺ (তার খোজে) এক ব্যক্তিকে পাঠালেন। তিনি হারটি এমন সময় পেলেন, যখন সালাতের সময় হয়ে গিয়েছিল অথচ তাঁদের নিকট পানি ছিল না। এমতাবস্থায় তারা সালাত আদায় করেন ও বিষয়টি নবী করীম ﷺ-কে জানিয়ে দেন। অতঃপর তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(বুখারী, হাদীস নং ৩৩৬ ও মুসলিম হাদীস নং ৩৬৭)

১৫. পোশাক ও বিছানায় বিনয়ী প্রদর্শন

عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ (رض) قَالَ : اَخْرَجَتْ اِلَيْنَا عَائِشَةَ كِسَاءً وَاِزَارًا غَلِيْظًا فَقَالَتْ : قُبِضَ رُوْحُ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ هٰذَيْنِ -

১. আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আয়েশা (রা) একখানা চাদর ও মোটা কাপড়ের একটি লুঙ্গি আমাদের নিকট বের করে বললেন : যখন নবী করীম ﷺ ইন্তেকাল করেন তখন এ দুটি তাঁর পরিধানে ছিল।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৮১৮ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০৮০)

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ : اِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِىْ يَنَامُ عَلَيْهِ اَدَمًا حَشْوُهٗ لِيْفٌ -

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ-এর ঘুমানোর বিছানা ছিল চামড়ার, যার ভরাট ছিল খেজুর গাছের আঁশের।

(মুসলিম, হাদীস নং ২০৮২)

রাসূলের ওসিয়ত

২৫. মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর প্রতি রাসূল ﷺ-এর ১০টি অছিয়ত

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ (رضى) قَالَ اَوْصَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَشْرِ
كَلِمَاتٍ قَالَ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَعُقَّنَّ
وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ - وَلَا تَتْرُكَنَّ
صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا
فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَاِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ
فَاحِشَةٍ وَاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ
عَزَّوَجَلَّ وَاِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَاِذَا اَصَابَ
النَّاسَ مُوْتَانٌ وَاَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ وَاَنْفِقْ عَلٰى عِيَالِكَ مِنْ
طُوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَاَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ -

মুয়ায বিন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দশটি বিষয় সম্পর্কে অছিয়ত করেছেন। তিনি বলেছেন–

১. হে মুয়ায! তোমাকে যদি হত্যা করা হয় অথবা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারাও হয় তবুও আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবেনা।
২. তোমার পিতা-মাতা যদি তোমার সম্পদ ও সন্তান ও পরিবার হতে তোমাকে বের করে দেয় তবুও তাদের অবাধ্য হবে না।
৩. তুমি কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ সালাত ছেড়ে দেবে না, কেননা যে ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ সালাত ছেড়ে দেয় তার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্র কোন দায়-দায়িত্ব থাকে না।
৪. তুমি মদ পান করবে না, কেননা মদ হল সকল পাপের মূল।
৫. তুমি পাপ কাজ হতে দূরে অবস্থান করবে। কেননা পাপ কাজ আল্লাহ্র গজব নাযিলের কারণ হয়।
৬. যদি তোমার সামনে অব্যাহতভাবে মানুষ নিহত হতে থাকে তবুও তুমি যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করবে না।

৭. যদি কোন জনপদে মহামারী দেখা দেয় এবং তুমি যেখানে অবস্থান করছ, এমতাবস্থায় তুমি সেখান হতে পলায়ন করবে না।

৮. তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনে সাধ্যমত ব্যয় করবে।

৯. তাদের উপর হতে শাসনের ডাণ্ডা তুলে রাখবেনা।

১০. আর তাদেরকে আল্লাহ্র ভয় প্রদর্শন করতে থাকবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে রাসূল ﷺ তাঁর প্রিয় সাহাবী মুয়ায ইবনে জাবালকে উদ্দেশ্য করে যে দশটি বিষয়ের অছিয়ত করেছেন, তা শুধু মুয়াযের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং মুয়াযকে সামনে রেখে অথবা সাক্ষী রেখে রাসূল (সা) কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর সমগ্র উম্মতের জন্য এই অছিয়ত করেছেন। কেননা হাদীসে যেসব অপরাধমূলক কাজ হতে বেঁচে থাকার অছিয়ত করা হয়েছে মুয়ায ঐসব কাজ হতে বহুদূরে অবস্থান করতেন। মূলত মুয়াযের মাধ্যমে উপরোক্ত পাপকাজ হতে বেঁচে থাকার জন্য তিনি তাঁর উম্মতকে অছিয়ত করেছেন। মুয়াযকে সামনে রেখে রাসূল ﷺ-এর অছিয়তগুলো ছিল নিম্নরূপ–

প্রথম অছিয়ত : শিরক থেকে বেঁচে থাকা। কেননা শিরক হল সবচেয়ে বড় গুনাহ যা আল্লাহ্ মাফ করবেন না। আল্লাহ্ বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ـ

আল্লাহ্র সাথে শির্ক করার গুনাহ্ আল্লাহ কিছুতেই মাফ করবেন না। তবে তা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করতে পারেন। আর যে আল্লাহ্র সাথে শির্ক করে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট। (সূরা নিছা : আয়াত-১১৬)

লুকমান তাঁর ছেলেকে নছিহত করতে গিয়ে প্রথম যে উপদেশটি দিয়েছিলেন তা আল্লাহ্ কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ـ

হে আমার প্রিয় সন্তান! তুমি আল্লাহ্র সাথে শরীক করো না। কেননা অবশ্যই শির্ক সবচেয়ে বড় গুনাহ্। (সূরা লোকমান : আয়াত-১৪)

এ প্রসঙ্গে মুয়াযের আর ও একটি বর্ণনা হাদীসের কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمُعَاذٍ يَا مُعَاذُ اَتَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ

حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّدْخِلَ الْجَنَّةَ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِهٖ شَيْئًا.

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়াযকে বলেন, হে মুয়ায! তুমি কি অবগত আছ যে বান্দার উপর আল্লাহ্র হক কি, আর আল্লাহ্র উপর বান্দার হক কি? মুয়ায জবাবে বললেন, আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূলই তা ভাল জানেন, (আমার জানা নেই)। রাসূল ﷺ বললেন, বান্দার উপর আল্লাহ্র হক হল এই যে, বান্দাহ্ একান্তভাবে আল্লাহ্র ইবাদত (দাসত্ব) করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেনা। আর আল্লাহ্র উপর বান্দার হক হল, যে বান্দাহ্ তাঁর সাথে কাউকে শরীক করেনি, আল্লাহ্ তাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাবেন।

উপরোক্ত হাদীস ব্যতীত গুনাহ্ কবিরার (বড় গুনাহ) পর্যায়ে যত হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তার প্রতিটি হাদীসে শিরক অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে শরীক করাকে ১ নং কবিরা গুনাহ্ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

যেমন– আবদুল্লাহ্ বিন আমর হতে বর্ণিত–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَبَائِرُ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ.

আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, কবিরা গুনাহ্ হল : আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মানুষ হত্যা করা ও মিথ্যা শপথ করা। (বুখারী)

আবু হুরাইরা ও মুয়ায বিন জাবাল (রা)-এর হাদীসেও কবিরা গুনাহ্র পর্যায়ে প্রথম নম্বরে আল্লাহ্র সাথে শরীক করাকে দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় অছিয়ত : মুয়াযকে উদ্দেশ্য করে রাসূল ﷺ-এর অছিয়ত ছিল পিতা-মাতা প্রসঙ্গে। রাসূল ﷺ বলেন, মুয়ায, তোমার পিতা-মাতা যদি তোমার উপর রাগ করে তোমাকে তোমার সম্পদ ও সন্তান ও পরিবার অর্থাৎ বাড়ী–ঘর থেকে বের করেও দেয়, তবুও তাদের অবাধ্য হবেনা।

এখানে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ আল্লাহর হকের সাথে সাথেই পিতা-মাতার হকের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায়ই আল্লাহ্র

হকের সাথে সাথেই পিতা-মাতার হকের কথা বলে আয়াত নাযিল করেছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْكِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا.

তোমার রব তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত করবেনা। আর পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করবে। আর তোমার সামনে পিতা-মাতার কোন একজন অথবা উভয়ই যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদের (বার্ধক্যজনিত আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে) তাদের উদ্দেশ্যে (বিরক্তি উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক) উফ শব্দ পর্যন্তও উচ্চারণ করবেনা। আর তাদের সাথে রাগের ব্যবহার করবেনা বরং পিতা-মাতার সাথে সম্মানজনক কথা বলবে।
(সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-২৩)

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا.

হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা আস, আমি তোমাদেরকে তিলাওয়াত করে শুনাচ্ছি আল্লাহ্ তোমাদের জন্য কি কি হারাম করেছেন। তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবেনা এবং পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করবে।
(সূরা আনয়াম : আয়াত-১৫১)

লুকমানের ছেলের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রদত্ত নছিহতের প্রসংগ উত্থাপন করে আল্লাহ বলেন–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ–

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার ব্যাপারে অছিয়ত করেছি (উত্তম আচরণ করার)। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে বহন করেছে, আর তাকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করিয়েছে। সুতরাং তোমারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক আর

কৃতজ্ঞ থাক পিতা-মাতার প্রতি। তোমাদের সকলকেই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।

কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলছেন–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ـ

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্ট করে যেমন গর্ভে বহন করেছে তেমনি তাকে কষ্টসহ প্রসব করেছে।

(সূরা আহকাফ : আয়াত-১৫)

এ ছাড়াও আল্লাহ্ সূরা আনকাবূতে ইরশাদ করেছেন–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا-

আমি মানব জাতিকে তার পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছি।

(সূরা আনকাবূত : আয়াত-৮)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত তিনটি আয়াতেই মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সমগ্র মানব জাতিকেই এ নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু মুমিন- মুসলমানদেরকেই নয়। মানব সৃষ্টির সূচনা হতেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতিই পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণকে একটি মহৎ কাজ বলেই স্বীকৃতি দিয়ে এসেছে। ফলে আল্লাহ্ সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে উপরোক্ত নির্দেশ দিয়েছেন। উপরোক্ত প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ-এর দু'টি হাদীস পেশ করে দ্বিতীয় অছিয়তের আলোচনা শেষ করতে চাই।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ، قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ بِرُّالْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ اَلْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ.

আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলাম যে, মানুষের কোন কাজটি আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়? রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কোনটি? রাসূল বললেন, পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করা। আমি আবারও প্রশ্ন করলাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ ঈমানের পরই পিতা-মাতার হকের কথা বলেছেন। এমনকি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহির স্থানও পিতা-মাতার অধিকারের পরে নির্ধারণ করেছেন। তবে অন্যান্য হাদীসের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় তিনি ব্যক্তির আমলের প্রতি দৃষ্টি রেখে উত্তম আমলের কথা বলতেন।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ.

রাসূল ﷺ একদিন সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ সম্পর্কে অবহিত করব? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি অবশ্যই আমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করবেন। রাসূল বললেন, সবচেয়ে বড় গুনাহ্ হল আল্লাহ্র সাথে শিরক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

তৃতীয় অছিয়ত : মুয়াজের প্রতি রাসূল ﷺ -এর তৃতীয় অছিয়ত ছিল ফরজ তরক না করা প্রসংগে।

وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ.

হে মুয়ায! তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে কখনও ফরজ সালাত তরক করবে না। কেননা যে ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ সালাত তরক করে তার ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার কোন দায়-দায়িত্ব থাকে না।

ব্যাখ্যা : মানুষ আল্লাহ্ তায়ালার বান্দা ও দাস হওয়ার কারণে তার জিন্দেগীর সমস্ত কাজ-কর্ম আল্লাহ্র মরজি অনুযায়ী করতে হবে। কেননা সে আবদ্, তার মাবুদের ইচ্ছা অনুযায়ীই চলতে হয়। এ হিসেবে একজন মানুষ তার নিজের পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনীয় কাজগুলো যদি আল্লাহ্র মরজি অনুযায়ী করে, তাহলে তার এই যাবতীয় কাজ আল্লাহ্র ইবাদতে অন্তর্ভুক্ত হবে। আমলি ইবাদতের বাইরে মানুষের জন্য মহান আল্লাহ্ বেশ কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত প্রত্যেক নবী ও তাঁর উম্মতের জন্য ফরজ করেছেন। এসব আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মধ্যে এক নম্বরে হল সালাত। সালাত শেষ নবী ও তাঁর উম্মতের জন্য যেমন ফরজ করা হয়েছে, তেমনি ফরজ করা হয়েছিল পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের উম্মতের

উপরেও। যেমন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কুরআনে ইব্রাহিমের (আ) দোয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন–

رَبَّنَآ اِنِّىٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىٓ اِلَيْهِمْ.

হে আমার প্রতিপালক! শস্য-ফসল বিহীন একটি উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের পার্শ্বে আমার বংশধরদের জন্য বসতি স্থাপন করলাম, যাতে তারা এখানে সালাত কায়েম করে। সুতরাং, মানুষের মনকে তুমি তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দাও।

(সূরা–১৪ ইব্রাহীম : আয়াত-৩৭)

মূসা (আ)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেন–

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ.

আমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। সুতরাং আমার দাসত্ব কর এবং আমাকে স্মরণ রাখার জন্য তুমি সালাত কায়েম কর। (সূরা তোহা : আয়াত-১৪)

ইস্‌মাঈল (আ)-এর প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন–

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا.

তিনি তার পরিবার-পরিজনকে সালাত কায়েম ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন। আর তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রিয়। (সূরা মরিয়ম : আয়াত-৫৫)

মহান আল্লাহ্ ঈসা (আ) প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কুরআনে বলেন–

وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا.

আর আল্লাহ্ আমাকে জীবিত থাকা অবধি সালাত আদায় করার ও যাকাত দানের নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা মরিয়ম : আয়াত-৩১)

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক নবী এবং তাঁর উম্মতের উপর আবহমান কাল হতেই সালাত, যাকাত ও রোযাসহ কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত ফরজ করে দিয়েছিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্

রাব্বুল আলামীন উম্মতে মুহাম্মদির জন্য ওয়াক্‌তের শর্তের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন–

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا.

অবশ্যই আল্লাহ্ মুমিনদের জন্য সালাত ওয়াক্‌তের সাথে ফরজ করেছেন।
(সূরা নিসা : আয়াত-১০৩)

সুতরাং প্রত্যেক ওয়াকতের সালাত তার নির্দিষ্ট ওয়াকতেই আদায় করতে হবে, নতুবা সালাত আদায় হবেনা। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ফরজ সালাত জামায়াতের সাথে ফরজ করেছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন–

وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ.

আর রুকুকারীদের সাথে মিলিত হয়ে রুকু কর। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-৪৩)

অর্থাৎ তোমরা একত্র হয়ে জামায়াতের সাথে সালাত আদায় কর। সুতরাং বিশেষ ওজর ছাড়া একা একা ফরজ সালাত পড়া মোটেই ঠিক হবে না, তাতে সালাত পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় হবে না।

চতুর্থ অছিয়ত : মুয়াযকে উদ্দেশ্য করে রাসূলের ﷺ-এর চতুর্থ অছিয়তটি ছিল শরাব সম্পর্কে। রাসূল ﷺ বলেন–

وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَانَّهٗ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ.

মুয়ায, "তুমি কখনও মদ পান করবে না। কেননা মদ হল অশ্লীল কাজের জন্মদাতা।" মদ যে পাপের জন্মদাতা এটি বুঝার জন্য এখন আর তেমন কোন দলিল প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। সমাজের বর্তমান অবস্থার দিকে একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই এটা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্ফুটিত হয়।

ইসলাম পাপ-পঙ্কিলতাবিহীন যে সুন্দর সমাজ কামনা করে তা মদ্যপায়ীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা বিধায় পবিত্র কুরআনে মদকে পরিপূর্ণভাবে হারাম করে নির্দেশ দান করা হয়েছে। রাসূল (সা) তাঁর প্রিয় সাহাবী মুয়াযকে সামনে রেখে তাঁর উম্মতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত মদ্য পানকে হারাম করার অছিয়ত করেছেন।

পঞ্চম অছিয়ত : ৫ নং অছিয়ত ছিল পাপ কাজ হতে দুরে অবস্থান করা সম্পর্কে।

اِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَانَّ بِمَعْصِيَةِ اللّٰهِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ.

হে মুয়ায! তুমি পাপের কাজ হতে বহুদূরে অবস্থান করবে। কেননা পাপের কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্র আযাব নাযিল হয়।

মুয়াযের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ এর পঞ্চম অছিয়ত ছিল যে, হে মুয়ায! তুমি পাপের কাছেও যাবেনা। কেননা পাপকাজ আল্লাহ্ গজবের কারণ হয়। অর্থাৎ পাপ কাজের মাধ্যমে পাপী আল্লাহ্র গজবকে আহ্বান করে।

আনুষ্ঠানিক ইবাদত যেমন- সালাত, যাকাত, রোযা, হজ্জ্ব ইত্যাদি রাসূলের উপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সময় ফরজ হয়েছে। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নবুয়তের ১২ বৎসর পর মেরাজের সময় রাসূলের মাক্কী জিন্দিগীতে ফরজ হয়েছে। বাকী যাকাত, রোযা ও হজ্জ ইত্যাদির নবুয়তী জীবনের ১৩ বৎসর পর মদীনায় হিজরত করার পরে ফরজ করা হয়েছে।

কিন্তু গুনাহে কবীরাসহ চিহ্নিত পাপের কাজগুলো নবুওয়তের প্রথম হতেই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

গুনাহ্ সাধারণত দুই প্রকারের।

১. সগীরা (ছোট গুনাহ) ও ২. কবীরা (বড় গুনাহ)।

আল্লাহ্র পয়গম্বরগণ সগীরা ও কবীরা সব রকমের গুনাহ্ হতে মা'সুম (পবিত্র) ছিলেন। কিন্তু পয়গম্বর ব্যতীত অন্য সকল মুমিনের পক্ষে সগীরা গুনাহ বান্দা যদি আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কবীরা গুনাহ্ হতে বেঁচে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাঁর ছোটখাট অপরাধ (সগীরা গুনাহ্) মাফ করে দেয়ার ওয়াদা করেছেন।

যেমন আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের ঘোষণা করেছেন–

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا.

আমার নিষেধ করা বড় বড় গুনাহ্ হতে যদি তোমরা বেঁচে থাক, তাহলে তোমাদের ছোট–খাট অপরাধ ক্ষমা করে দিব। আর তোমাদেরকে সম্মানজনক অবস্থানে প্রবেশ করাব। (সূরা নিসা : আয়াত-৩১)

সগীরা গুনাহ্ আল্লাহ বিভিন্ন নেক কাজের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে মাফ করতে থাকেন। কিন্তু কবীরা গুনাহ্ অনুতপ্ত মনে আল্লাহ্র কাছে একনিষ্ঠ মনে তাওবা ছাড়া মাফ হবে না। তবে সগীরা গুনাহের ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন এবং অব্যাহতভাবে সগীরা গুনাহ্ করে যাওয়া কবীরায় পরিণত হয়। কোন কোন

হাদীসে কবীরা গুনাহ্র সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নীচে দুটি হাদীস পেশ করা হল।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْكَبَائِرُ سَبْعٌ اَوَّلُهَا اَلاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ ثُمَّ قَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّهَا، وَاَكْلُ الرِّبَا، وَاَكْلُ مَالَ الْيَتِيْمِ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَرَمْىُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, কবীরা গুনাহ্ হল সাতটি : প্রথমটি হল আল্লাহ্র সাথে শিরক করা, অত:পর না হক কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা, জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা, যাদু করা, আর কোন পবিত্র চরিত্রের মুমিন নারীর বিরুদ্ধে যেনার অপবাদ দেয়া।
(বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, কবীরা গুনাহ্ হল সত্তরটি।

عَنْ عَمْرَو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ (رضى) قَالَ كَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيْهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهٖ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ كَانَ فِى الْكِتَابِ اِنَّ اَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : اَلاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَرَمْىُ الْمُحْصَنَةِ وَالسِّحْرُ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ.

আমার বিন হাযম পিতা থেকে এবং তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়ামানবাসীদের উদ্দেশ্যে একখানা (হেদায়াতমূলক) পত্র পাঠিয়েছিলেন। যার মধ্যে ফরজ, সুন্নাতসমূহ ও কাফফারা ইত্যাদির বিবরণ ছিল। পত্র নিয়ে আমর বিন হাযমকে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন। ঐ চিঠিতে একথাও লেখা ছিল যে, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বড় গুনাহ্ হিসেবে গণ্য হবে

আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করা, অন্যায়ভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করা, জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কোন নিরাপরাধ নারীর বিরুদ্ধে জিনার অপবাদ দেয়া, যাদু করা, সুদ খাওয়া ও ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা।

উপরোক্ত হাদীস দুটি ইমাম ইবনে কাছির তাঁর বিখ্যাত তাফসীরের কিতাবে সূরা নিসার اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠ অছিয়ত

اِيَّاكَ وَالْفِرَارَ عَنِ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ .

মুয়াযের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ-এর ষষ্ঠ অছিয়ত ছিল যে, হে মুয়ায! জিহাদের ময়দানে যুদ্ধের চরম মুহূর্তে যখন তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, তোমার সামনে তোমার সাথীরা শাহাদাত বরণ করছে, এমতাবস্থায়ও তুমি কিছুতেই যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন কুরআনে মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে নিম্নলিখিত নির্দেশ দিয়েছেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ - وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ .

হে ঈমানদাররা! (যুদ্ধের সময়) তোমরা যখন কোন কাফির বাহিনীর মুখোমুখি হবে, তখন কিছুতেই তোমরা ময়দানে ছেড়ে পলায়ন করবে না। আর যে বা যারা ময়দানে ছেড়ে পলায়ন করবে সে আল্লাহ্‌র গজবের অধিকারী হবে। আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তবে যুদ্ধের কৌশলগত কারণে অথবা দল থেকে বিচ্ছিন্ন সৈনিকদের দলের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ময়দান ত্যাগ করার অনুমতি আছে। (সূরা আনফাল : আয়াত-১৫-১৬)

আল্লাহ্ আরও বলেন–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

যে ঈমানদাররা! তোমরা যখন (যুদ্ধের ময়দানে) কোন কাফির বাহিনীর মুখোমুখি হও, তখন দৃঢ়তা সহকারে মোকাবেলা কর। আর আল্লাহ্কে বেশি স্মরণ কর। তাহলেই তোমরা বিজয়ী হবে। (সূরা আনফাল : আয়াত-৪৫)

হাদীসের কিতাবসমূহে গুনাহ্ কবীরা পর্যায়ে যত হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তার সর্বত্রই যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করাকে গুনাহে কবীরা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সপ্তম অছিয়ত : মুযাযের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সপ্তম অছিয়ত ছিল–

إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ.

হে মুয়ায! যদি কোন জনপদে মহামারী দেখা দেয়, আর তুমি সেখানে অবস্থান করছো, তাহলে তুমি সেখানেই অবস্থান করবে। (সেখান থেকে চলে যাবে না)।

ব্যাখ্যা : কোন জনপদে যদি মহামারী আকারে সংক্রামক মরণব্যাধি দেখা দেয় তাহলে যারা ঐ জনপদে বাস করছে তাদেরকে চলে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা সুস্থ লোকেরা যদি জনপদ থেকে চলে যায়, তাহলে রোগীদের পরিচর্যা ও সেবা-শুশ্রূষা যেমন হবে না, তেমনি যারা মারা যাবে তাদেরও সুষ্ঠুভাবে দাফন-কাফন হবে না। এ জন্যেই সুস্থ লোকদের জনপদ ছাড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তবে অন্য এলাকার সুস্থ লোকদেরকে মহামারী প্রবণ এলাকায় আসতে নিষেধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ হতে একটি হাদীস আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা) থেকে আর একটি হাদীস উসামা বিন যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত আছে।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا.

উসামা বিন যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন শুনবে কোন জনপদে মহামারী আকারে তাউন (প্লেগ) রোগ দেখা দিয়েছে, তখন

সেখানে যাবে না। আর যদি সেখানে আগে থেকে অবস্থান কর, তাহলে সেখান থেকে চলে আসবে না সেখানেই অবস্থান করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অষ্টম, নবম ও দশম অছিয়ত : মুয়াযের উদ্দেশ্যে প্রিয় রাসূল ﷺ-এর শেষের তিনটি অছিয়ত ছিল পরিবার পরিজনদের (স্ত্রী ও সন্তানদের) প্রসংঙ্গে। রাসূল (সা) বলেন,

يَا مُعَاذُ أَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طُوْلِكَ وَلَاتَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، وَأَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ.

হে মুয়ায! তুমি তোমার পরিবার পরিজনের প্রয়োজনে সাধ্যমত খরচ করবে, তাদের উপর হতে শাসনের ডাণ্ডা তুলে রাখবেনা, আর তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার ব্যাপারে সতর্ক করবে।

ব্যাখ্যা : মুয়াযের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ-এর দশটি অছিয়তের মধ্যে তিনটি ছিল পরিবার-পরিজনদের প্রসঙ্গে। প্রথমত, রাসূল ﷺ পরিবারের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করে দেয়ার ব্যাপারে সাধ্যমত খরচ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কৃপণতা পরিহার করতে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে ইব্‌নে মাসউদ (রা) রাসূল ﷺ হতে নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন–

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِىَ لَهُ صَدَقَةٌ.

আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন কোন লোক কোন নেক নিয়তে তার পরিবারের জন্য খরচ করে, তার ঐ খরচকৃত অর্থ আল্লাহ্‌র দরবারে সদকা হিসেবে পরিগণিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন মিটান অর্থাৎ তাদের খানা-পিনা বসবাস, শিক্ষা ও চিকিৎসা খরচসহ যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা পরিবার প্রধানের উপর ফরজ। এই প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে আল্লাহ কৃপণতা করতে যেমন নিষেধ করেছেন, তেমনি নিষেধ করেছেন অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য ব্যয় করতে। এ ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে পাকে বলেছেন–

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَحْسُوْرًا.

তুমি তোমার হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখ না (একেবারেই হাত উপুড় করে কাউকে কিছু দিবে না) আবার অবারিতভাবে তোমার হাত প্রসারিত করে দিওনা (যাতে অল্প সময়ের মধ্যে সব কিছু খরচ হয়ে যায়) তুমি (আর্থিক দিক দিয়ে) অক্ষম ও ভর্ৎসনাযোগ্য হয়ে পড়বে। (সূরা বানী ইসরাঈল : ২৯)

মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে সন্তান ও সন্ততির সম্পর্কে বলেছেন–

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

সম্পদ এবং সন্তান-সন্তুতি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ। (সূরা কাহাফ : ৪৬)

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ.

অবশ্য তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি (তোমাদের জন্য) পরীক্ষাস্বরূপ। (সূরা তাগাবুন : আয়াত-১৫)

সুতরাং মালের অতিরিক্ত আকর্ষণ, মাল কামাই ও সংগ্রহের ব্যাপারে যেমন বেপরোয়া না করে তোলে, তেমনি খরচের ব্যাপারেও যেন তাকে ভারসাম্যহীন না করে। এ ব্যাপারেও আল্লাহর রাসূল ﷺ মানুষকে বার বার সাবধান করেছেন। আবার অন্যদিকে সন্তান-সন্ততির অতিরিক্ত মহব্বত ও আকর্ষণ যেন তাকে সন্তান-সন্ততির তরবিয়াতের ব্যাপারে উদাসীন এবং তাদের চাহিদা পূরণে ভারসাম্যহীন করে না তোলে সে ব্যাপারেও সাবধান করেছেন। যেমন আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

হে ঈমানদাররা! তোমাদেরকে যেন তোমাদের সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন করে না ফেলে। আর যারা সম্পদ-সন্তান-সন্ততির আকর্ষণে আল্লাহ্কে ভুলে যাবে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। (সূরা মুনাফিকুন : আয়াত-১০)

সুতরাং মুয়াযকে সামনে রেখে রাসূল ﷺ-এর শেষ অছিয়ত তিনটি ছিল একেবারেই পরিবার-পরিজনের উদ্দেশ্য। রাসূল ﷺ বলেন, মুয়ায পরিবারের

বৈধ ও প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করবে, তাদের তারবিয়াত ও শাসনের ব্যাপারে উদাসীন হবে না এবং তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার ভয় প্রদর্শন করবে।

মুয়ায বিন জাবাল (রা) প্রিয় নবী ﷺ-এর আরও ৩টি অছিয়ত : মুয়ায বিন জাবালকে যখন ইয়ামানের শাসক নিয়োগ করে পাঠানো হয়, তখন তাঁর অনুরোধে রাসূল ﷺ তাঁকে নিম্নে বর্ণিত অছিয়ত করেন–

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَاكُنْتَ قَالَ زِدْنِىْ قَالَ اِتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ قَالَ زِدْنِىْ قَالَ خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

মুয়ায বিন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি প্রিয় নবী ﷺ-কে অনুরোধ করেছিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাকে অছিয়ত করুন। আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বললেন, হে মুয়ায! তুমি যেখানেই থাক না কেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে ভয় করে চলবে। আমি বললাম, আমাকে আরও অছিয়ত করুন। রাসূল ﷺ বললেন, মুয়ায কোন গর্হিত কাজ করে ফেললে সাথে সাথেই একটি উত্তম বা ভাল কাজ করবে। (কেননা ভাল কাজ মন্দ কাজের পাপকে মিটিয়ে দেয়) আমি বললাম, আমাকে আরও অছিয়ত করুন, তিনি বললেন, মুয়ায, তুমি জনসাধারণের সাথে উত্তম আচরণ করবে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : প্রাচীন সভ্যতার পাদ-পিঠ ইয়ামানের মত একটি প্রদেশ যখন হিজরী নবম সনে কোনরকম শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই ইসলামের শাসনাধীন চলে আসে, তখন রাসূল ﷺ মুয়ায বিন জাবালের মত একজন নেতৃস্থানীয় বিচক্ষণ সাহাবীকে শাসক নিয়োগ করে ইয়ামানে পাঠিয়ে দেন। রওয়ানা করবার সময় রাসূল ﷺ নিজে তাঁর সোয়ারীর সাথে সাথে কিছুদূর পায়ে হেটে হেটে তাঁকে বিদায় করার মুহূর্তে বেশ কয়েক দফা নির্দেশনমূলক হেদায়াত দেন, যার বিবরণ বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে। রাসূলের নির্দেশনমূলক হেদায়াত সমাপ্ত হলে পরে মুয়ায তাঁর উদ্দেশ্যে কিছু অছিয়ত প্রদানের জন্য রাসূলকে ﷺ কে অনুরোধ করেন। উপরোক্ত হাদীসে সেই অছিয়াতের বিবরণ দেয়া হয়েছে। মুয়াযকে যে কঠিন দায়িত্বভার দিয়ে পাঠান হচ্ছিল সেই দায়িত্বের প্রেক্ষিতেই তাঁকে রাসূল ﷺ এই তিনটি অছিয়ত করেছিলেন।

অছিয়ত শেষে রাসূল ﷺ মুয়াযকে (রা) লক্ষ্য করে আরও বলেছিলেন–

يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِيْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِيْ وَقَبْرِيْ فَبَكَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (رضى) جَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

হে মুয়ায! হয়ত এ বছরের পর তুমি আর আমার সাক্ষাত পাবে না। তুমি হয়ত আমার এই মসজিদ এবং আমার কবরের কাছ থেকে গমনাগমন করবে। মুয়ায একথা শুনে রাসূলের বিচ্ছেদের কথা ভেবে কাঁদতে শুরু করলেন।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ)

আবু হুরায়রা (রা)-এর উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ-এর ৩ টি অছিয়ত

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ بِثَلَاثٍ قَالَ هُشَيْمٌ فَلَا أَدَعُهُنَّ حَتّٰى أَمُوْتَ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমার খলিল (প্রিয়বন্ধু) আমাকে তিনটি বিষয়ের অছিয়ত করেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত আমি তা কিছুতেই ছাড়বো না। ঘুমের আগে বেতর সালাত পড়া, প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা আর জুময়ার দিনে গোসল করা। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : আবু হুরায়রা (রা) ছিলেন আসহাবে সুফফার অন্তর্ভুক্ত। তাঁকে রাসূল ﷺ যে তিনটি বিষয়ের অছিয়ত করেছিলেন তা ছিল ফরজের অতিরিক্ত। ফরজ ও ওয়াজিব তো অবশ্য পালনীয়। যিনি গুনাহ্ কবীরা হতে বেঁচে থেকে ফরজ-ওয়াজিব নিয়মিত পালন করবেন তিনি নাজাত পেয়ে যাবেন। তবে আল্লাহ্র কাছে মর্যাদা প্রাপ্তি ও জান্নাতে উন্নত দরজা প্রাপ্তি নফল ইবাদাতের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। রাসূলের একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী হওয়ার কারণে আবু হুরায়রার ফরজ ও ওয়াজিব পালনে কোন ত্রুটি ছিল না বিধায় তাঁকে আল্লাহ্র দরবারের অতিরিক্ত মর্যাদা প্রাপ্তির জন্য রাসূল ﷺ অতিরিক্ত ইবাদত ক'টি নিয়মিত পালন করার অছিয়ত করেছিলেন।

বিতর সালাত অন্যান্য নফলের মত নয়। ইমাম আবু হানিফার মতে বিতর সালাত ওয়াজিব। মুকিম অবস্থায় হোক কিম্বা মুসাফির সর্বাবস্থায় বিতর পড়তে

হবে। আর ছুটে গেলে কাদা করতে হবে। অবশ্য মুসাফিরের জন্য ফরজ সালাত কসর করে আদায় করতে হবে। তার জন্য সুন্নাত পড়া বাধ্যতামূলক নয় বরং সফর অবস্থায় সুন্নাত সালাত তার উপর হতে রহিত হয়ে যায়।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের মতে বিতর সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। সর্বাবস্থায় পড়তে হবে। আর কখনও ছুটে গেলে কাদা আদায় করতে হবে। এমনকি ফজরের আজান হওয়া পরে হলেও বেতর পরে নিতে হবে। রাসূল ﷺ বিতর সালাত ঘুমের আগে পড়ে নিতে বলেছেন। তবে বিতর শেষ রাতে পড়া উত্তম বলে হাদীসে উল্লেখ আছে।

প্রতি চন্দ্রমাসে তিনদিন রোজা রাখা–

আবু হুরায়রা ও আবু দারদা (রা) উভয়কেই রাসূল ﷺ প্রতি চন্দ্রমাসের তিন দিন অর্থাৎ ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখে রোযা রাখার অছিয়ত করেছিলেন। সকল ইমামের ঐক্যমতে এ রোযা নফল। নফল সালাতের মাধ্যমে যেমন সালাতী ব্যক্তির আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, তেমনি নফল রোযার মাধ্যমেও বান্দার মর্যাদা আল্লাহ্‌র কাছে বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্‌র প্রিয় পয়গম্বরগণ কয়েক প্রকারের নফল রোযার জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। এর **প্রথমটি হল**, শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেছেন–

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা রাখে, অতঃপর শাওয়াল মাসে আরও ছয়টি রোযা রাখল, সে যেন সারা বছরই রোযা রাখল। অর্থাৎ সারা বছর নফল রোযা রাখার সওয়াব পাবে।

দ্বিতীয় হল, প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন, সপ্তাহের এই দুইদিন বান্দার আমল আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করা হয়। আর আমি চাই আমার রোযার হালতে যেন আমার আমল আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ হয়।

তৃতীয় হল আরাফার দিনের রোযা। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেছেন–

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ اِنِّيْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ.

নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি আশা করি আরাফার দিনের রোযা পূর্ববর্তী দুই বছরের গুনাহের কাফফারা হবে।

এ রোযা যারা হজ্জে থাকবে না তাদের জন্য। কেননা আরাফা ও মুযদালিফার দিনে হাজীরা সফরে থাকে এবং তাদেরকে খুব কষ্ট করতে হয়। **চতুর্থ হল** আশুরার রোযা। কেননা এ রোযা নবী করীম ﷺ নিজে রেখেছেন এবং ছাহাবীদেরকেও এ রোযা রাখার জন্য উৎসাহিত করেছেন। (তিরমিযী)

পঞ্চম হল আইয়্যামে বিজের রোযা অর্থাৎ প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা। এই রোযা রাখার জন্যই বিশেষভাবে রাসূল ﷺ আবু হুরায়রা (রা) ও আবু দারদাকে (রা) অছিয়ত করেছিলেন।

আবু জার গিফারী (রা)-এর প্রতি রাসূল ﷺ-এর ৫টি অছিয়ত

عَنْ اَبِىْ ذَرٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سِتَّةُ اَيَّامٍ اَعْقِلْ يَا اَبَا ذَرٍّ مَا اَقُوْلُ لَكَ بَعْدُ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ السَّابِعِ قَالَ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فِىْ سِرِّ اَمْرِكَ وَعَلَانِيَّتِهِ وَاِذَا اَسَأْتَ فَاحْسِنْ وَلَاتَسْئَلَنَّ اَحَدًا شَيْئًا وَاِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ وَلَاتَقْبِضْ اَمَانَةً وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ.

আবু জর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছিলেন, হে আবু জার! তুমি ছয়দিন অপেক্ষা কর, তারপর আমি তোমার উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা বলব। অতঃপর যখন সপ্তম দিন এসে উপস্থিত হল, তখন রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, হে আবু জার!

১. গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আমি তোমাকে তাকওয়া অবলম্বন করার অছিয়ত করছি।
২. যদি তোমার সাথে কেউ দুর্ব্যবহারও করে তবুও তুমি তার সাথে উত্তম আচরণ করবে।
৩. তুমি কারও কাছে কোন সাহায্য প্রার্থনা করবে না, এমনকি তোমার হাতের ছড়িটা তুলে দিতেও।
৪. তুমি আমানতের খেয়ানত করাবেনা।
৫. তুমি পরস্পর দু'জনের (বিচারের) ফয়সালা করে দিবে না। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : হাদীসে রাসূল ﷺ আবু জার (রা)-কে ছয়দিন পর কিছু উপদেশ দিবেন বলে ওয়াদা করলেন। এটি এই জন্য যাতে আবু জার এই ছয়দিন

রাসূলের কথা শুনার জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। আর এই দীর্ঘ অপেক্ষার পর রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে তিনি যা কিছু শুনবেন তা তার মনে একেবারেই গেঁথে থাকবে। কেননা অপেক্ষার পরে যে বস্তু লাভ করা যায় তার কদর অনেক বেশি হয়।

আবু জার গিফারীর উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ প্রথম অছিয়ত ছিল তাকওয়া সম্পর্কে। তাকওয়ার ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর হাদিসে বিস্তারিত এসেছে। আবু জার (রা)-এর জন্য রাসূল ﷺ এর **দ্বিতীয় অছিয়ত** এই ছিল যে, হে আবু জার! তোমার সাথে যদি কেউ দুর্ব্যবহারও করে তাহলে তুমি তার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। কেননা আবু জার রাসূল ﷺ-এর একজন সাহাবী হওয়ার কারণে তিনি রাসূল ﷺ-এর দ্বীনের একজন উত্তম দা'য়ীও ছিলেন। আর দা'য়ীর সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম গুণ হল উত্তম আচরণ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন-

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ.

আর তুমি (দুর্ব্যবহারের পরিবর্তে) উত্তম আচরণ কর, তাহলে তুমি দেখতে পাবে, তোমার দুশমন বন্ধুতে পরিণত হয়েছে।

আবু জার (রা)-এর উদ্দেশ্যে রাসূল (সা)-এর **তৃতীয় অছিয়ত** ছিল যে, হে আবু জার! তুমি কারও কাছে কিছু চাইবে না। এমনকি তুমি সোয়ারীর উপরে আছ এমতাবস্থায় যদি তোমার হাতের ছড়িটা পড়ে যায় তাহলে তুমি সোয়ারীর উপর থেকে নেমে সেটাকে হাতে তুলে নিবে। ছড়িটা তুলতে কারো সাহায্য গ্রহণ করবে না। আল্লাহ্র প্রিয় রাসূল ﷺ উপরোক্ত অছিয়তের মাধ্যমে আমাদেরকে কারও কাছ থেকে কোন অনুগ্রহ গ্রহণ করার চেয়ে অনুগ্রহ বিতরণ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى -

রাসূল ﷺ বলেছেন, নীচের হাতের চেয়ে উপরের হাত অনেক উত্তম। অর্থাৎ গ্রহণকারীর হাত থেকে প্রদানকারীর হাত অনেক উত্তম। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

রাসূল ﷺ আরও বলেছেন-

وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ.

আর যে মানুষ থেকে মুখাপেক্ষীহীন থাকতে চায় আল্লাহ্ তাকে মানুষ থেকে মুখাপেক্ষীহীন রাখেন। (বুখারী)

আবু জার (রা)-এর জন্য রাসূল (সা)-এর **চতুর্থ অছিয়ত** ছিল আমানত সম্পর্কে। রাসূল ﷺ বলেন, হে আবু জার! لَا تَقْبِضْ اَمَانَةً তুমি কখনও আমানতের খেয়ানত করবে না। আমানত প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ অন্য এক হাদীসে বলেছেন–

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ .

যে আমানতের হেফাযত করে না সে ঈমানদার নয়।

এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা (রা) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, মুনাফিকের নিদর্শন হল তিনটি : যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে। যখন ওয়াদা করে তা পালন করেনা। আর তার কাছে কোন আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু জারের উদ্দেশ্যে রাসূলের **পঞ্চম অছিয়ত** ছিল বিচার-ফায়সালা সম্পর্কে। আসলে বিচার-ফায়সালা খুবই কঠিন কাজ। এজন্যই রাসূল ﷺ বলেছেন, "যাকে বিচারক করা হল তাকে বিনা ছুরিতে জবাই করা হল।"

বিচারককে আমানতদার, তীক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্ন যেমনি হতে হয় তেমনি হতে হয় তাকে স্থির চরিত্র সম্পন্ন। হয়ত আবু জারের বিশেষ অবস্থায় প্রেক্ষিতে তাঁকে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছিলেন।

২৬. আবু জার (রা)-এর উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ-এর আরও ৮টি অছিয়ত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَبِىْ ذَرٍّ (رضى) اَىْ اَخِىْ اِنِّىْ مُوْصِيْكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّنْفَعَكَ بِهَا زُرِالْقُبُوْرَ تَذَكَّرْ بِهَا الْاٰخِرَةَ بِالنَّهَارِ اَحْيَانًا، وَلَا تُكْثِرْ مِنْهَا وَاغْسِلِ الْمَوْتَ فَاِنَّ مُعَالَجَةَ جَسَدٍ خَاوٍ مَوْعِظَةٌ بَلِيْغَةٌ وَصَلِّ عَلَى الْجَنَائِزِ

لَعَلَّ ذٰلِكَ يَحْزُنُ قَلْبَكَ فَاِنَّ الْحَزِيْنَ فِيْ ظِلِّ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُعْرَضٌ لِكُلِّ خَيْرٍ وَجَالِسِ الْمَسَاكِيْنِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ اِذَا
لَقِيْتَهُمْ وَكُلْ مَعَ صَاحِبِ الْبَلَاءِ تَوَاضُعًا لِلّٰهِ تَعَالٰى وَاِيْمَانًا
بِهٖ وَاَلْبِسْ اَلْخَشِنَ الضَّيِّقَ مِنَ الثِّيَابِ لَعَلَّ الْعِزَّ وَالْكِبْرِيَاءَ
لَايَكُوْنُ لَهُمَا فِيْكَ مَسَاغٌ وَتَزَيَّنْ اَحْيَانًا لِعِبَادَةِ رَبِّكَ فَاِنَّ
الْمُؤْمِنَ كَذٰلِكَ يَفْعَلُ تَعَفُّفًا وَتَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا، وَلَا تُعَذِّبْ
شَيْئًا مِمَّا خَلَقَ اللّٰهُ بِالنَّارِ.

রাসূল ﷺ আবু জার (রা) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, প্রিয় ভাই, আমি তোমাকে বিশেষভাবে কিছু অছিয়ত করছি। তুমি তা বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তাহলে হয়ত আল্লাহ তোমাকে তার দ্বারা কল্যাণ দান করবেন। ১. দিবা ভাগে কখনও কখনও কবর জিয়ারতের মাধ্যমে তুমি আখেরাতের কথা স্মরণ করবে। তবে তা (কবর জিয়ারত) অধিকবার করবে না। ২. তুমি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করবে। কেননা, প্রাণহীন দেহ পরিপর্যার মাধ্যমে সর্বোত্তম নছিহত লাভ হয়। ৩. তুমি মৃতের জানাযার উপস্থিত হবে, এতে তোমার মন চিন্তিত হবে। কেননা চিন্তাশীল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ছায়া ও কল্যাণের আবাসস্থল। ৪. তুমি মিসকিনের সাথে উঠা-বসা করবে। আর প্রতিবার সাক্ষাতে তাকে সালাম দিবে। ৫. তুমি বিনয়াবনত অবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ঈমান সহকারে বিপদগ্রস্ত লোকের সাথে বসে খাবে। ৬. তুমি সংকীর্ণ কাপড় পরবে, তাহলে অহমিকা ও অহংকারবোধ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবেনা। ৭. আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য কখনও কখনও তুমি উত্তম লেবাস পরবে। মুমিন ব্যক্তি কখনও কখনও পবিত্রতা, মর্যাদা ও সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে তা পরিধান করে থাকে। ৮. আল্লাহ্‌র কোন সৃষ্টি জীবকে আগুনে পোড়ায়ে শাস্তি দিবেনা। (আল জামি আস সাগীর)

প্রথম অছিয়ত : আবু জার, তুমি দিবাভাগে কখনও কখনও কবর জিয়ারত করবে। রাসূল প্রথম দিকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। পরে তিনি কবর জিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন। তবে এ অনুমতি পুরুষের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়। আর রাত্রে কবর জিয়ারত করতে নিরুৎসাহিত করেছেন।

আলোচ্য অছিয়তে দেখা যায় আবু জারকে রাসূল ﷺ দিবাভাগে কবর জিয়ারত করতে বলেছেন। আর মাঝে- মধ্যেই কবর জিয়ারত করতে বলেছেন যাতে

নিজের পরিণতি ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কথা স্মরণ করে পাপ থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখে।

দ্বিতীয় অছিয়ত : দ্বিতীয় অছিয়ত ছিল মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর ব্যাপারে। প্রাণহীন লাশকে গোসল করাতে গিয়ে নিশ্চয়ই নিজের অনুরূপ পরিণতির কথা মনে করে পাপ কাজ থেকে বিরত ও অধিকতর নেক কাজে আগ্রহী হবে।

তৃতীয় অছিয়ত : তৃতীয় অছিয়ত ছিল মৃত ব্যক্তির জানাযায় শরীক হওয়ার ব্যাপারে। উপরোক্ত ৩টি কাজই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের পছন্দনীয় এবং তিনি উক্ত কাজ সম্পাদনকারীকে যথেষ্ট ছওয়াব দান করবেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম অছিয়ত : চতুর্থ ও পঞ্চম অছিয়ত ছিল দরিদ্রদের সাথে উঠাবসা করা ও বিপদগ্রস্তদের সাথে বসে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে। উপরোক্ত উভয় কাজেই দরিদ্র ও বিপদগ্রস্তরা যেমন খুশী হয় তেমনি নিজের মনের অহমিকা ভাব দূর হয়। আর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনও তাকে দরিদ্র ও বিপদগ্রস্ত বান্দার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার কারণে অশেষ ছওয়াব দান করবেন।

ষষ্ঠ ও সপ্তম অছিয়ত : ষষ্ঠ ও সপ্তম অছিয়ত ছিল লেবাস-পোশাক প্রসঙ্গে।

আল্লাহর প্রিয় নবী ﷺ তাঁর প্রিয় ছাহাবী আবু জার গিফারীকে সাধারণ পোশাক পরতে বলেছেন। আবার কখনও কখনও আল্লাহ্ তায়ালার শুকরিয়াস্বরূপ আল্লাহ্কে খুশী করার জন্য উত্তম পোষাক পরিধান করতে বলেছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন–

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا.

তোমরা প্রতি সালাতের সময় উভয় লেবাস পরিধান কর, আর খাও, পান কর তবে বাহুল্য ব্যয় করো না। (সূরা–৭ আরাফ : আয়াত-৩১)

আল্লাহ আরও বলেন–

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ -

হে নবী! আপনি জিজ্ঞেস করুন, কে হারাম করেছে উত্তম লেবাস যা মানুষের জন্য আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, আর কেইবা হারাম করেছে তাদের জন্য উত্তম খাদ্য?

(সূরা–৭ আরাফ : আয়াত-৩২)

অষ্টম অছিয়ত : আবু জার গিফারীর উদ্দেশ্যে রাসূল (সা) অষ্টম অছিয়ত ছিল, আল্লাহ্র কোন সৃষ্টি জীবকে যেন আগুনে পোড়ানোর শাস্তি না দেয়া হয়। মানুষের

জন্য যেসব জীবন পীড়াদায়ক বা ভয়াবহ, যেমন সাপ, বিচ্ছু বোলতা-ভীমরুল ইত্যাদিকে মারা বৈধ। কোন কোন ক্ষেত্রে মারা অধিকতর ছওয়াবের কাজ। তবে এসব জীবকে পুড়িয়ে মারা যাবে না। অন্যভাবে মারতে হবে।

আবু জার গিফারী (রা)-এর উপরে রাসূলের এসব অছিয়তের প্রভাব এত ছিল যে, তিনি সারা জীবনই খুব সাদা-সিধে জীবন যাপন করেছেন এবং সম্পদের মোহ তাঁকে সামান্যতমও আকৃষ্ট করতে পারেনি।

২৭. জনৈক ছাহাবীর উদ্দেশ্য রাসূলের ৫টি অছিয়ত

قَالَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْصِنِىْ فَقَالَ اُوْصِيْكَ بِالدُّعَاءِ فَاِنَّ مَعَهُ الْاِجَابَةَ وَعَلَيْكَ بِالشُّكْرِ فَاِنَّ مَعَهُ الزِّيَادَةَ وَاَنْهَاكَ عَنِ الْمَكْرِ فَاِنَّهُ لَايَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ وَعَنِ الْبَغْيِ مَنْ بُغِىَ عَلَيْهِ نَصَرَهُ اللّٰهُ وَاِيَّاكَ وَاَنْ تَبْغَضَ مُؤْمِنًا اَوْ تُعِيْنَ عَلَيْهِ.

এক ব্যক্তি (সাহাবী) রাসূলের কাছে আবেদন করল যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমার উদ্দেশ্য কিছু অছিয়ত করুন। রাসূল ﷺ বললেন–

১. তোমাকে আমি (আল্লাহ্র কাছে) দু'আ করার অছিয়ত করছি। কেননা (আল্লাহ) দু'আ কবুল করেন।

২. তোমাকে শোকরের অছিয়ত করছি। কেননা শোকর (আল্লাহ্র) নিয়ামত বৃদ্ধি করে।

৩. আমি তোমাকে কূট-কৌশল থেকে নিষেধ করছি। কেননা তা দ্বারা সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪. আমি তোমাকে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করছি। কেননা যার সাথে সীমা লংঘনের আচরণ করা হয় তাকে আল্লাহ্ সাহায্য করেন।

৫. খবরদার তুমি কোন মুমিনের সাথে যেমন শত্রুতা করবেনা, তেমনি তার ক্ষতিও করবেনা।

২৮. রাগ না করা ও গালি না দেয়ার ব্যাপারে জনৈক ছাহাবীকে রাসূলের অছিয়ত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَوْصِنِىْ قَالَ لَاتَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে বললেন, রাসূল (সা) আপনি আমাকে অছিয়ত করুন। রাসূল (সা) বললেন, তুমি কখনও রাগ করবে না, লোকটি বার বার অছিয়ত করার কথা বলতে থাকলে রাসূলও বার বার বলছিলাম, তুমি কখনও রাগ করবে না। (বুখারী)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসূল সকলকে একই অছিয়ত করেন নি, বরং প্রশ্নকারীর অবস্থা, পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে সামনে রেখে বিভিন্ন সময় প্রশ্নকারীকে অছিয়ত করেছেন। কখনও কখনও প্রিয় নবী ﷺ কোন কোন ছাহাবীকে সম্বোধন করে নিজেই বিভিন্ন বিষয় অছিয়ত করেছেন। আবার কখনও কখনও ছাহাবী নিজেই রাসূলের কাছে অছিয়ত কামনা করায় কামনাকারীর উদ্দেশ্যে রাসূল অছিয়ত করেছেন। আলোচ্য হাদীসের অছিয়ত ছিল ছাহাবীর আকাঙ্ক্ষার জবাব।

রাগ অনেক সময় মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে ফেলে। ফলে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যায়, যার জন্য পরে অনুতপ্ত হতে হয়। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে রাগ সংবরণকারী ও ত্রুটি ক্ষমাকারীর প্রশংসা করেছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন–

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

যারা রাগ সংবরণ করে এবং লোকদেরকে ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ্ তায়ালা এসব নেককার লোকদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আল-ইমরান : আয়াত-১৩৪)

আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কালামে আরও বলেন–

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ.

আর আমার যেসব বান্দারা অশ্লীল কাজ ও কবীরা গুনাহসমূহ হতে বেঁচে থাকে আর রাগের মাথায় লোকদেরকে ক্ষমা করে দেয়। (সূরা শুরা : আয়াত-৩৭)

রাগ প্রসঙ্গে নিম্নে আরও একটি হাদীস পেশ করা হল–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ.

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, কুস্তীতে জিতে বীর হওয়া যায় না। প্রকৃত বীর হল সে যে, রাগের মাথায় নিজের নফসকে সামলাতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

২৯. পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়দের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর অছিয়ত

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرَبَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُوْصِيْكُمْ بِاٰبَائِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُوْصِيْكُمْ بِاُمَّهَاتِكُمْ، اِنَّ اللّٰهَ يُوْصِيْكُمْ بِاُمَّهَاتِكُمْ، اِنَّ اللّٰهَ يُوْصِيْكُمْ بِاُمَّهَاتِكُمْ، اِنَّ اللّٰهَ يُوْصِيْكُمْ بِالْاَقْرَبِ.

মিকদাম বিন মাদিকারাব (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, অবশ্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের ব্যাপারে অছিয়ত করেছেন। অবশ্য আল্লাহ অছিয়ত করেছেন তোমাদের মায়েদের ব্যাপারে, আল্লাহ অছিয়ত করেছেন তোমাদের মায়েদের ব্যাপারে, আল্লাহ অছিয়ত করেছেন তোমাদের মায়েদের ব্যাপারে। আরও অছিয়ত করেছেন নিকটতম আত্মীয়দের ব্যাপারে।

(ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ইমাম বুখারীও আদাবুল-মুফরাদে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : হাদীসে প্রিয় নবী ﷺ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে পিতা-মাতা ও নিকটতমদের ব্যাপারে যে অছিয়ত করেছেন তার উল্লেখ করেছেন। এখানে রাসূল ﷺ নিজের অছিয়তের কথা বলেননি। অবশ্য রাসূলও আল্লাহ্র নির্দেশ ছাড়া নিজ থেকে কোন অছিয়ত করেননি।

পিতা-মাতা সম্পর্কে আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ.

আমি মানব জাতিকে অছিয়ত করেছি তাদের পিতা-মাতার ব্যাপারে। তার মা তাকে কষ্টের পরে কষ্ট করে বহন করেছে আর তাকে বুকের দুধ পান করিয়ে লালন-পালন করেছেন পূর্ণ দু'বছর। সুতরাং আমার শোকর আদায় কর, আর শোকর আদায় কর পিতা-মাতার। পরিণামে তোমাদের সকলকেই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। (সূরা লোকমান : আয়াত-১৪)

পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়দের ব্যাপারে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কুরআনে আরও বলেছেন–

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ج حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ.

মৃত্যুকালে তোমরা যদি কোন মাল (সম্পদ) রেখে যাও, তাহলে তোমাদের জন্য পিতা-মাতা ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের জন্য ইনসাফ মোতাবেক ঐ মালে অছিয়ত ফরজ করা হল। মুত্তাকিনদের জন্য এটাকে হক করে দেয়া হল।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৮০)

অবশ্য মিরাসের আয়াত বা হুকুম নাযিল হওয়ার পর ওয়ারিসদের জন্য অছিয়ত বাতিল হলেও ওয়ারিসের বাইরে নিকট আত্মীয়দের ব্যাপারে বাতিল হয়নি।

পিতা-মাতার হকের পরেই হল নিকট আত্মীয়দের হক। কুরআন হাদীসের পরিভাষায় এদেরকে আকরাব বলা হয়েছে। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বারবার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও তাকে দৃঢ় করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

হে মানব মন্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ হতে সৃষ্টি করেছেন। আর ঐ একই ব্যক্তি হতে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছিলেন। অতঃপর এই উভয়ের মাধ্যমে অজস্র পুরুষ ও নারী সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা ঐ আল্লাহ্কে ভয় কর যার নামে তোমরা (পরস্পর পরস্পরের) হক কামনা করে থাক, আর আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। (সূরা নিসা : আয়াত-১)

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ্ গোটা মানব জাতিকে উদ্দেশ্যে করে সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখা ফরয এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম বা গুনাহে কবীরা। রাসূলের হাদীসে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। আত্মীয়দের পরস্পরের হকের শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে রাসূল ﷺ একটি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন, তা হল : اَلْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ

অর্থাৎ সম্পর্কের দিক দিয়ে যে কত নিকটে তার হক তত বেশি।

আত্মীয় হওয়ার কারণে আপন ভাই এবং চাচাতো ভাই উভয়েরই হক আছে। তবে আপন ভাইয়ের হক চাচাতো ভাইয়ের হকের চেয়ে বেশি। অনুরূপভাবে আপন চাচা এবং চাচাতো চাচার হক।

রাসূল ﷺ পবিত্র হাদীসে উল্লেখ করেছেন-

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِىَ عَلٰى ذِى الرَّحْمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ-

সালমান বিন আমের (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মিসকিনকে কেউ কিছু দান করলে শুধু দানের ছওয়াবই পাবে। আর আত্মীয়কে দান করলে দানের ছওয়াব এবং আত্মীয়তার হক আদায় করার ছওয়াব পাবে। (তিরমিযী)

রাসূল ﷺ অন্য এক হাদীসে বলেন-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَالَّذِىْ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ لَايَقْبَلُ اللّٰهُ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهٗ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُوْنَ اِلٰى صِلَتِهٖ وَيَصْرِفُهٗ اِلٰى غَيْرِهِمْ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَايَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল ﷺ বলেন, হে মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতগণ! আমি সেই আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যিনি আমাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির দান কিছুতেই কবুল করবেন না, যে তার অভাবী এবং তার অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী আত্মীয়কে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে দান

করে। আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, ঐ ব্যক্তির দিকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ ফিরেও তাকাবেন না। (আত-তারগীব)

হাকীম বিন হিযাম (রা) হতে আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে–

اِنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الصَّدَقَاتِ اَيُّهَا اَفْضَلُ - قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ.

একদা এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কাছে কোন দানটি সবচেয়ে বেশি প্রিয়? রাসূল ﷺ জওয়াবে বললেন, দুর্ব্যবহারকারী আত্মীয়কে যা দান করা হয়। (দারেমী)

ব্যাখ্যা : কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত নির্দেশাবলি যদি সবাই মেনে চলে তা'হলে গোটা মানব সমাজই একটি অভিন্ন কল্যাণকর সমাজে পরিণত হয়। কেননা দুনিয়ার কোন মানুষই আত্মীয় ছাড়া নেই।

প্রতিবেশীর হক প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ-এর অছিয়ত

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ سَيُوَرِّثُهٗ .

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, প্রতিনিয়তই জিবরাঈল (আ) প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে আমাকে অছিয়ত করছিলেন। এমনকি আমার ধারণা হয়েছিল যে, হয়ত প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখানে আল্লাহ্‌র রাসূল কোন ছাহাবীকে অছিয়ত করেননি। বরং জিবরাঈল (আ) স্বয়ং রাসূলকে অছিয়ত করেছেন। আর এ অছিয়ত জিবরাঈল (আ) একবার দুইবার করেননি। বরং বারবার করেছেন। যার ফলে রাসূলের ধারণা এসেছিল যে, হয়ত আল্লাহ্ প্রতিবেশীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ঘোষণা করবেন।

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ (ص) بِثَلَاثٍ - اَسْمَعُ وَاَطِيْعُ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الْاَطْرَافِ وَاِذَا صَنَعْتَ مَرَقًا فَاَكْثِرْ مِنْ

مَرَقَهَا ثُمَّ انْظُرْ اَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيْرَانِكَ فَاَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوْفٍ وَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا .

আবু জার (রা) বলেন, আমার প্রিয় বন্ধু আমাকে তিনটি বিষয়ের অছিয়ত করেছেন। অঙ্গহীন কোন দাসকেও যদি আমির করা হয় তার আনুগত্য করতে। আর সালুন পাকালে পরিমাণে একটু বেশি পাকাতে যাতে করে আমি প্রতিবেশীকে তা হতে উত্তমভাবে দিতে পারি। আর তিনি আমাকে সালাত ওয়াক্ত মোতাবেক আদায় করতে বলেছেন।

কুরআনে হাকিমে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তিন প্রকারের প্রতিবেশীদের বর্ণনা দিয়ে তাদের প্রতি উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্ বলেন–

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ -

আল্লাহ্র দাসত্ব কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর পিতা-মাতার প্রতি ইহ্সান কর। ইহ্সান কর নিকট আত্মীয়, ইয়াতিম ও মিসকিনদের উপরে। আর ইহ্সান করবে আত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ব প্রতিবেশী ও সফর সঙ্গীর প্রতি। (সূরা নিসা : আয়াত-৩৬)

ব্যাখ্যা : এখানে তিন শ্রেণীর প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে। ১. আত্মীয় প্রতিবেশী, ২. অনাত্মীয় প্রতিবেশী ও ৩. সফরকালীন সফরসঙ্গী অর্থাৎ খণ্ডকালীন প্রতিবেশী। আলোচিত তিন প্রকারের প্রতিবেশীর সাথেই উত্তম আচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বিজ্ঞ আলেমগণ অন্যভাবে প্রতিবেশীকে তিন প্রকারে ভাগ করেছেন।

১. আত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী, এর হক হল তিনটি। আত্মীয়ের হক, ইসলামের হক ও প্রতিবেশীর হক।

২. অনাত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী। এর হল দু'টি হক : প্রতিবেশী হওয়ার হক ও মুসলমান হওয়ার হক।

৩. অমুসলিম প্রতিবেশী। এর হক একটি, তাহল প্রতিবেশী হওয়ার হক।

নাফে ইবনে হারিস হতে প্রতিবেশী সম্পর্কে নিম্নলিখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ نَافِعِ بْنِ حَارِثٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِىْ -

নাফে ইবনে হারিস (রা) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, সেই মুসলিম ব্যক্তি ভাগ্যবান যার বাড়ী প্রশস্থ, যার প্রতিবেশী নেককার ও যার সোয়ারী উত্তম।

(আদাবুল মুফরাদ)

রাসূল ﷺ আল্লাহ্র কাছে নিম্নে বর্ণিত দু'আ করতেন–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِى دَارِ الْمَقَامِ.

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ-এর দু'আর মধ্যে এই দু'আটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার বাসস্থান সংলগ্ন খারাপ প্রতিবেশী হতে আমাকে বাঁচাও।

রাসূল ﷺ আরো এক হাদীসে বলেন–

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اٰذٰى جَارَهُ فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ -

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিল সে যেন আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে যেন আল্লাহ্কে কষ্ট দিল। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَلاَنَةً تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَفْعَلُ وَتَتَصَدَّقُ وَتُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَخَيْرَ فِيْهَا هِىْ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَقَالُوْا

فُلاَنَةٌ تُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ وَتَتَصَدَّقُ بِاَثْوَارِ اَقِطٍ وَّلاَ تُؤْذِىْ اَحَدًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ هِىَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ.

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ্র রাসূলকে ﷺ এমন এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে রাত্রি জেগে সালাত পড়ে এবং দিনে রোযা রাখে, আর সে ভাল কাজ করে এবং দান খয়রাতও করে। কিন্তু সে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। রাসূল ﷺ বললেন, ঐ মহিলার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, সে জাহান্নামী। লোকেরা বললেন, রাসূল আর একজন মহিলা আছে সে ফরজ সালাত পড়ে, কিছু দান খয়রাতও করে তবে সে কাউকে (প্রতিবেশীকে) কষ্ট দেয় না। রাসূল বললেন, এই মহিলা জান্নাতী। (বুখারীর আদাবুল মুফরাদ)

৩০. মহিলাদের অধিকারের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর অছিয়ত

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَاصِ الْجُشَمِىْ (رضى) اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ يَقُوْلُ بَعْدَ اَنْ حَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ اَلاَ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ اِلاَّ اَنْ يَّاتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ فَاِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً اَلاَ اِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا.

আমর বিন আহওয়াস জুসামি (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বিদায় হজ্বে রাসূলের কাছ হতে (প্রথমত) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা, গুণকীর্তন ও (জনতার উদ্দেশ্যে) ওয়াজ নছিহতের বাণী শুনলেন, অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, সাবধান, তোমরা আমার কাছ হতে মহিলাদের সাথে উত্তম আচরণের অছিয়ত শুনে নাও। তারা তো তোমাদের কাছে প্রায় বন্দিনীর মত। স্ত্রীত্বের অধিকার ছাড়া তোমরা তাদের (সবকিছুর) মালিক নও। তবে হ্যাঁ তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয় আর যদি এ ধরণের লিপ্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে তাদেরকে ঠিক পথে

আনার জন্য বিছানা আলাদা কর। আর আহত না করে তাদেরকে কিছু মারার শাস্তি দাও। যদি এতটুকুতে তারা ঠিক হয়ে যায় এবং আনুগত্য করে, তাহলে তাদের সাথে কঠোর আচরণের আর কোন বাহানা খুঁজবেনা। মনে রেখ, তোমাদের যেমন তোমাদের স্ত্রীদের উপরে অধিকার আছে, তেমনি তোমাদের স্ত্রীদেরও তোমাদের উপরে অধিকার আছে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসটি রাসূল ﷺ -এর বিদায় হজ্বের বিদায়ী ভাষণের একটি অংশ মাত্র। যে অংশে রাসূল ﷺ বিশেষভাবে মহিলাদের ব্যাপারে উম্মতকে অছিয়ত করেছিলেন। রাবীর বর্ণনায়ও এর ইংগিত আছে। যেমন তিনি বলেছেন, রাসূল ﷺ তাঁর ভাষণের সূচনায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং গুণকীর্তন করলেন। এরপর তিনি জনতার উদ্দেশ্যে নছিহত করলেন এবং তাদেরকে উপদেশ দিলেন। কিন্তু বর্ণনাকারী ছাহাবী এখানে রাসূল কোন ভাষায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন তা যেমন বলেননি, তেমনি তিনি উপস্থিতিতে সামনে রেখে কি কি নছিহত করেছিলেন তাও তিনি বর্ণনা করেননি। তিনি বিশেষ গুরুত্বের কারণে মহিলা সম্পর্কীয় রাসূলের অছিয়তের অংশটাই শুধু বর্ণনা করেছেন।

ইসলামের পুর্বে ইহুদী, খ্রিষ্টান ও হিন্দু ধর্ম নারীদেরকে চরমভাবে অধিকার বঞ্চিত রেখেছিল। আরবের জাহেলী সমাজে কোন কোন ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত দাফন করার নজিরও ছিল। এ ধরণের অবস্থার মধ্যে ইসলামের শেষ নবী এসে নারীদেরকে মুক্তির বাণী শুনালেন। পুরুষদের মানসিকভাবে যেমন নারীদের অধিকার দিতে প্রস্তুত করলেন। তেমনি নারীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান জারী করলেন। বিদায় হজ্বের বিদায়ী বক্তব্যও প্রমাণ করে যে, নারীদের অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কত গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে মহিলাদের প্রশংসা বলতে গিয়ে পুরুষকে নির্দেশ দিয়েছেন–

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ

তোমরা তাদের সাথে উত্তমভাবে জীবন যাপন কর। (সূরা নিসা : আয়াত-১৯)

আল্লাহ্‌ নারী- পুরুষের সম্পর্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন–

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۔

নারীরা তোমাদের পোশাকস্বরূপ আর তোমরাও নারীদের পোশাকস্বরূপ।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭)

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ব্যাপারে এর চেয়ে ভাল উপমা আর হতে পারেনা। মানুষের পোশাক বা আচ্ছাদন প্রথমত তার অংগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, দ্বিতীয়ত তার গোপনাঙ্গ আবৃত রাখে, আর তৃতীয়ত তার শরীরকে গ্রীষ্ম ও শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা করে। ঠিক অনুরূপভাবে স্ত্রী স্বামীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে এবং তাকে বিপদ-আপদ থেকে যতটা সম্ভব বাঁচায়। স্বামীও স্ত্রীর ব্যাপারে উপরোক্ত ভূমিকা পালন করবে। এভাবেই স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক জীবন মধুময় ও কল্যাণকর হবে।

কুরআন ও হাদীসে পিতা মাতার হকের উপর গুরুত্ব আরোপ করে মায়ের হক পিতার হকের চেয়ে অধিক বলে ঘোষণা হয়েছে। কন্যা সন্তানকে উত্তমভাবে লালন-পালনকারী পিতা-মাতাকে আল্লাহর রাসূল বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

মহিলাদের সম্পর্কে প্রিয় নবী ﷺ দুটি হাদীস পেশ করা হলো।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ اِلَى نِسَائِهِمْ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, ঈমানের দিক দিয়ে সেই পূর্ণতা লাভ করেছে যার চরিত্র উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে সে-ই ভাল যে তার স্ত্রীর কাছে ভাল। (তিরমিযী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ عَاصٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا اَلْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ.

আবুদল্লাহ্ ইবনে আমর বিন আস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, দুনিয়া সবকিছুই সম্পদ, আর সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হল নেককার স্ত্রী। (মুসলিম)

মিসওয়াক সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর অছিয়ত

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَسَوَّكُوْا فَاِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ مَاجَاءَنِىْ جِبْرِيْلُ اِلَّا اَوْصَانِىْ بِالسِّوَاكِ حَتّٰى لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يُّفْرَضَ عَلَىَّ وَعَلٰى

أُمَّتِيْ وَلَوْلَا اَنِّيْ اَخَافُ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَفَرَضْتُهُ عَلَيْهِمْ وَاِنِّيْ لَاَسْتَاكُ حَتّٰى لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ اَحْفِيْ مَقَادِمَ فَمِيْ.

আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা মিসওয়াক কর। কেননা মিসওয়াকের সাহায্যে যেমন মুখ পবিত্র হয়, তেমনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিও লাভ হয়। জিবরাঈল (আ) এসে প্রতিনিয়তই আমাকে মিসওয়াকের জন্য অছিয়ত করতেন। এমন কি আমার আশংকা হয়েছিল যে, হয়ত বা মিসওয়াক করা আমার ও আমার উম্মতের জন্য ফরজ করা হবে। আমার উম্মতের জন্য কঠিন হওয়ার আশংকা যদি না থাকত, তাহলে তাদের জন্য মিসওয়াক ব্যবহার ফরজ করে দিতাম। আর আমি এত অধিকবার মিসওয়াক ব্যবহার করি, যার ফলে আমার মুখের অগ্রভাগ আহত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল। (ইবনে মাজাহ)

মিসওয়াক সম্পর্কে রাসূলের ﷺ নিম্নে দু'টি হাদীস উপস্থাপন করা হল,

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য যদি কঠিন না হতো, তাহলে আমি তাদেরকে প্রতি সালাতের ওয়াক্তে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

عَنِ الْعَبَّاسِ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ كَمَا فَرِضَ عَلَيْهِمُ الْوُضُوْءُ .

আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হলে প্রতি সালাতের ওয়াক্তে মিসওয়াক কাজ ফরজ করে দিতাম। যেমনভাবে অজু ফরজ করা হয়েছে। (বায়হাকি)

ব্যাখ্যা : রাসূলকে জিবরাইল (আ.)-এর অছিয়তের হাদীসসহ মিসওয়াক প্রসঙ্গে এত অধিক হাদীস এসেছে যার সংখ্যা অগণিত। এজন্যই সমস্ত ইমামদের ঐক্যমতে মিসওয়াক সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। প্রথম হাদীসে রাসূল ﷺ-কে বারবার জিবরাইলের (আ) অছিয়তের কারণে এক সময় রাসূল ধারণা করছিলেন যে,

হয়তো মিসওয়াক করাকে ফরজ করা হবে। এ দ্বারাই মিসওয়াকের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়। কুরআনে কারিমে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ .

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তওবাকারীকে ও পবিত্র পরিচ্ছন্ন লোকদেরকে ভালবাসেন। (সূরা বাকারা : আয়াত-২২২)

হাদীস ও ফিকহের কিতাবে বহু পৃষ্ঠা জুড়ে তাহারাত বা পবিত্রতার ব্যাপারে আলোচনা এসেছে।

রাসূল ﷺ বলেছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ .

পবিত্রতা হল ঈমানের অর্ধেক। (মুসলিম)

সালাত ঠিকমত আদায়ের জন্য পবিত্রতাকে শর্ত করা হয়েছে। যেমন সালাতীর শরীর পবিত্র হওয়া, পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র হওয়া এবং যেখানে দাঁড়িয়ে সালাতীর আদায় করবে সে জায়গা পবিত্র হওয়া সালাত ফরজসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের মধ্যে মুখ হল অন্যতম। মুখের সাহায্যে খেতে হয়, কথা বলতে হয় এবং সালাত দাঁড়িয়ে, কেরায়াত, তসবীহ, দোয়া দু'আ ইত্যাদি পড়তে হয়। মুখের অন্যতম অংশ হল দাঁত। দাঁত পরিষ্কার না থাকলে মুখ পরিষ্কার থাকে না। সাধারণত খাদ্যের কণা দাঁতের গোড়ালিতে আটকে থাকে। ঠিকমত মিসওয়াকের সাহায্যে দাঁতের গোড়ালি পরিষ্কার না করলে পঁচা খাদ্যের কণা পুনরায় খাদ্য গ্রহণের সময় পেটে গিয়ে বদ হজমের সৃষ্টি করে। মুখে দুর্গন্ধ হয় দাঁতের গোড়ালীতে রোগের সৃষ্টি করে। তাছাড়া দাঁতের সাথে হৃদয়, চোখ ও ব্রেনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ জন্যেই আল্লাহ্‌র নবী তাঁর উম্মতকে দিন ও রাত্রে বহুবার দাঁত পরিষ্কার করার তাকিদ দিয়েছেন।

রাসূলের সময় যেহেতু ব্রাশ ছিল না তাই রাসূল ﷺ এবং ছাহাবায়ে কেরাম গাছের ডালের মিসওয়াক ব্যবহার করতেন।

মিসওয়াক কতবার এবং কখন ব্যবহার করবেএ ব্যাপারেও হাদীস মওজুদ আছে। যেমন উপরের বর্ণিত হাদীসে প্রতিবার অযুর সময় বা সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে ঘরে

প্রবেশের সাথে সাথে এবং ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পরপর রাসূলের মিসওয়াক করার বিবরণ আছে। যেমন–

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ (رضى) بِأَيِّ شَئٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَدَأَ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ .

মিকদাদ বিন মুরায়হ বিন হানি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাসূল ঘরে প্রবেশের করার পর প্রথম কি কাজ করতেন? তিনি জওয়াবে বললেন, রাসূল প্রথম মিসওয়াক করতেন। (মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَايَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَنَهَارٍ فَاسْتَيْقَظَ إِلَّا يَتَسَوَّكُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ .

আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ দিনে বা রাতে যখনই ঘুম থেকে জাগতেন, অযু করার পূর্বে তিনি মিসওয়াক করে নিতেন।

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত দু'টি হাদীসের মাধ্যমে অতিরিক্ত জানা গেল যে, রাসূল সালাতের ওয়াক্ত ছাড়াও ঘরে প্রবেশ করে এবং ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক করতেন।

কারো কারো মতে রোযার দিন বিকালে মিসওয়াক না করা উত্তম। এমত আসলে ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে নিম্নে দু'টি হাদীস উল্লেখ করা হল–

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ (رضى) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أُحْصِى وَلَا أَعُدُّ .

আমের বিন রাবিয়া (রা) বলেন, আমি রোযা অবস্থায় রাসূলকে ﷺ অসংখ্যবার মিসওয়াক করতে দেখেছি। (বুখারী, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) أَنَّهُ قَالَ يَسْتَاكُ الصَّائِمُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَاٰخِرَهُ -

আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা) বলেন, রোযাদার দিনের প্রথম অংশেও মিসওয়াক করবে এবং শেষ অংশেও। (বুখারী)

৩১. মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রিয় নবীর উদ্দেশ্যে ৯টি অছিয়ত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ صَانِىْ رَبِّىْ بِتِسْعٍ بِالْاِخْلَاصِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَبِالْعَدْلِ بِالرِّضَا وَالْغَضَبِ وَبِالْقَصْدِ بِالْغِنٰى وَالْفَقْرِ وَاَنْ اَعْفُوْ عَمَّنْ ظَلَمَنِىْ وَاُعْطِىْ مَنْ حَرَمَنِىْ وَاَصِلُ مَنْ قَطَعَنِىْ وَاَنْ يَّكُوْنَ صَمْتِىْ فِكْرًا وَنُطْقِىْ ذِكْرًا وَنَظْرِىْ عِبْرَةً .

রাসূল ﷺ বলেছেন, আমার রব আমাকে নয়টি বিষয় অছিয়ত করেছেন। ১. প্রকাশ্য কিম্বা গোপন সর্বাবস্থায় ইখলাসের অছিয়ত করেছেন। ২. স্বাভাবিক কিম্বা উভয় হালতে সুবিচারের অছিয়ত করেছেন। ৩. অছিয়ত করেছেন পরিমিত ব্যয়ের, ধনী থাকি কিম্বা গরীব থাকাবস্থায়। ৪. যে আমার উপর জুলুম করবে তাকে ক্ষমা করতে বলেছেন। ৫. যে আমাকে বঞ্চিত করবে তাকে দিতে বলেছেন। ৬. আর যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে বলেছেন। (আল্লাহ্ আরও অছিয়ত করেছেন) ৭. আমার চুপ থাকা যেন ধ্যানের কারণ হয়, ৮. জিহ্বা যেন সর্বদা জিকিরে থাকে এবং দৃষ্টি যেন উপদেশ গ্রহণ করে। (বাহজাতুল মাজালেস)

৩২. ইলম শিক্ষার্থীদের প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ-এর অছিয়ত

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَيَاْتِيْكُمْ اَقْوَامٌ يَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمْ فَقُوْلُوْا لَهُمْ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ﷺ) وَاقْنُوْهُمْ .

আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, অনতিবিলম্বে তোমাদের কাছে ইলম হাছিল করার জন্য দলে দলে লোক আসবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মারহাবা মারহাবা বলে অভিনন্দন জানাবে। আর বলবে, তোমাদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ আমাদেরকে অছিয়ত করেছেন। আর তোমরা তাদেরকে ইলম শিখাবে। (ইবনে মাজাহ)

عَنْ اَبِىْ هَارُوْنِ الْعَبْدِىْ قَالَ كُنَّا اِذَا اَتَيْنَا اَبَا سَعِيْدُ الْخُدْرِىْ قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَنَا اِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَاِنَّهُمْ سَيَاْتُوْنَكُمْ مِنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ فَاِذَا جَاءُوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا.

আবু হারুন আবদী বলেন, আমরা যখন আবু সাঈদ খুদরীর (রা) কাছে যেতাম, তখন তিনি বলতেন, আস আস তোমাদের জন্য প্রথমে রাসূল ﷺ-এর অছিয়ত আছে। আমাদেরকে রাসূল ﷺ বলেছেন, লোকেরা তোমাদের (মদীনাবাসীদের) অনুসরণকারী হবে। আর তারা দ্বীনের ইলম হাছিল করার জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন অংশ হতে তোমাদের কাছে আসবে। তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে তখন তোমরা তাদের সর্বোত কল্যাণ কামনা করবে। (অর্থাৎ সার্বিক ব্যবস্থাসহ তাদেরকে ইলমে দ্বীন শিখাবে।)

ব্যাখ্যা : ইলম শিখার জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল বিশেষভাবে তাকিদ করেছেন। আল্লাহ্র সমস্ত নবীগণই ছিলেন আলেম। আল্লাহ্ স্বয়ং নবীদেরকে তালিম দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন–

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ج وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ .

অবশ্য আমি দাউদ ও সুলায়মানকে ইলম দান করেছিলাম। আর তারা (এর বিনিময়ে) বলেছিলেন, আমরা ঐ মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি তাঁর অসংখ্য মুমিন বান্দার উপর আমাদেরকে মর্যাদা দিয়েছেন।

(সূরা নামল : আয়াত-১৫

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেন–

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ط وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا.

তোমার উপর কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছি। আর তুমি যা জানতে না তা তোমাকে আমি শিখিয়েছি। আর তোমার উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ অপ্রতুল।

(সূরা নিছা : আয়াত-১১৩)

আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কালামে আরও বলেন-

وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ .

যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে তাদের জন্যই হল মর্যাদা।
(সূরা মুজাদালাহ : আয়াত-১১)

তিনি আরও বলেন-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ.

আপনি বলুন, কি হে যারা ইলম শিখেছে আর যারা ইলম শিখেনি এরা কি কখনও বরাবর হতে পারে? (সূরা যুমার : আয়াত-৯)

রাসূলের উপর সর্বপ্রথম কুরআনের এ পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়েছিল তা ছিল সূরা আলাকের অংশ। এই আয়াতসমূহে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পড়া এবং ইলম ও কলমের কথা উল্লেখ করেছেন। কুরআনে কারীমের একটি সূরার নাম সূরা কলম রাখা হয়েছে।

রাসূল ﷺ ইলম শিক্ষা ও শিখাবার উপর গুরুত্ব দিয়ে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। নিম্নে রাসূলের এ সম্পর্কীয় কয়েকটি হাদীস পেশ করা হল।

عَنْ اَبِى اُمَامَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى النَّمْلَةِ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتّٰى الْحُوْتِ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِى النَّاسِ الْخَيْرَ .

আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, একজন আবেদের উপর একজন আলেমের মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ লোকের উপর আমার মর্যাদা সমতূল্য। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, স্বয়ং আল্লাহ, আল্লাহর ফেরেশতাগণ এবং আসমান জমিনের সমস্ত অধিবাসীরা এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও পানির মাছ পর্যন্ত ইলম শিক্ষা দানকারীর জন্য দু'আ করে। (তিরমিযী)

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَبْتَغِىْ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ طَرِيْقًا اِلَى

الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ الْعَالِمِ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ حَتّٰى الْحِيْتَانُ فِى الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يَوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرَّثُوْنَ الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ .

আবু দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে লোক ইলম অর্জনের জন্য পথ ধরল, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন। আর ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীর সম্মানে তাদের পাখা বিছিয়ে দেয়। তার জন্য আসমান- জমীনের অধিবাসীরা এমন কি পানির মধ্যে মাছ পর্যন্ত ইসতিগফার কামনা করে। একজন আলেমের মর্যাদা একজন আবেদের উপরে যেমন চন্দ্রের মর্যাদা তারকারাজীর উপরে। আর আলেমগণ হল নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ (উত্তরাধিকারীদের জন্য) টাকা পয়সা রেখে যান না, রেখে যান ইলম। যিনি ইলম শিখলেন তিনি পূণ নিয়ামত লাভ করলেন।

(আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহ্র প্রিয় পয়গম্বর আলেমদের পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল : যে ইলম অর্জনের জন্য পথ অতিক্রম করবে, আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশতের পথ সহজ করে দিবেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল : ফেরেশ্তাগণ তার সম্মানে তাদের পাখা বিছিয়ে দেবে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল : আলেমের গুনাহ্ মাফের জন্য আসমান- জমিনের অধিবাসী এমনকি পানির মধ্যের মাছ পর্যন্ত ইসতিগফার কামনা করে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট হল : তারকাসমূহের তুলনায় চন্দ্রের যে মর্যাদা ঠিক অনুরূপভাবে আবেদ ব্যক্তির উপরে আলেমের মর্যাদা হবে।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল : আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী।

আলেমগণ আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের কাছে যে কত মর্যাদাবান উপরোক্ত হাদীস দু'টির ভাষ্যই তার বাস্তব প্রমাণ। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন খেলাফতের দায়িত্ব

পালন করার জন্য মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আর এই দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করার জন্য ইলম অপরিহার্য।

আল্লাহ্‌র নবীগণ সকলেই ছিলেন আলেম। আল্লাহ কোন ইলমবিহীন লোককে নবী বানাননি। প্রশ্ন হতে পারে আদম (আ) কোথায় লিখাপড়া করেছেন, তাঁর পূর্বে তো পৃথিবীতে কোন মানুষ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। অনুরূপভাবে আখেরী নবী মুহাম্মদ ﷺ ও তো কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। মনে রাখতে হবে প্রথম নবী আদম (আ) ও শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ কে আল্লাহ্ স্বয়ং নিজে তালিম দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন–

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ.

আল্লাহ্ আদমকে যাবতীয় বস্তুর নামের ইলম দান করে সেসব বস্তুর নাম ফেরেশ্‌তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন। (সূরা বাকারা : আয়াত-৩২)

মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন–

وَعَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى.

সর্বশক্তিমান সত্ত্বা তাঁকে তালিম দিয়েছেন। (সূরা আন-নাজম : আয়াত-৫)

আল্লাহ্ আরও বলেন–

عَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ط وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا.

আর আল্লাহ্ তোমাকে শিখিয়েছেন যা তোমার জানা ছিল না। আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র দয়া অপরিসীম। (সূরা নিছা : আয়াত-১১৩)

আল্লাহ্ তায়ালার শিখাতে সময়ের প্রয়োজন হয় না, মুহূর্তে তিনি অনেক কিছুই শেখাতে পারেন। এটাকে তাসাউফের পরিভাষায় ইলমে লাদুনী বলা হয়। এখানে আর একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাহলো, আল্লাহ ও তাঁর ইলমকে ভাগ করেননি বরং ইলমকে আম অর্থাৎ সাধারণ রেখে ইলম শিখার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং ইলমে দ্বীন অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের ইলম যেমন ফরজ, তেমনি কুরআন হাদীসের ইলম মোতাবেক সুষ্ঠভাবে দুনিয়া পরিচালনার জন্য যে ইলম প্রয়োজন তা শিখাও ফরজ। আল্লাহ স্বয়ং আদমকে প্রথমেই যাবতীয় বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। কেননা এছাড়া খেলাফতের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া অক্ষরজ্ঞান এবং ভাষাজ্ঞানও মানব জাতির জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে অপরিহার্য। সুতরাং বস্তুর ইলম এবং অক্ষর ও ভাষার

ইলমও ফরজ। নবী করীম ﷺ বদর যুদ্ধের কাফের বন্দীদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানত তাদেরকে মুসলমানদের লেখা ও পড়া শিক্ষা দেয়াটা যুদ্ধের মুক্তিপণ হিসেবে ধার্য করেছিলেন। আর এটা তো জানা কথা, মুশরিকরা মুসলমানদেরকে দ্বীনি ইলম শিখায়নি। উপরের উভয় ঘটনাই প্রমাণ করে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ব্যাপারে ইলম হাসিল করা অপরিহার্য।

দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে অপরিহার্য ইলম হাসিল করা ফরজে আইন; আর উচ্চতর ইলম হাসিল করে কিছু সংখ্যক মুসলমানের বিশেষজ্ঞ হওয়া ফরজে কেফায়া। লক্ষ্য করার বিষয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ইলমকে ভাগ করে দেখাননি বরং আম রেখেছেন, যেমন আল্লাহ্ বলেন–

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ .

যারা ইলম শিখেছে তারা আর যারা ইলম শিখেনি এরা কি এক হতে পারে?
(সূরা জুমুয়া : আয়াত-৯)

রাসূল ﷺ বলেছেন–

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ .

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, প্রতিটি মুসলিম পুরুষ–মহিলার জন্য ইলম হাসিল করা ফরজ। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীস এবং তার পূর্বে বর্ণিত পবিত্র কুরআনে ইলমকে ভাগ করা হয়নি। এছাড়াও আল্লাহ্ কুরআনে দাউদ (আ.) সম্পর্কে বলেন–

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَاْسِكُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ.

আমি তোমাদের জন্য দাউদকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলেন যাতে তা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করতে পারে। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৮০)

সুলায়মান (আ) আল্লাহ শোকর আদায় করতে গিয়ে বলেন, যা আল্লাহ্ নিম্নলিখিত ভাষায় কুরআনে বর্ণনা করেছেন–

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ .

হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ্ আমাকে পাখির ভাষা শিখিয়েছেন, আর তিনি আমাকে সবরকমের নিয়ামত দান করেছেন। অবশ্য এসব আল্লাহ্‌র দৃশ্যমান অনুগ্রহ।

(সূরা নামল : আয়াত-১৬)

এ ছাড়াও কোরআনে বর্ণিত আদম (আ)-কে বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও ব্যবহারের ইলম দান করা, রাসূলের বদর যুদ্ধের শিক্ষিত মুশরিক বন্দীদের মুসলমানদেরকে শিক্ষাদানকে মুক্তিপণ ধার্য করা ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, দ্বীন ও দুনিয়ার অপরিহার্য ইলম অর্জন করা মুসলমানদের জন্য ফরজ। তবে অধিক (জ্ঞান) অর্জন করে বিশেষজ্ঞ হওয়া ফরজে কেফায়া, ফরজে আইন নয়।

৩৩. মুয়ায বিন জাবালের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ-এর আরও ১০টি অছিয়ত

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَصِدْقَ الْحَدِيْثِ وَوَفَاءَ الْعَهْدِ وَاَدَاءَ الْاَمَانَةِ وَتَرْكَ الْخِيَانَةِ وَحِفْظَ الْجَارِ وَرَحْمَةَ الْيَتِيْمِ وَلَيْنَ الْكَلَامِ وَبَذْلَ السَّلَامِ وَحِفْظَ الْجَنَاحِ -

মুয়ায বিন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছিলেন, মুয়ায, আমি তোমাকে দশটি বিষয়ের অছিয়ত করছি–

১. তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা,

২. সত্য কথা বলা,

৩. ওয়াদাপূরণ করা,

৪. আমানত যথাস্থানে পৌঁছে দেয়া,

৫. খেয়ানত পরিহার করা,

৬. প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রাখা,

৭. ইয়াতিমের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা,

৮. নম্র ভাষায় কথা বলা,

৯. ব্যাপকভাবে সালাম প্রদান করা ও

১০. বিনয়াবনত হওয়া। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : অধ্যায়ের শুরুতে মুয়ায (রা)-এর উদ্দেশ্যে রাসূলের ১০ দফা অছিয়াতের বিবরণ ব্যাখ্যা সহকারে এসেছে। উপরোক্ত হাদীসে মুয়াযের উদ্দেশ্যে প্রিয় রাসূলের আরও দশ দফা অছিয়তের বিবরণ দেয়া হল। পূর্বেই বর্ণিত হাদীসের দশ দফা হতে প্রথম দফা ব্যতীত আর ৯ দফাই সম্পূর্ণ নতুন। পূর্বের হাদীসে ও বর্তমান আলোচিত হাদীসে তাকওয়ার অছিয়তটি কমন, অর্থাৎ উভয় হাদীসে এসেছে। বাকী বর্তমান আলোচিত হাদীসে নয় দফা অছিয়ত নতুন প্রকৃতির, তবে সবকটি অছিয়তই গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য।

দ্বিতীয় হল সত্য কথা বলা, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সত্য বলাকে ফরজ করেছেন এবং মিথ্যা বলাকে হারাম ও গুনাহ কবিরা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন–

وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ .

তোমরা সত্যবাদীদের সাথে অবস্থান করবে। (সূরা তাওবা : আয়াত-১১৯)

তোমরা সত্য কথা তো বলবেই, বরং সত্যবাদীদের সাথে অবস্থান করবে। মিথ্যাবাদীদের সঙ্গ পরিহার করবে।

রাসূল ﷺ এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন–

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ انَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يُكْتَبُ اِلَيْهِ صِدِّيْقًا.

ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, সত্যবাদীতা লোকদেরকে নেক কাজের দিকে ধাবিত করে, আর নেক কাজ লোকদেরকে বেহেশতের দিকে নিয়ে যায়। কোন লোক প্রতিনিয়তই যখন সত্য কথা বলতে থাকে, তখন সে আল্লাহ্ কাছে সিদ্দীক হিসেবে পরিগণিত হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : সত্যবাদিতা মানুষের এমন একটি গুণ যা অব্যাহতভাবে মানুষকে নেক কাজের দিকে নিয়ে যায়। আবহমান কাল থেকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অছিয়ত ছিল ওয়াদা পালন করা, আমানতের হেফাযত করা ও খেয়ানত পরিহার করা প্রসঙ্গে। এ ব্যাপারে নিম্নে আল্লাহ্র রাসূলের একটি হাদীস পেশ করা হচ্ছে,

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ كَانَ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ .

আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, চারটি কুস্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে সন্দোহতীতভাবে খাঁটি মুনাফিক। আর এর কোন একটি যদি কারও মধ্যে থাকে, তাহলে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত ধরে নিতে হবে তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব আছে। উক্ত চারটি কুস্বভাব হল–

১. তার কাছে কোন আমানত রাখা হলে সে তার খিয়ানত করে।

২. সে যখন কথা বলে তা মিথ্যা বলে,

৩. ওয়াদা করলে সে তা ভঙ্গ করে,

৪. ঝগড়ার সময় আশালীন কথাবার্তা বলে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে ষষ্ঠ অছিয়ত ছিল প্রতিবেশীর হক প্রসঙ্গে। প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে উপরে এক জায়গায় বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। অত্র হাদীসে সপ্তম অছিয়ত ছিল ইয়াতিমের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন প্রসঙ্গে। ইয়াতিম হল সেই, অপ্রাপ্ত বয়সে যার পিতা মারা গেছে অথবা পিতা মাতা উভয়েই প্রাণ হারিয়েছে। ইয়াতিমের প্রতি দয়া প্রদর্শনের এবং উত্তম আচরণের তাকিদ করে কুরআনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও হাদীসে আল্লাহ্র রাসূল বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। রাসূলের নিম্ন বর্ণিত হাদীসটি এক্ষেত্রে খুবই প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهٗ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا .

সাহাল ইবনে সায়াদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি এবং ইয়াতিম প্রতিপালনকারী এভাবেই বেহেশতে পাশাপাশি অবস্থান করব। একথা বলে তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যাঙ্গুল সামান্য ফাঁক করে ইঙ্গিত করলেন। (বুখারীও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : ইয়াতিম প্রতিপালনকারী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের যে কত প্রিয়, তারই দিকে ইশারা করলেন আল্লাহ্র রাসূল ﷺ। অর্থাৎ মহান আল্লাহ ইয়াতিমের প্রতিপালককে বেহেশতে নবী ﷺ-এর কাছাকাছি অবস্থানের সুযোগ দিবেন।

প্রিয় রাসূল ﷺ আর এক হাদীসে বলেন–

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ . يُحْسَنُ اِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ اِلَيْهِ.

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, মুসলমানদের বাসস্থানের মধ্যে ঐ বাসস্থানটি সবচেয়ে উত্তম যে বাসস্থানে কোন ইয়াতিম বাস করে এবং তার সাথে উত্তম আচরণ করা হয়। আর মুসলমানদের সেই বাসস্থানটি সবচেয়ে খারাপ যেখানে কোন ইয়াতিম বাস করে, আর তার সাথে খারাপ আচরণ করা হয়। (ইবনে মাজাহ)

মুয়াযের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ-এর আলোচ্য হাদীসে অষ্টম অছিয়ত ছিল নম্র কথা বলা। অর্থাৎ লোকদের সাথে কথাবার্তার কঠোরতা পরিহার করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। কেননা মুসলমান মাত্রই দাওয়াত দানকারী তথা দা'য়ী। সে আল্লাহ্র পথে অন্যকে দাওয়াত দিবে। আর দা'য়ীর ভাষা হবে মিষ্টি ও হৃদয়গ্রাহী। যাতে তার হৃদয়গ্রাহী ভাষা অন্যকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়।

হাদীসে নবম অছিয়ত ছিল ব্যাপকভাবে সালাম বিনিময় করা প্রসঙ্গে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ বলেন, মুয়ায তুমি ব্যাপকভাবে সালাম বিনিময় করবে। রাসূল ﷺ এক হাদীসে বলেন–

عَنْ اَبِیْ يُوْسُفَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلَامَ، اَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْاَرْحَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

আবু ইউসুফ আবদুল্লাহ্ বিন সালাম (রা) বলেন, আমি রাসূলকে ﷺ বলতে শুনেছি, হে লোকেরা! ব্যাপকভাবে সালাম বিনিময় কর। লোকদেরকে খানা দাও, আত্মীয়তার হক আদায় কর, আর এমন সময় সালাত আদায় কর যখন লোকেরা ঘুমে থাকে। তাহলে শান্তি সহকারে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে। (তিরমিযী)

রাসূল ﷺ অন্য এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, আর ঈমানদার হওয়ার জন্য (মুমিনদের) পরস্পর পরস্পরকে মহব্বত করতে হবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা পথ বাতাব, সে পথ অবলম্বন করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মহব্বত বাড়বে? তা'হল তোমরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সালাম বিনিময় করবে। (মুসলিম)

কাকে সালাম দিবে এ প্রসঙ্গে রাসূলের নিম্নের হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য,

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْاِسْلاَمِ خَيْرٌ - قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِأُ السَّلاَمَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন, ইসলামে কোন কাজটি সর্বোত্তম? রাসূল ﷺ বললেন, লোকদেরকে খানা খাওয়াবে, আর পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম দাও। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৪. আব্বাস (রা)-এর উদ্দেশ্যে রাসূলের ৯টি অছিয়ত

عَنْ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقِمِ الصَّلاَةَ وَاَدِّ الزَّكَاةَ وَصُمْ رَمَضَانَ وَحُجَّ وَاعْتَمِرْ وَبِرَّ وَالِدِيْكَ وَصِلْ رَحِمَكَ وَاقْرِ الضَّيْفَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাকে কিছু অছিয়ত করুন, রাসূল ﷺ বললেন, ১. তুমি সালাতও কায়েম কর। ২. যাকাত দাও, ৩. রমযানের রোযা রাখ, ৪. হজ্ব ও উমরা আদায় কর, ৫. পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ কর, ৬. নিকটাত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ, ৭. অতিথীদের সম্মান কর, ৮. লোককে ভাল কাজে নির্দেশ দাও, মন্দ কাজ হতে বিরত রাখ, ৯. যেখানেই থাক না কেন ন্যায় ও সত্যের সাথে থাক।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ .

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ পরকালে বিশ্বাসী সে যেন আত্মীয়দের হক আদায় করে। আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তি হয় ভাল কথা বলবে না হয় চুপ থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ جَائِزَتَهٗ قَالُوْا وَمَا جَائِزَتُهٗ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ - قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَتُهٗ .

আবু সূরাইহ আল আদাবী (রা) বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন মেহমানকে জায়েযা

দিয়ে সম্মান করে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জায়েযা কি? রাসূল ﷺ বললেন, এক দিন ও এক রাত। (বুখারী ও মুসলিম)

আলোচ্য হাদীসে দশম এবং শেষ অছিয়তটি ছিল আমর বিল মারূপ ও নাহি আনিল মুনকারের ব্যাপারে; অর্থাৎ সৎ কাজের নির্দেশ দান ও অন্যায় কাজ হতে লোককে বিরত রাখা প্রসঙ্গে। এ কাজটি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ। যেমন আল্লাহ্ বলেন-

اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী উভয়ই পরস্পরের বন্ধু, তাদের কর্তব্য হল, লোকদের সৎকাজের নির্দেশ দান ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখা।

(সূরা তাওবা : আয়াত-৭১)

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে আরও বলেন-

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

যদি আমি তাদেরকে (মুমিনদেরকে) পৃথিবীর কোন অংশে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করি, তাহলে তারা সেখানে সালাত কায়েম করবে, যাকাত ব্যবস্থা চালু করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশনা দান করবে ও অন্যায় কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখাব। (সূরা হজ্জ্ব : আয়াত-৪১)

রাসূলের একটি হাদীস এ প্রসঙ্গে নিম্নে দেয়া হল,

عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْهُ فَتَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, অবশ্যই তোমার সৎ কাজের নির্দেশ দিবে, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখবে। নতুবা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অচিরেই তোমাদের উপরে আজাব নাযিল হবে।

অতঃপর (তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য) তোমরা দু'আ করবে। কিন্তু তোমাদের সে দু'আ কবুল করা হবে না। (তিরমিযী)

খলিফাদের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ-এর অছিয়ত

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ (رضی) اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ قَالَ اُوْصِی الْخَلِیْفَةَ مِنْ بَعْدِیْ بِتَقْوَی اللّٰهِ وَاُوْصِیْهِ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِیْنَ اَنْ یُّعَظِّمَ كَبِیْرَهُمْ وَیَرْحَمَ صَغِیْرَهُمْ وَیُوَقِّرَ عَالِمَهُمْ وَاَنْ لَایَضْرِبَهُمْ فَیَذِلَّهُمْ وَلَایُوْحِشَهُمْ فَیُكْفِرَهُمْ وَاَنْ لَایُغْلِقَ بَابَهُمْ دُوْنَهُمْ فَیَاْكُلُ قَوِیُّهُمْ ضَعِیْفَهُمْ -

আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি আমার পরবর্তী খলিফাদেরকে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করার অছিয়ত করছি। অছিয়ত করছি আমি তাদেরকে মুসলমান জনগণ সম্পর্কে। তারা যেন বড়দেরকে সম্মান করে, ছোটদের প্রতি অনুগ্রহ করে এবং আলেমদেরকে মর্যাদার চোখে দেখে। আর তাদের এমন ক্ষতি করবে না যাতে তাদেরকে লোকেরা লাঞ্ছিত করে। আর তাদেরকে এমন ভীত-সন্ত্রস্ত করবে না যাতে তারা বিদ্রোহ করে। খলিফারা যেন তাদের প্রবেশদ্বার জনগণের জন্য রুদ্ধ করে না রাখে। যার ফলে সবলেরা দুর্বলকে নির্মূল করবে। (বায়হাকী ও জামে সগীর)

ব্যাখ্যা : হাদীসে খলিফা বলতে রাসূলের খলিফা (স্থলাভিষিক্ত) বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা রাসূলের পরে উম্মতের দায়িত্ব প্রাপ্ত আমির হবেন। রাসূল ﷺ তাদের দায়িত্ব কর্তব্যের ব্যাপারে নিজের জীবদ্দশায়ই সাবধান করে গেছেন। প্রথমত : আল্লাহ্র প্রিয় নবী খলিফাদেরকে তাকওয়া অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ্র কাছে মানুষের মর্যাদা তাকওয়ার ভিত্তিতে নিরূপণ হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন–

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ.

অবশ্য আল্লাহ্র কাছে তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাধিক মর্যাদাশীল যে সর্বাধিক মুত্তাকী।

উম্মতের কাণ্ডারী বা পরিচালক সর্বাধিক মুত্তাকী ব্যক্তির হওয়া উচিত। অতঃপর খলিফা সাধারণ মুসলমানদের সাথে কি ধরনের আচরণ করবে, রাসূল ﷺ তার নির্দেশ দিয়েছেন। খলিফারা যেন বড়দেরকে সম্মান করে, ছোটদের প্রতি স্নেহের আচরণ করে এবং আলেমদেরকে যেন সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখে। রাসূলের

উপরোক্ত অছিয়ত বিশেষভাবে খলিফাদের জন্য হলেও, সমস্ত উম্মতের জন্যই এটা প্রযোজ্য। যেমন রাসূল ﷺ হাদীসে বলেছেন–

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا
وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا-

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে বড়দেরকে সম্মান করে না আর ছোটদেরকে স্নেহ করে না, সে আমার উম্মত নয়। (তিরমিযী)

জনগণ যাতে খলিফার আচরণে রুষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহ না করে সে ব্যাপারে রাসূল ﷺ সাবধান করেছেন। আরও সাবধান করেছেন জনগণের সমস্যা সম্পর্কে যেন তারা উদাসীন না থাকে। বরং জনসাধারণ যাতে তাদের সমস্যা খলিফা পর্যন্ত পৌছাতে পারে তার ব্যবস্থা রাখে।

আনসারদের প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ-এর অছিয়ত

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) يَقُوْلُ مَرَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ (رضى)
بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْاَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُوْنَ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكُمْ؟
قَالُوْا ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَّا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَاَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ عَصَبَ عَلٰى رَاْسِهٖ
حَاشِيَةَ بُرْدٍ قَالَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ
فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اُوْصِيْكُمْ بِالْاَنْصَارِ فَاِنَّهُمْ
كَرِشِيْ وَعَيْبَتِيْ وَقَدْ قَضَوا الَّذِيْ عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِيْ لَهُمْ
فَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ.

আনাস বিন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আবু বকর ও আব্বাস (রা) আনসারদের একটি সমাবেশের কাছ থেকে যাচ্ছিলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন আনসাররা কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কেন কাঁদছেন? বললেন, আমাদের সাথে রাসূলের মজলিসসমূহের কথা মনে করে আমরা কাঁদছি। তাঁরা এ ঘটনার কথা রাসূলের কানে পৌছে দিলেন। রাসূল ﷺ তৎক্ষণাতই একখানা রুমাল মাথায় বেঁধে বের হয়ে পড়লেন এবং সেখানে উপস্থিত হয়ে মিম্বরে উঠলেন। এরপর আর রাসূল ﷺ মিম্বরে উঠার সুযোগ

পাননি। রাসূল ﷺ আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা ও গুণকীর্তণ করলেন। অতঃপর বললেন, আমি তোমাদেরকে আনসারদের ব্যাপারে অছিয়ত করছি। কেননা তারাই আমার খাদ্য ও আবাসনের ব্যবস্থাকারী ছিল। তারা তাদের দেনা (দায়িত্ব) পুরোপুরি শোধ করেছে। কিন্তু তাদের পাওনা বাকী রয়ে গেছে। তোমরা তাদের উত্তম কাজের মূল্যায়ন করবে এবং তাদের ত্রুটিসমূহ ক্ষমার চোখে দেখবে। (বুখারী)

অপর এক রেওয়ায়াতে বা বিবরণে আছে, রাসূল ﷺ বললেন, হে জনমণ্ডলী! মদীনায় অন্য লোকদের আধিক্য ঘটবে আর আনসারদের সংখ্যা কমতে থাকবে। এমনকি তাদের সংখ্যা খাদ্যে লবণ পরিমাণের ন্যায় হবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে-ই দণ্ডমুণ্ডের মালিক হবে সে যেন আনসারদের নেক কাজের মূল্যায়ন করে এবং তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়।

ব্যাখ্যা : হাদীসের বিবরণ হতে বুঝা যায়, রাসূল ﷺ-এর তিরোধানের মাত্র কয়েকদিন আগে এ ঘটনা ঘটেছিল। কেননা, রাবী বলেন, এরপর আর রাসূল ﷺ মিম্বরে উঠে বক্তব্য দেয়ার সময় বা সুযোগ পাননি। এটা ছিল রাসূলের বিদায় হজ্জ হতে ফিরে আসার পরবর্তী ঘটনা। রাসূলের হাবভাব ও কথাবার্তা থেকে আনসাররা অনুভব করছিলেন রাসূল ﷺ আর কয়কদিনই আমাদের মাঝে আছেন। সুতরাং আমরা আর রাসূলকে আমাদের মজলিসে পাচ্ছিনা। একথা মনে করে আনসারগণ কঁদছিলেন। আবু বকরের মাধ্যমে এ খবর প্রিয় নবী ﷺ শুনে তৎক্ষণাতই আনসারদের সমাবেশে এসে মিম্বরে উঠে বক্তব্য দিলেন। যে বক্তব্য উপরে হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। বক্তব্যটি মসজিদে নববীতে ছিল বিধায় রাসূল ﷺ মিম্বরে উঠে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। রাসূল বললেন, ইসলামের জন্য আনসারদের এত অবদান যার দেনা এখনও পরিশোধ হয়নি। তারাই দুনিয়ার সর্বপ্রথম আশ্রয়হীন মুসলমানদের খাদ্য ও আবাসন দিয়েছিলেন। আর তারাই ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য জায়গা করে দিয়েছিলেন।

রাসূল এই বলে খলিফা বা শাসকদের অছিয়ত করলেন যে, দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত হতে মুসলমানরা এসে মদীনায় বসতি স্থাপন করবে। ফলে তাদের তুলনায় আনসারদের সংখ্যা কমতে থাকবে। সুতরাং সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে তারা যেন তাদের হক হতে বঞ্চিত না হয়।

আনসারদের সম্পর্কে রাসূল (সা)-এর উপরোক্ত অছিয়ত আনসারদের মর্যাদার সর্বোৎকৃষ্ট সাক্ষী।

ইমাম বুখারী আনাস (রা) হতে একটি হাদীস নিম্নলিখিত মর্মে বর্ণনা করেছেন–

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْأَنْصَارَ اِلَى اَنْ يُقْطِعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوْا لَا اِلَّا اَنْ تُقْطِعَ لِاِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِثْلَهَا قَالَ اِمَّا لَا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ فَاِنَّهُ سَيُصِيْبُكُمْ بَعْدِىْ اَثَرَةٌ .

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহ্‌র নবী ﷺ আনসারদেরকে ডাকলেন এবং তাদেরকে বাহরাইনকে গণিমত হিসেবে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আনসারগণ বললেন, না রাসূল, আমাদের মুহাজির ভাইদেরকে অনুরূপ কিছু না দিয়ে আমাদেরকে দিবেন না। রাসূল বললেন, ঠিক আছে, তোমরা যখন অমত করছ তাহলে তোমরা সবর কর ঐ পর্যন্ত সে পর্যন্ত না আমার সাথে হাওযে কাওসারে তোমাদের সাক্ষাত হয়। কেননা, আমার পরে খুব শীঘ্রই তোমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হবে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা : আনসারগণ তাঁদের মুহাজির ভাইদের প্রতি যে অত্যধিক শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল ছিলেন উপরোক্ত হাদীস তার প্রমাণ। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে আনসারদের এ উত্তম আচরণের প্রশংসা এভাবে করেছেন–

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ.

মুহাজিররা আসার পূর্বেই যারা মদীনায় অবস্থান করত ও ঈমান এনেছিল তারা তাদের মুহাজির ভাইদেরকে মহব্বত করে। (সূরা হাশর : আয়াত-৯)

عَنْ بَرَاءَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْاَنْصَارُ لَايُحِبُّهُمْ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَّلَا يُبْغِضُهُمْ اِلَّا مُنَافِقٌ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللّٰهُ وَقَالَ ﷺ اَيْضًا اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ .

বারা বিন আযেব (রা) বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, মুমিন মাত্রই আনসারদেরকে মহব্বত করে। আর মুনাফিকরা আনসারদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে। যারা আনসারদেরকে ভালবাসে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। আর যারা আনসারদেরকে ঈর্ষা করে, আল্লাহ তাদের প্রতি নারাজ। রাসূল ﷺ আরও বললেন, হে আল্লাহ! আনসাররা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। (বুখারী)

সমাপ্ত

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peace rafiq@yahoo.com